শরৎকী ঈচেল

১৯৭৭ইং

ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট

আগরতলা, ত্রিপুরা।

যতনবাড়ী সহ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মহকুমা সহরগুলির
সহিত এক্সপ্রেস সার্ভিস চালু হয়েছে।

যাত্রী পরিবহনে ত্রিপুরায় বাস সিণ্ডিকেট যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে
আসছে আজ জগজ্জননীর শুভাশীর্ব্বাদে আমাদের ভবিষ্যৎ
অস্তিত্ব অটুট থাকুক এই আমাদের প্রার্থনা।

গোপাল কর
সাধারণ সম্পাদক
ত্রিপুরা বাস সিণ্ডিকেট

মরূপ

শরৎ কী ঈচেল

(শারদীয় সংখ্যা)

১৯৭৭ ইং

সম্পাদক

রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ

বনমালীপুর, এ. এ. রোড,
আগরতলা—৭৯৯০০১

মূল্য— ৪ টাকা
মমল রূপা ৪'০০

এবার রবিখন্দে চাষী ভাইদের জন্য নতুন খবর

(১) কুকরী চন্দ্রমুখী "সার্টিফাইড" আলুবীজ ব্যবহার করে ফলন বাড়ান। এই আলু দেখতে এবং স্বাদে অনেকটা "আপটুডেট" বা "নৈনীতাল" আলুর মতোই কিন্তু ফলন কাণি প্রতি ৪০০০ কেজি আপটুডেট-এর চেয়ে তিনগুণ বেশী।

(২) সরকার এই উন্নত জাতের "সার্টিফাইড" বীজ চাষী ভাইদের সুলভে পাওয়ার জন্য বিশেষ ভর্তুকী দিয়ে সরবরাহের বন্দোবস্ত করেছেন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এই বীজ পাওয়া যাবে।

কৃষি বিভাগ

ত্রিপুরা সরকার

ত্রিপুরা রাজ্য লটারী

৪র্থ খেলা— ১০-১১-৭৭ ইং

তিনটি সিরিজে টিকেট পাওয়া যাচ্ছে।

প্রতি টিকেট ১ টাকা

প্রথম পুরস্কার	১টি		১,০০০০০ টাকা
সান্ত্বনা ,,	১টি	প্রতিটি	২০০০ ,,
দ্বিতীয় ,,	৩টি	,,	১০,০০০ ,,
চতুর্থ ,,	১৭টি	,,	১০০০ ,,
পঞ্চম ,,	২৪টি	,,	৫০০ ,,
ষষ্ঠ ,,	১১০টি	,,	১০০ ,,
সপ্তম ,,	২৫০টি	,,	৫০ ,,

এ ছাড়া এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় সুযোগ। একত্রে ৩০০ টিকেট লইলে এজেন্ট হওয়া যায়। বিক্রেতাদের জন্য শতকরা ৩০ টাকা এবং এজেন্টদের জন্য ৩২ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। আজই নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

বি, বি, আচার্য্য, ইকিষ্ট

লটারী অফিস, শকুন্তলা রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।

সূচী

সম্পাদকীয়

এই মনিপুর কি সেই মনিপুর	(১)	রমা প্রসাদ দত্ত
অপূর্ব সঙ্গিনী পথাপন মনিপুরী— লোনদ	(৯)	নোংথোম্বম ননীগোপাল সিংহ
প্রাচীন ত্রিপুরী ও মনিপুরী মুদ্রার স্বরূপ বিচার	(১৬)	ডক্টর রবীন্দ্রনাথ দাশ
মনিপুরী সাহিত্যের অনুবাদ	(২০)	প্রো: ইবেতোম্বী সিংহ
GOLD COIN OF MANIPUR	(28)	Kh Aribum Nilkanta.
শরৎ লৈকোল	(২৯)	জয়চন্দ্র কোনসবা
ইমা তখেল্লৈবাক	(৩০)	এল, সি, মীতৈ
একলব্য	(৩২)	শ্রীরাজেশ্বর শর্মা
রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা জগদীশ চন্দ্র	(৩৩)	মনিময় দেববর্মা
মনিপুর ও ত্রিপুরা : প্রাচীন সম্পর্ক সূত্রের ধারা	(৪১)	অজয় দেববর্মা
শ্রীশ্রী অনু মহাপ্রভু মন্দির নবদ্বীপ ধাম	(৪৫)	রাজকুমার শ্রীটাকেন্দ্রজিৎ
ত্রিপুরার সেকাল	(৪৮)	রাজেন্দ্র দেববর্মা
রাজধানী আগরতলাগী মৈহৌরোল অমসুং মৈতৈ	(৫৯)	রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ
THE DAILY MAIL (BLUE BOOK)	(1)	

সিঙ্গারের 'মেরিট' সেলাইকল ১২০ দিনে (বিনা বাড়তি খরচায়) ও ১২ মাসে সহজ কিস্তিতে দেওয়া হচ্ছে।

আজই যোগাযোগ করুন :—

এ, এ্যাণ্ড এ, কোম্পানী

অথারাইজড ডিলার :—

সিঙ্গার সুইং মেশিন কোম্পানী

"নেলকো এ্যাণ্ড ওয়েষ্টন" ক্যালকুলেটারস

১নং মন্ত্রীবাড়ী রোড, আগরতলা।

ফোন : ১৩১

ইশ্বংযদা যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যন্তি
তদাতদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্ ॥

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

ইমাগী পূজা

ঐখোয়গী ওয়াখনদা মহাদেবী দুর্গা মায়কৈ তরাগী দশভুজা লাইয়াম পুম্নমকতগী তেজ লৌহনা ইরোয় হিংচাবগী মশক ওয়রাবাবু হাৎপাগী দমক অপুনবা শক্তমনী। অপুনবাদগী থোকলকপা পাংশণ (শক্তি) না কার্ত্তিকেয়। অপুনবা (ঐক্য) ১মুং পাংগন (শক্তি) তিন-শিনল্লগা বিদ্যা-বুদ্ধি (সরস্বতী) মপংদা সিদ্ধি (কংবা) অদুগী মথং ঋদ্ধি (লক্ষ্মী) তুংশিনবা। ময়ামশিগি মথকতা মঙ্গলময় শিব মহাদেব। আওয়াবা মাংহনবা গী প্রতীক অসুর হাৎপা।

মরমসিনা মলেমগী ইমানা মলেমদা লৈবা মীওোয়শিংবু হায়বিরি (আশ্বাস পিরি) হিংচাবাগী মশক ওয়না কাওয়কতুনা অকায় অতোয় (বিঘ্ন) লাকলবদা ঐহাক শোয়দনা লাককনী। ঐহাক য়েকনাবাবু মথাক লৈতনা মুথৎতকনী হায়রবসু অমদি হায়রি= কায়জদবা মাদে। দেবগণ লাই পুম্নমকনা কয়া হায়জ থোচ্ছনা আবির্ভূতা ওয়বা ইমানি। মরমসিনা ঐখোয় হকচাং শুদ্ধি তৌনা ইক মায়থাহনা, অহনবা কি হোংদোকতুনা দেবকুলনা হায়জবদৌনা হায়জরি।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহিনো দেবী নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥

এই মনিপুর কি সেই মনিপুর

রমা প্রসাদ দত্ত

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে আছে যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, "হে সঞ্জয়, যে ভারতবর্ষে এ সমস্ত সৈন্য একত্র হয়েছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন ও পাণ্ডুপুত্রগণ যাহা গ্রহণে একান্ত লোলুপ হয়েছে এবং যাতে আমার অন্তঃকরণ একেবারে নিমগ্ন হয়েছে, তুমি আমার নিকট, সে ভারতবর্ষের বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা কর।" তখন সঞ্জয় ভারতবর্ষের বিবরণ বলতে আরম্ভ করলেন।

সঞ্জয় প্রথমে সাতটি প্রধান পর্ব্বতের উল্লেখ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলির জন্য এক 'প্রভৃতি' শব্দে শেষ করলেন। পরে ১৬৯টি নদ নদীর নাম উল্লেখ করে বললেন 'এ ভিন্ন সহস্র সহস্র নদী অপ্রকাশিত আছে। তারপর জনপদগুলির নাম উল্লেখ করতে লাগলেন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর দিকে ন্যূনাধিক ১৫০ ও দক্ষিণা পথের ৬৯টি জনপদের নাম করলেন। কিন্তু এর এক স্থানেও মণিপুরের নাম নেই। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যে ভ্রমক্রমে একটি প্রধান আর্য্যরাজ্যের উল্লেখ করেন নি, তা কোনমতেই সম্ভবপর নহে।

আদি ও অশ্বমেধ পর্ব্বে মনিপুরের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাতে তাকে তদানিন্তন একটি পরাক্রান্ত আর্য্যরাজ্য বলে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। ভীষ্মপর্ব্বে এর নাম উল্লেখ না থাকায় মণিপুর একটি আর্য্যরাজ্য কিনা আমাদের সন্দেহ হতেছে।

জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, মহাভারতে মনিপুরের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্টি হতেছে তা সবই অসাধারণ কল্পনা শক্তির পরিচায়ক মাত্র। কুইলার সাহেব মনিপুরের ভূতপূর্ব্ব পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্টের (In culloch's account of Manipur) উপর নির্ভর করে মহাভারতের ঐ সকল অংশ অলীক বলে প্রমাণিত করেছেন।

মনিপুর প্রাচীন অনার্য্য ভূমির আবাস ভূমি। মণিপুরের রাজবংশ ও অনার্য্য বংশ সম্ভূত। এরূপ উল্লেখের কারণ কি? আদি পর্ব্বে অর্জ্জুন বনবাসে মণিপুরের নাম প্রথম দৃষ্টি হয়। আমাদের মনে হয়, অর্জ্জুনের প্রথম দ্বাদশ বৎসর বনবাস সম্পূর্ণ অমূলক। (কুইলার সাহেব এ সম্বন্ধে অনেকগুলি যুক্তি দেখিয়েছেন)। কেবল অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব কিরূপ তা দেখাবার জন্যই এ অধ্যায় সৃষ্টি। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন 'ভারত' রচনা করেন। বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে তাহা শ্রবণ করিয়েছিলেন। লোমহর্ষণ সুত সৌতি নৈমিষারণ্যে সত্রদীক্ষিত মুনিগণের নিকট সে ভারত উপাখ্যান বলেছিলেন। সাধারণতঃ একটি প্রবাদ আছে 'তিন নকলে আসল খাস্ত।' মহাভারত সম্পর্কে একথা খাটে। আবার পরবর্ত্তী পণ্ডিত মণ্ডলীও যে মধ্যে মধ্যে এর মধ্যে স্বরচিত শ্লোকের সংযোজন করেন নি তাও নহে। পুরাণগুলির বিষয় আলোচনা করলে আমাদের এসকল যুক্তি অযৌক্তিক বোধ হবে না। পণ্ডিতদের মতে মনিপুরীদের মুখের

আকৃতি দর্শন করলে এদেরকে কোনমতেই আর্য্যজাতি বলে বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ এদের ভাষায় সংস্কৃতের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। (মনিপুরী ভাষায় শতভাগে এক ভাগ মাত্র বাঙ্গলা ভাষা পাওয়া যায়। Joun, Bengal A. Socity vol vi) তৃতীয়তঃ মনিপুরীদের আচার। চতুর্থতঃ মনিপুরী জাতি। মনিপুরে তিনটি শ্রেণীই প্রধান। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ। এ ব্যতীত আর যে কয়েকটি শ্রেণী আছে তা মনিপুরের পার্শ্বস্থ বা অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি। তার প্রথম উদাহরণ 'কালাছা'। এরা সর্ব্ব প্রথমে কাছার বা হেডম্ব রাজ্যের অধিবাসী ছিল। কাছারের যে সকল অংশ মনিপুর জাতির দ্বারা বিজিত হয়েছে, সে অংশই তাদের প্রধান বাসস্থান। এ ছাড়া আরও একটি প্রবাদ আছে, মনিপুর জাতি কাছাড় বিজয় করে সেসকল লোককে বন্দী করে আনেন তাদেরকে কালাছা শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এরা সাধারণতঃ দাসরূপে পরিগণিত হয়।

যে তিনটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করা গেল, তার মধ্যে ক্ষত্রিয় গণই মনিপুরের প্রকৃত প্রাচীন অধিবাসী। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ অনেকদিন পর বঙ্গদেশ হতে সেখানে গমন করে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাঁরা কিন্তু সপরিবারে সেখানে গমন করেনি। কোন কার্য উপলক্ষে মনিপুরে গিয়ে সেখানে কোন ক্ষত্রিয় কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে পাণি গ্রহণ করেছেন। প্রণয়িনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হয়ে জন্মভূমির মমতা 'বরাক' নদীর জলে বিসর্জ্জন করেছেন। একারণেই মনিপুরে 'ব্রাহ্মণ' ও কায়স্থ জাতির উৎপত্তি। তাদের সন্তান সন্ততি বন্দ্যোপাধ্যায় 'মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী 'ঘোষ' 'বসু' 'দত্ত' প্রভৃতি উপাধি দ্বারা নিজেদের পরিচয় দেন। কিন্তু বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। এখানে প্রসঙ্গত বলা যায়, জেলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর ও মাইজ ঘাড়ের ঘোষ বংশের 'বংশাবলীতে' দৃষ্ট হতেছে, পদ্মলোচন রায়, উজিরের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিবল্লভ পিতৃপদ 'উজিরি' (ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান সচিব) লাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র কবিরত্ন ত্রিপুরার সুবা (সৈন্যাধ্যক্ষ) হন। তৃতীয় পুত্র কবিচন্দ্র ত্রিপুরার অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। কবিচন্দ্র যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাজে মনিপুর গমন করে সেখানে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সৌকালীন ঘোষ বংশ সৃষ্টি করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে মনিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশ করেছিল তা বোধ হয় না। ১৮৭৩খৃঃ মনিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট ডেমেন্ট (Damant) সাহেব মনিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশের সময় খৃষ্টাব্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ নির্ণয় করেছেন। (Joun, Bengal, A Soceity vol XLVI Part I)। হুইলার সাহেবও এরূপ লিখেছেন :—

'And it is some what remark ble that no trace of Brahmanism can be found in Manipur of an earlier date than the begining of the last country" (W. History of India VOL. 1 Page—149)

মনিপুরের ব্রাহ্মণগণ এখনও ইচ্ছা করলে ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করতে পারেন কিন্তু

সে কন্যার গর্ভজাত সন্তানগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে থাকে। তাদের ঘরে যেতে পিতা কিংবা অন্য কোন ব্রাহ্মণের ভোজন করতে নিষেধ নেই। ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে। যথা—'আরিবম্' ও 'অনৌবম্'।

'আরিবম্' অর্থাৎ যারা বহুকাল পূর্ব্বে মনিপুরে গমন করেছিল। 'অনৌবম্' অর্থে 'নবাগত' অর্থাৎ যারা অল্পকাল মাত্র মনিপুরে উপস্থিত হয়েছিল। নবাগত ব্রাহ্মণ'দের অধিকাংশের পিতা ও মাতামহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করে মনিপুরে বাস করত। যদিও সে প্রাচীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দিগের সন্তান সন্ততিগণ মনিপুরের ভাষা ব্যতীত বাঙ্গলা ভাষা জানেন না, তথাপি কোন কোন শব্দ দ্বারা তাঁদেরকে প্রকৃত মনিপুরীরা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ হতে পৃথক করা যেতে পারে। ক্ষত্রিয়গণ পিতাকে 'পাবা' বলে সম্বোধন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অদ্যাবধি 'বাবা' শব্দটি ত্যাগ করতে পারেনি। সেরূপ ক্ষত্রিয়গণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভাদা বলে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ 'দাদাই বলে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে।

কায়স্থগণ 'লাইরিএংবম' নামে পরিচিত। 'লাইরিক' অর্থ পুস্তক, 'এংবা' অর্থ দেখা। মণিপুরীর ভাষায় এ দু'টি শব্দ যোগ করে 'লাইরিএংবম' হয়েছে এর মূল অর্থ যে জাতি পুস্তক দেখে।'

মনিপুরে ক্ষত্রিয় বলে যারা পরিচয় দেয় তারাই মনিপুরের প্রাচীন অধিবাসী। তারা যদিও এখন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বলে আত্ম পরিচয় দিতেছে। আসলে তারা অনার্য্য হওয়াই সম্ভব। প্রাচীনকালে যে ক্ষত্রিয়গণই শুধুমাত্র মনিপুরে বাস করতে গিয়েছিল তা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ তাদের সঙ্গে আর যে দু'টো মিশ্র (মনিপুরীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ 'মিতাই' বলে পরিচিত। 'মিতাই' অর্থ মিশ্র-জাতি। বর্তমানে ক্ষত্রিয়গণও তাদের নিজেদের 'মিতাই' বলে পরিচয় দেয়) আর্যজাতির উল্লেখ করলাম তারা যে অল্পকাল হতে তথায় গিয়েছেন তা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করবে না। হুইলার সাহেব মনিপুরী দিগকে নাগ বংশ সম্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। মনিপুরের পার্শ্বে নাগা পর্ব্বত এবং সেখানেই নাগাদের বাস। এই নাগাগণই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ কর্তৃক নাগ বলে উল্লিখিত হয়েছেন। মনিপুরের বর্তমান রাজ বংশীয়গণ নিজেদের নাগ বংশ বলে উল্লেখ করে গর্ব্ব বোধ করেন। প্রবাদে আছে মনিপুরের রাজ সিংহাসনের নীচে একটি সর্প বাস করছে এবং সে সর্পের নাম 'পাখংবা" এ পাখংবা রাজ বংশের পূর্ব্ব পুরুষ অথচ কুলদেবতা বলে প্রসিদ্ধ।

মনিপুরীগণ অনার্য্য বংশে উদ্ভব হয়ে কিরূপে হিন্দু সমাজভুক্ত হল। তা বুঝতে হলে আমাদের বৈষ্ণব গোস্বামীদের কথা বলতে হয়। যারা ব্রাহ্মণ হতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই হরি হরি নাম দ্বারা উদ্ধার করিয়েছেন, মনিপুরীগণ তাদের দ্বারাই হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

মনিপুর পতি রাজা চিতোম খোম্বার (চিতোম খোম্বার সময় হতেই মনিপুর পতিদিগের হিন্দুনাম দৃষ্ট হয়। এই নৃপতির ভাগ্যচন্দ্র' 'কর্ত্তা' প্রভৃতি কতকগুলি নাম ছিল। এচিসন সাহেব তাঁকে 'ভারত সাহি' লিখেছেন।

Aitchison's Treatise VOL. 1 Page, —120") রাজত্ব সময়ে শ্রীহট্ট বাসী জনৈক অধিবাসী মনিপুরে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যের প্রেম তরঙ্গে 'মনিপুর' ভাসিয়ে দিলেন। রাজা প্রজা সকলেই কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে লাগলেন। সে সময় হতেই মনিপুরীগণ রাসক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। ভাগ্যচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মনিপুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

ডেমেন্ট সাহেবের মতে এ ঘটনাটি আরও কিছু পূর্ব্বে হয়েছিল। তিনি বলেন 'চারাই রংবার (চারাইংবা ভাগ্যচন্দ্রের পিতামহ। চারাইংবা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন) রাজা শাসন সময়ে মনিপুরে হিন্দু ধর্ম প্রচার হয়। এখানে বলা যেতে পারে যদিও চারাইংবার রাজত্ব সময়ে মনিপুরে হিন্দুধর্মের আলোক প্রবেশ করে থাকে কিন্তু মনিপুররাজ কুলতিলক ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্ব কালেই তা সংশোধিত হয়ে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে।

প্রায় বিষয়েই একটা না একটা মতভেদ আছে। মনিপুর রাজ্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ব হতেই পৃথিবী মধ্যে সুপরিচিত ছিল, আচারে বীরত্বে মহত্বে ভারতে ক্ষত্রিয় রাজ্য মধ্যে প্রশংসার সঙ্গে গণ্য হত বলে কোন কোন ঐতিহাসিকের মত। কিন্তু অন্য পক্ষ ঐতিহাসিকদের পক্ষ এই মনিপুর অর্জ্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের মনিপুর কিনা?

ডাক্তার অপটি, দাক্ষিণাত্যের মাদুরার ৭৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত 'মনলুর' নামক গ্রামটিকেই মহাভারতীয় মনিপুর বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (Madras Joural for 1879: Page—311)

ক্যানিংহাম (Caningham) তাঁর মত হিসাবে বলেছেন মধ্য প্রদেশের রতনপুরের উত্তরে অবস্থিত 'মনিপুর'কেই চেদিরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মনিপুর বলে অভিহিত করা যায়। (Caningham's Archacological Survey Report VOL xvii, Page 70)

"A fatheris Momemental Antiqutiese Inscription in the N W P and oudha পৃষ্ঠা ১৮৯তে অযোধ্যা প্রদেশে এক প্রবাদের সমর্থনে লেখা হয়েছে, সীতাপুরের ১৩ ক্রোশ দক্ষিনে 'মনুআ' নামক বৃহৎ গ্রামটিই প্রাচীন মনিপুর। এবং এখানেই বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্বকোষকার নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন বর্তমান গঞ্জাম জেলাস্থ চিকাকুলের নিকট যে মনকর বন্দর আছে তাহাই কলিঙ্গ রাজধানী। মহাভারতীয় মনিপুর। (বিশ্বকোষ, ১৩শ ভাগ) এ ছাড়াও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে মনিপুরকে কলিঙ্গ রাজ্যের রাজধানী বলে ঘোষনা করেছিলেন। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে মহাভারতের আদিপর্ব্বের ২১৫ অধ্যায়ের ৯—১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত প্রমাণার্থ উদ্ধৃত করেছিলেন। ঐ সকল শ্লোকের সারমর্ম হল—"যে অর্জ্জুন কলিঙ্গ দেশ অতিক্রম করে মহেন্দ্র পর্ব্বতের শোভা দর্শন করতে করতে সমুদ্র তীরের পথ ধরে শনৈঃ শনৈঃ মনিপুরে গমন করেন। বসু মহাশয় এই কলিঙ্গ রাজ্য অতিক্রম, মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শন এবং সমুদ্র তীরের পথের গমন দেখেই বোধহয়

মনিপুরকে কলিঙ্গের রাজধানী বলেছেন, এছাড়া কলিঙ্গ রাজ্যে মনিপুরের অস্তিত্বের আর কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আমাদের জানা নেই।

বসু মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক সমূহের পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ অধ্যায়েরই পঞ্চম শ্লোকে লেখা আছে—

"অবতীর্য্য নরশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহভারত
প্রাচীং দিশমভিপ্রেপ্সু জগাম ভরতর্ষভঃ

অর্জ্জুন প্রসিদ্ধ ভৃগুতুঙ্গ (তুঙ্গনাথ) দর্শনান্তে ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে অবতরণ করে পূর্ব্বদিকে গমন করেন। পথে কৌশিকী মহানদী, গয়া, প্রভৃতি দর্শনের পর কলিঙ্গ রাজ্য অতিক্রম করে সমুদ্র তীরের পথ ধরে ধীরে ধীরে মনিপুরে চলে যান। অর্জ্জুনের পূর্ব্বদিক দেখার অভিপ্রায় হৃদয়ে রেখে মহাভারত পাঠে প্রবৃত্ত হলে, "সমুদ্র তীরেণ শনৈ মনিপুরং জগামঃ"—বর্ণনাটুকু দ্বারা পূর্ব্বদিগবর্ত্তী মনিপুরই বুঝতে হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ের লেখা আছে—

'কলিঙ্গ বিষয়ে রাজন্। রাজশ্চিত্রাঙ্গদস্যচ।
শ্রীমদ্রাজপুরং নাম নগরং তত্র ভারত ॥২॥

কলিঙ্গরাজ্যে চিত্রাঙ্গদ রাজার রাজপুর নামে নগর ছিল, সেখানে তার কন্যার স্বয়ম্বর সভায় মহাবীর কর্ণ দুর্যোধনের নিমিত্ত কন্যা হরণ করেছিলেন সুতরাং ইহা দ্বারা জানতে পারা যায়, পাণ্ডবের সময় কলিঙ্গের রাজা ছিলেন চিত্রাঙ্গদ, আর তাঁর রাজধানী ছিল রাজপুর। আর অপরদিকে মহাভারতের আদিপর্ব্বের বর্ণনা হতে জানা যায়, মনিপুর রাজ্যের সে সময়কার রাজার নাম চিত্রসেন। চিত্রসেন ও চিত্রাঙ্গদ ভিন্ন ব্যক্তি। মনিপুর এবং রাজপুর ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী।

নগেন্দ্রনাথ বসুর এই শ্লোক উদ্ধৃত করে পূর্ব্বোক্ত অনৈক্যের সমাধান করে বলছেন "এ চিত্রাঙ্গদ কাহার পুত্র, মহাভারতে তার উল্লেখ নেই। সে কন্যার স্বয়ম্বর কালে পঞ্চ পাণ্ডব ব্যতীত কৌরব ও ভারতের সকল প্রধান রাজাই কন্যা লাভার্থ উপস্থিত হয়েছিলেন। এর জন্য বোধ হতেছে, পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কোনও সম্বন্ধ ছিল। সে সম্বন্ধের জন্যই যেন তাঁরা কলিঙ্গ রাজার কন্যার পাণি গ্রহণার্থ উপস্থিত হন নি।

রাজা চিত্রাঙ্গদ সম্ভবতঃ চিত্রবাহনের পুত্র ও চিত্রাঙ্গদার ভ্রাতা ছিল। কলিঙ্গের প্রধান নগর রাজপুরে চিত্রাঙ্গদ ও মনিপুরে চিত্রাঙ্গদা অবস্থিতি করতেন। এদ্বারা অনুমান করা যায় যে, মহাভারতের সময়ে রাজপুর ও মনিপুর উভয়ই কলিঙ্গ রাজ্যের প্রধান নগর বা রাজধানী ছিল। রাজপুরের বর্ত্তমান নাম রাজমহেন্দ্রী।"

নগেন্দ্রনাথ বসুর উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কে এবার দেখা যাক কতটুকু সত্য নিহিত আছে।

পাণ্ডবগণের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদের কোন সম্বন্ধ ছিল বলে প্রকাশ নেই। পাণ্ডবগণ এ স্বয়ম্বরের কোন খবরই জানতেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কর্ণ শোকে বিহ্বল হৃদয় যুধিষ্ঠির নারদের মুখে কর্ণের বীরত্ব কাহিনী শুনেছিলেন—তখনই প্রসঙ্গক্রমে স্বয়ম্বরের কথা উঠেছিল। সম্ভবতঃ পাণ্ডবরা স্বয়ম্বর কালে বনেই ছিল।

আর চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রাঙ্গদার নামের সৌসাদৃশ্যে ভাই বোন সম্বন্ধ কল্পনা এবং

চিত্রসেন ও চিত্রাঙ্গদার আদ্য অক্ষরের সাদৃশ্যে পিতৃপুত্রী সম্ভাবনা সম্পূর্ণ কষ্ট কল্পনা। কারণ চিত্রাঙ্গদার কোন ভাই ছিল না। চিত্রসেন অপুত্রক ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর উদ্ধৃত শ্লোক কয়টির পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি পাঠ করলেই দেখতে পেতেন—অর্জ্জুন যখন মনিপুরে চিত্রাঙ্গদার রূপে আকৃষ্ট হয়ে রাজার নিকট কন্যা প্রার্থনা করেন, তখন তার উত্তরে চিত্রসেন বলেছিলেন

"তমুবাচাথ রাজা স শান্তং পূর্ব্ব মিদং বচঃ।
রাজা প্রভঞ্জনো নাম কুলেঽস্মিন্ সম্ব ভূবহ।
অপুত্রঃ প্রসবেনার্থী তপাস্তাপ স উত্তমম্
উগ্রেন তপসাতেন দেবদেবঃ পিনাকধৃক্।
ঈশ্বর স্তোষিতঃ পার্থ। মহাদেব উমাপতিঃ।
স তস্মৈ ভগবান প্রাদাদেকৈকং প্রসবংকুলে
একৈকঃ প্রসস্তস্মাদ ভবতাস্মিন্ কুলে সদা।
তেষাং কুমারাঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বেষাং মমপঞ্জিরে
একা চ মম কল্যেয়ং কুলাস্য ৎপাদনী ভৃশম্।
পুত্রোমমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষর্ষভ।
পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংশ্রিতা ভরতর্ষভ।
তস্মাদেকং সুতো যোঽস্যাং জায়তে ভারত হয়া।
এতং শুল্কং ভবত্বস্যা কুলকৃজ্জায়তামিহ।
এতেন সময়েনেমাং প্রতিগৃহ্নীষ পাণ্ডব॥
(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১৫ অ', ১৯—২৫ শ্লোক)

রাজা চিত্রসেন তাঁকে প্রীতিপূর্ণ মধুর বচনে উত্তর করলেন:—"এই বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি অপুত্রক অবস্থায় সন্তানার্থ তপস্যা করেন, তাঁহার উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে পিনাকধারী দেবদেব মহাদেব উমাপতি, এ বংশে প্রতিপুরুষে এক একটি মাত্র সন্তান উৎপন্ন হবে বলে প্রভঞ্জনকে বর প্রদান করেন, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এ বংশে এক একটি করে সন্তান উৎপন্ন হতে থাকে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের সকলের পুত্র সন্তান হয়, কেবল আমারই একমাত্র কন্যা। এর দ্বারাই আমার কুল রক্ষা হবে। এ নিমিত্ত একে আমি পুত্র বলেই বিবেচনা করি। এবং পুত্রিকা-ধর্মানুসারে এ কন্যাকে বিবাহ দিতে উৎসুক হয়েছি। হে ভারত। আপনি আমার কন্যার গর্ভে একটি কুলরক্ষণকারী সুপুত্র উৎপন্ন করে দেবেন—এই হবে কন্যার শুল্ক—এ নিয়মেই চিত্রাঙ্গদাকে পতি গ্রহণ করুণ।"

সুতরাং মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা, কলিঙ্গ রাজ্যের রাজা এবং রাজপুর যাহার রাজধানী, তিনি কখনই চিত্রাঙ্গদার ভ্রাতা বা চিত্রসেনের পুত্র নহেন বা হতেও পারে না।

"মনিপুর একটি রাজ্য নহে,—নগর মাত্র' নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এ কথাও ঠিক নহে। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে, 'মনি রেশ্বরং, 'মনিপুরপতের্দ্দেশং" প্রভৃতি প্রয়োগ দৃষ্টে মনিপুরকে রাজ্য বলেই ধরে নিতে হয় অতএব আসাম প্রান্তে পূর্ব্বাঞ্চলের মনিপুর, বভ্রুবাহনের মনিপুর স্বীকার করুণ আর নাই করুন, কলিঙ্গ রাজ্যে কখনই মণিপুর আবিষ্কার হতে পারে না।

নগেন্দ্রনাথ বসু বর্তমানে মনিপুরের প্রাচীন মনিপুরত্ব খণ্ডনে যে সকল যুক্তির অবতাড়না করেছেন, তারও আলোচনায় দেখা যায়, যখন ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে বৃটিশের রণদুন্দুভি বেজে উঠল, এবং তাদের আক্রমণে মনিপুর রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল, তখন সে

সময়কার ভারতের সংবাদ পত্র সমূহ একস্বরে এ মনিপুরকেই অর্জ্জুন পুত্র বক্রবাহনের মনিপুর বলে উল্লেখ করেছিল। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার জন্মভূমিও এ মত প্রকাশ করেন।

জন্মভূমিতে লেখা ছিল:— "অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ আসাম রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিল, তথায় ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয়, তৎপর আসাম হইতে যজ্ঞীয় অশ্ব মনিপুরে যাইয়া উপস্থিত হয়।"

এ কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব্বের ৭৮ অধ্যায়ের ৪৬—৪৯ শ্লোক উদ্ধৃত করে বলছিলেন "প্রাগ্‌জ্যোতিষের যুদ্ধের পর যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। পরে সৈন্ধবগণকে বশে আনিয়া নানাস্থান অতিক্রমের পর মনিপুরে গমন করেন।—এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের পর প্রাচীন মনিপুর ছিল না, তাহা হইলে কামচারী অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষের পর সিন্ধু দেশে যাইয়া তৎপর মনিপুরে আসিত না। প্রাগ্‌জ্যোতিষের পর বক্র বাহনের রাজত্ব থাকিলে মহাভারতে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। অতএব বর্তমান মনিপুর বক্র বাহনের রাজ্য হইতে পারে না।"

উপরোক্ত মন্তব্যে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রাগ্‌জ্যোতিষের পর মহাভারতে সিন্ধুদেশের কথা দেখেই একেবারে অশ্বটাকে ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্তে নিয়ে গিয়েছেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষ হতে পশ্চিম দিকে এত দেশ দেশান্তর অতিক্রম করে কত প্রবল ক্ষত্ররাজ্যের মধ্য দিয়ে যজ্ঞীয় অশ্বটা নির্ব্বিঘ্নে পার হয়ে গেল, পথে কেহ আর একটুও উচ্চবাক্য করল না, পুনরায় তথা হতে নির্ব্বিবাদে ভারতের দক্ষিন প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী মনকুর বন্দরে উপস্থিত হল। এখানে বলতে হয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এত কিছু কল্পনা না করে প্রাচীনকালে আসামেই সিন্ধু নামক কোনও দেশ ছিল কিনা সর্ব্ব প্রথম তা অনুসন্ধান করা উচিত। কামাখ্যাতন্ত্র লিখিত আছে—

"করতোয়া সমারভ্য যাবদ্দিকর বাসিনীং।
উত্তরে বটবীনাম্নী দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ
তন্মধ্যে যোনিপীঠঞ্চ নীল পর্ব্বতং বেষ্টিতং
শত যোজন বিস্তীর্ণং কামরূপং মহেশ্বরী।
সপ্তখণ্ডস্তু তন্মধ্যে, তন্মধ্যে সপ্তপর্ব্বতাঃ
বিন্দুঃ সিন্ধুর্জয়শ্চন্দ্রঃ কচ্ছঃ সিন্ধশ্চ শ্যামকঃ।

অর্থাৎ করতোয়া হতে দিকরবাসিনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের নাম কামরূপ। তার দক্ষিনে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত ও উত্তরে বটীবা নাম্নী দেবী, এর মধ্যে নীলাচল বেষ্টিত যোনি পীঠ বিরাজমান। কামরূপে সাতটি খণ্ড ও সাতটি পর্ব্বত আছে। বিন্দু, সিন্ধু, জয়, চন্দ্র কচ্ছ ও শ্যামক, এই সাত নামে সাত রাজা বিরাজমান।

এ সিন্ধু রাজ্যই দুঃশলার পতি জয়দ্রথের রাজত্ব ছিল। এ রাজ্য বর্তমানে সদিয়া বলে অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে অনুমান প্রণালী অনুসারে দেখা যেতেছে সিন্ধু হতে সিন্ধিয়া, পরে আসামীয় উচ্চারণের ভেদে সদিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ স্থানেই

ধর্মরাজের যজ্ঞীয় অশ্ব আবদ্ধ হয়েছিল। এখানেই দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলা নিজের নাবালক পৌত্রকে নিয়ে ভ্রাতা অর্জ্জুনের নিকট অভয় প্রার্থনা করেছিলেন।

সদিয়ায় একটি আর্য্য রাজ্য ছিল বলে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত লেখক অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি লিখেছেন—"কামরূপের পূর্ব্ব দিকে কৌণ্ডিল্য নামক দ্বিতীয় আর্য্য রাজ্য স্থাপিত ছিল। ভীষ্মক সে রাজ্যের রাজা ছিল। আসাম সদিয়ার কুণ্ডীল নদীর তীরে কৌণ্ডিল্য নগর ছিল।"

আমাদের মতে আর্য্য রাজ্যের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেও বলা যায় ঐ রাজ্যের নাম কৌণ্ডিল্য ছিল না—সেটার নাম ছিল সিন্ধু এবং রাজার নাম ছিল বৃদ্ধক্ষত্র, বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র জয়দ্রথ। ভারত প্রসিদ্ধ কুণ্ডিল নগর দাক্ষিনাত্যে অবস্থিত ছিল, সেই কুণ্ডিলনগরের রাজা ভীষ্মক, তাঁর পুত্রের নাম রুক্মী। রুক্মী কুণ্ডিনের নিকট ভোজকট নামক পুরী নির্মান করেছিলেন। রুক্মিণী-হরণের পর রুক্মী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

"অহত্বা দুর্ম্মতিং কৃষ্ণমপ্রত্যাহ্ত্য যবীয়সীম্
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তত্রাবসদ্রুষা।"

—ভাগবত, ১০ স্কন্দ

মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৩১ অধ্যায়ের ১০—১১ ও ৬২—৬৪ শ্লোক পাঠ করলেই জানতে পারা যায় সহদেব দু'দিন যুদ্ধ করে ভীষ্মক ও রুক্মিণীকে জয় করেছিলেন, এবং সেজন্য তারা ধর্ম্মরাজের শাসন মেনে নিতে স্বীকার হন। সহদেব দক্ষিণ দিক জয় করেছিলেন। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে, কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের কন্যার স্বয়ম্বর সভায় শিশুপাল, ভীষ্মক ও রুক্মী প্রভৃতি দাক্ষিনাত্যের রাজারা উপস্থিত হয়েছিলেন। এখানে ভীষ্মককে দাক্ষিনাত্যের রাজা বলা হয়েছে। সুতরাং সদিয়ার আর্য্যরাজ্য কুণ্ডিল নদীর নামানুসারে কৌণ্ডিল্য রাজ্য না হয়ে সদিয়ার নামানুসারে মহাভারত ও কামাখ্যাতন্ত্র কথিত সিন্ধুরাজ্য বলাই যুক্তিযুক্ত হবে।

তর্কের খাতিরেও যদি করাচীর নিকটবর্ত্তী সিন্ধুদেশকে মহাভারতীয় সিন্ধুদেশ বলে স্বীকার করা যায় এবং যে প্রণালী অনুসারে কামচারী যজ্ঞীয় অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষ হতে পশ্চিম সমুদ্র তীরে এবং তথা হতে আবার দক্ষিণ সমুদ্র তীরের মনকুর বন্দরে উপস্থিত হতে পারে, সে প্রণালী মতে কামচারী অশ্ব পূর্ব্ব প্রান্তের মণিপুরে উপস্থিত হতে প্রতিবন্ধক কি থাকতে পারে? সুতরাং নগেন্দ্রনাথ বসুর যুক্তি উভয় পক্ষেই সমান বল সম্পন্ন। মহাভারতের অশ্বমেধিক পর্ব্বে জানা যায়, যজ্ঞীয় অশ্ব হস্তিনা হতে বের হয়ে প্রথমতঃ উত্তর পূর্ব্বদিক দিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে পশ্চিম দিক দিয়ে ঘুরে পুনরায় উত্তর দিক দিয়ে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করে।

"স হয় পৃথিবীং রাজন্। প্রদক্ষিণমবর্ত্তত।
সমারোহরতঃ পূর্ব্বং তন্নিবোধ মহীপতে।২১।

৭১ অঃ আশ্ব

এ সকল প্রমাণেই আসামের সিন্ধু দেশকেই মহাভারত প্রসিদ্ধ সিন্ধুদেশ বলে অনুমান করতে হয়। পৌরাণিক মতানুসারে

মনফুর বন্দর কখনই মনিপুর হতে পারে না ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, দিন দিন পর্ব্বতের গাত্র থেকে বৃষ্টি ধৌত মৃত্তিকাদি পতনে সমুদ্রের প্রান্তদেশ ভরাট হয়ে গ্রাম নগর সৃষ্টি করে। এমতে বিবেচনা করলে সে স্থানে চিকাকোল জেলার মনফুর বন্দর মনিপুর বলে আবিষ্কৃত হতেছে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ হয়ত মধ্যভারতের সময়ে ইহা সমুদ্র তরঙ্গের রঙ্গভূম ছিল বলে নির্ণয় করবেন তাঁরা হয়ত বলবেন, সমুদ্র তখন মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদদেশে আছাড় খেত। অতএব সমুদ্র তীরবর্ত্তী চার হাজার বছরের মনিপুর আজও অপরিবর্ত্তিতভাবে সমুদ্রতীরস্থিত মনফুর বন্দর রূপে অধিষ্ঠিত, ভূতত্ত্বের হিসাবে তা প্রমাণ করা সহজসাধ্য হবে না অতএব বর্ত্তমান মনিপুরই যে অর্জ্জুন পুত্র বভ্রু বাহনের মনিপুর, এ সিদ্ধান্তই সকলেই মেনে নেবেন আমাদের সঙ্গে।

'অপুব সন্ধিগী পাথাপন মনিপুরী লোলদ'

নোংথোম্বম নানিগোপাল সিংহ

হৌজিক হৌজিক মনিপুরী লোলগী পরীক্ষাদ সন্ধিনু ওয়াহং অম ওইন হংলিবসি লোনমিংকী (Linguistics) মিয়েংদগী মুংজব তাংবদি লোপ অসিগীত অওয়াব নত্তন সাত্র (ছাত্র) সিংবু মনিপুরী লোলগী তসেংব মহাউ-দগী থৈদোকপনি। মনমদি লাল অসীগী মসাগী ওইব তসেংব সকতম পাথাপ অমগী মথাদ চৎনদ্রিবন Paninin চিংব Sanskrit কী অফাওবা Grammarian সিংন Sanskrit লোলগী ওইন সেমলম্ব পাথাপ অদু মনিপুরী লোলদ পানসিনদুন লোল অসিগী অসেংব মসক তাকননব হোৎনবসি মপুং ফানিজয় নতে। মনমদি মালেম অসিদ লৈব লোলখুদিংমক মসা মসাগী তোপ তোপ্ল সকতম্ অম-মম লৈজবন। ওয়াকম অসিমক শ্রীদ্বিজমনি দেবশর্ম্মান মাগী 'মনিপুরী ব্যাকরণ' লামাই ৩৭ মুবদ তাকলি—

"সংস্কৃতকী সন্ধিগী নিয়মশিংগুম্বা নিয়ম মতংলোন্দা লৈগনি হায়না আশা তৌবা অরম্বা ওইগনি ... "

অদুবু কালাচাঁন্দ শাস্ত্রীন মাগী 'মনিপুরী কৌমদী'গী forward -ত-অসুম্ন ইরি—

'In the course of writing this book I am surprise to find that the principles of the grammatical science formulated in Sanskrit by Panini and Patanjali and expounded by Bhattoji Dikshit in his Sidhanta kaumudi, apply so extensively to Manipuri. .. ..."

লোয়নন—

"This book will be considerable help to Manipuri students learning Hindi, Sanskrit and even English grammar Beside a good knowledge of the grammatical science in his own language cannot fail to hejp him in the study of the grammar of forcing language like English also."

শ্রীশাস্ত্রীগী ওয়াকমসিন সেংন তাকলে মাগী মনিপুরী ব্যাকরণ 'কৌমুদী' লাইরিকসি Sanskritকী আফাওব Grammarian সিংদগী মপোপকায়দন পুরকপা পাথাপনি লোয়নন হায়রিব grammar অসিবু Universal Grammarগী মওংদ উৎলি। শ্রীশাস্ত্রী Grammar সি কায়াথায়া (কংথ মওংদ) Universal ওইরিবনো হায়বত্ত মথাদ নৈনহন য়েংজবগ লোয়নন হৌজিক হৌজিক মনিপুরী লোলগী চৎনরিব grammarগী লাইরিক থংগ নৈনজগে।

Professor of Linguistics, Cornell Universityগী Robert A Hall Jr ন মাগী 'Introductory Linguistics' 1st Indian Edition 1969 Latin লোলগী grammar পাথাপন English লোলদ তম্বীববু য়ানিংদবা উংতুন—

'There are a great many rules of old-fashioned prescriptive grammar that need to be swept into the dust-bin not only antiquated shibboleths like the notorious 'shall-and will" rules, but a great many other prescriptions which are simply out of accord with the facts of presentday English Some of these out-dated rules represent unwarrented early-overs from Latin grammar ' লমাই—882

English লোলদ Latin grammarগী চানচুনত্রব পাথাপন নমহুন চৎহলবদ নংথিব খুদোংথিনত্ত মনিপুরী লোলদাগ মত্ত মঙাযরে।

Sanskrit কী আওয়ায়ব সন্ধিগী পাথাপন মনিপুরী লোলদ ওইথোকপ য় দবগী মতাংদ স্বরসন্ধি পাথাপ থনতবু লৌথংপগ লোনমিংগী (Linguistics) মায়গৈদগী নৈনজগে।

হায়রিব স্ব সন্ধি অসিবু নৈনজরিংদগী মমাংদ লোনমিংকী 'Linguistics) মায়গদগী মনিপুরী লোলদ তসেং তসেংন লৈব স্বরগী খোংদোক অমদি মথেক উংতুন নৈনজগে।

লোনমিংকী (Linguistics) মিয়েংদগী মনিপুরী লোলদ, লৈরিব স্বরসী খোন্দোক স্থপনগী তকক (৬) তনি। স্বরগী খোন্দোক ইবদ সিজিন্নরিব মথেকসি সি I P A হায়নদি International Phonetic Alphabet হায়ব অদুনি।

Vowel কদায়বু লৌবগে—

"থবোম্বীদগী হৌরকপ মুংসাম্বরগী খোংচৎ অমুন অপনব লৈতন থনাওগী লম্বেলদ খোরকপদ করিংথ্ব মকমদস্থ অপনব পীদন অমস্থং খোংচৎ পরীং অহুদ থক্তোকপ লৈতন খোরকপ খোন্দোক অহুবু ভাওয়েল কৌই।"

(Block & Trager)

স্বরগী খোম্বোকসি হায়দোরকপদ চিনবানমুংগী করিগুম্ব মফমদ অপনব খোক্তে অহুবু লৈন কোনখৎপ, কোম্বব অমদি কোনসিনবগী মওং অমসুং চিনবান উমসিনব, কাংখৎপ অমদি কা-থোকপগী ফিভম অসিদি হোংলকই মরম অসিন স্বরগী খোন্দোকসিংস্থ খেন্নরকই। চিনবান লৈন লেং-ওৎপগী মওং খেন্নরকপগী মতুং ইন্ন মসিবু অহুমথোক্ত খায়দোকপ য়াই—

১। লৈগী করম্ব সরুক লেং-ওৎপগে হায়বদু য়েংলগ খায়দোকপ মখল অম।

২। লৈন থাংগৎপগী আওয়াংব অমদি অনেম্বগী চাং য়েংতন খা দোকপ মখল অম।

৩। চিনবানগী ফিভম য়ংলগ খায়দোকপ মখল অম।

অম (১) স্থব পাখাপকী মতু ইন্ন ভাওয়েলবু ঐখায়ন অহুম থাক্ত খায়দোকপ য়াই

মদিঃ (a) front (b) Centre (c) Back

a) লৈগী মমাংখব (front) সরুক লেং-ওৎপ মতমদ হায়বদি লৈগী মমাংখব লৈপাক অসি তৌপাক্কী মমাংখংব অকনব সরুক (hard palate) তম্ন থাংগৎলগ ওইরকপ স্বরগী খোম্বোকসিং— i, e.

b) লৈন নমথরগ ওইরকপ খোন্দোকসিং ə, a

c লৈন তঙখায় অম থাংগৎলগ অহুগ তুংখংব অথোৎপ তৌপাক (soft palate) তম্ন থাংগৎলগ ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং u, o

অনি (২) স্থব পাখাপকী মতুং ইন্ন vowelবু মখল মরি (৪) খোক্ত খায়দোকপ য়াই—

(a) Close (b) Half close (c) Half-open (d) Open

a) চিনবান খজিক্তং কাখোকলগ (close) ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং—i, u.

b) চিনবান তঙখাই কাখোকলগ (Half close) ওইরকপ স্বরগী খোম্বোকসিং— e. o.

c) চিনবান কাখোকলগ (Half open) ওইরকপ স্বরগী খোম্বোকসিং— ə

d) চিনবান লাওন কাখোকলগ (open) ওইরকপ স্বরগী খোম্বোকসিং— a

অহুম (৩) স্থব পাখাপকী মতুং ইন্ন vowelবু অনিখোক্ত খায়দোকপ য়াই—

(a) Rounded (b) Unrounded

Rounded হায়বদি চিনবান কোইরপন কাখোকলগ অহুগ Unrounded হায়বন চিনবান মথক মখা চপ মান্নন খজিক্তং কাখোকপগী মওং অহুবুনি।

(a) চিনবান rounded ওইব মতমদ ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং— u o

b) চিনবান unrounded ওইব মতমদ ওইরকপ স্বরগী খোন্দোকসিং—i e ə a

মনিপুরী লোলদ vowel খোন্দোক তঙকগন লৈব হায়বসি লৈনখিব সরুকসিংদগী হুঙব ওমলে নখোযবু অহুদি—

i, e, ə, a, u, o

হায়নিব Vowel তঙক অসিবু diagram গ শোয়নন classify তৌদুন উংচগে।

	Front	Centre	Back
Close	i		u
Half-close	e		o
Half-open		ə	
Open		a	

i হায়ব Vowel সি—Front, Close অমসুং unrounded

e হায়ব Vowel সি—Front, Half-Close অমসুং unrounded

ə হায়ব Vowel সি—Centre, Half-Open অমসুং unrounded

a হায়ব Vowel সি—Centre, Open অমসুং unrounded

u হায়ব Vowel সি—Back, Close অমসুং rounded

o হায়ব Vowel সি—Back Half-Close অমসুং rounded

অপুব সন্ধিগী পাথাপন মণিপুরী লোনদ নংলব খুদোংথিবগ মরেক সেংন উৎচব ভমননব হৌজিক হৌজিক চংনরিব স্বরসন্ধি খরতব লৌথৎপগ নৈনজগে।

১ অ+অ, অ+আ আ+অ, আ+আ=আ
২. ই+ই, ই+ঈ, ঈ+ই, ঈ+ঈ=ঈ
৩. অ+ই, আ+ই, অ+ঈ, আ+ঈ=এ
৪ উ+উ, উ+ঊ, ঊ+উ, ঊ+ঊ=ঊ
৫. অ+ঋ, আ,+ঋ=আর

অমসুব (১) পাথাপকী মতুং ইন্ন য়ে জব তারবদি—

শ্রীদ্বিজমনি দেবশর্মাগী 'মনিপুরী ব্যাকরণ' লমাই—৫৫ সুবদ খুদম খর পীরি—

ইচা+অহন=ইচাহন

মতা+অহু=মতাহু

খুদম খরসিদগী য়েংজব তারবদি মনিপুরী লোলসি Sanskrit শী পাথাপক চানচুনরে হায়ব য়াই। লোয়নন অতৈ পাথাপ খরম্ব পীবিরী—

'অ' অমসুং 'আ' নত্রব স্বরগী তুংদ 'অ' লাকলবদি মাহু মাঙখি।

অদুবু শ্রীশর্মাগী খুদম খরসি তুংওইন রগ অতোপ্প খুদম খর লৌরগ ঐ নৈনজগে—

চা+অনি=চনি, চা+অহুম=চহুম

অর্থ ওইন

চা=মসিং চাম (১০০)

অনি=মসিং অনি (২)

অহুম=মসিং অহুম (৩)

চা +/অ/নি=চনি, মসিদ মাঙলিনসি 'চা' গী 'আ' অতুগ 'অনি' গী 'অ'।

চা/+/অ/হুম=চহুম, মসিদ মাঙলিনসি 'চা' গী 'অ' অতুগ 'অহুম' গী 'অ'।

খুদমসিং অসিদ অকৈব চৈথৈ অনিগী অমসুংচম লৈবিন মরেকসিংসি সন্ধি তৌরব ওয়াইদগী মাঙখি।

খুদমসিং অসিবু অমসুব (১) অপুব পাথাপকী চংনবী পানহুন য়েংজব তারবদি—

চা+অনি=চানি, চা+অহুম=চাহুম

'চানি' হায়ব ওয়াইসিদি মসিংচনি (২০০) দগী লৈথাখিহুন চাবগী (৫০t) অর্থ ওইন খঙহনব তারে। অতুগ চাহুম' হায়ব অসিদি ঐখোয়গী লোলদ অর্থ থোকতে।

অদুন ঐখোয়গী 'চনি' অমদি অহুম' হায়ব সন্ধি তৌরব ওয়াইদ অসিদি মখোয়গী অপুব সন্ধিগী পাথাপ অতুদগী ওয়াইনবনি। মসিদগী খঙলে অপুব সন্ধিগী পাথাপন ঐখোয়গী লোলগী সকতম পুম্নমক তাকপ য়াদে।

অনিসুব (২) পাথাপকী মখাপোম্ন য়েংজব তারবদি—

কালাচান্দ শাস্ত্রীন মাগী 'মনিপুরী ব্যাকরণ কৌমুদী' গী লামাই ৪১ স্থবদ অস্থম পীরি—

ঈবাই + ঈবুঙো = ঈবাঈবুঙো

খুদম অসিদ য়েংজব তারবদি sanskrit পাথাপ অচুগ চান-চুননব নমফুদ সিল্লে হায়বসি লায়ন খঙলে।

অহুবু লোনমিংকী (Linguistics) মায়-গৈদগী মনিপুরী মচাসিংগী খোন্দোকপু য়াম্ন মুম্ন তাব অমদি নৈনরবদি সন্ধি তৌরব 'ঈবাঈ বুঙোগী ময়ায়গী 'ঈ' অসিগী মহুৎত 'ই' ওইগনি। মতাংসিদ নৈনগদোরিব মীওইসিংহু লোনমিংকী মরুওইন Phonology অমদি auditory য়াম্নম্ন খঙদব য়াদবনি।

"A speech sound is a physical event with three main expects (1) PHONOLOGICAL : the speaker makes certain movements with lips tongue, and other vocal organs. (2) ACUSTIC : these movements set up vibrations of the air molecules inside his mouth and nose which are propagated as 'sound waves' through the air about him until they strike the tympaum of the hearers ear. (3) AUDITORY · corresponding vibrations are produced in the tympanum which then acts upon the machanism of the inner air and through this upon the auditory nerves in such a way that the speaker 'perceives a sound'

Block & Trager.

অচুম্বমক Block & Trager ন পীরিব পাথাপ মসিবু মুম্ন খঙলবতদ অচুম্ব অহু লেম্ন ভমগনি। হায়রিব খুদম অসিবু language laboratory দ পুসিনহন হম্ন হম্ন হায়হল্লবদ মাগী অসেংব সকতম দো লোৎপ য়ারোই।

শ্রীশাস্ত্রীগী 'ঈবাঈবুঙো' হায়ব খুদম অসিবু ঐথোয়ন তোইন তোইন হায়হন য়েংব তারবদি 'ঈবাঈ' হায়ব ওয়াহৈ অসিদ 'বুঙো' তাংজবনি। 'ঈবাঈ' গী অরোইব খোম্বোক হায়বদি খোননিংসি সন্ধি তৌরব ফাওব মসান য়াংহন লৈবন 'ঈ' গী মহুৎত 'ই' লৈব তাবনি হায়রিবসি traditional ময়েকী কা লোন মতুং হয়। খুদম :—

ঈবাই + ঈবুঙ = ঈবাইবুঙো

বাংলা অমদি হিন্দী লোলসিংবু মমুত্তাণ খঙলব মীওইসিংগীস্থ খোন্দোকন অম ওইরগ খুইন অম ওইবসি য়ানিংদব উংলি।

তসেংনমক তাইবংপানসিদ খায়দগী ইকায়নিঙায় ওইরিবসি চিনগ খুৎক মায়দবনি। ওসিদি মনিপুরী লোলগীস্থ মহু মঙায়রে—খোম্বোকন অম ওইরগ খুইন অম ওইবাসি মনিপুরী মচাসিংগী খায়দগী লাইবকথিবনি। হায়রিব অওয়াবসি অপুব সন্ধিগী পাপাপপু চান চুম্ব হোৎনবদগী খোকপনি।

অমুকস্থ শ্রীদ্বিজমনি দেবশর্ম্মা 'মনিপুরী ব্যাকরণ' লমাই—৩৫দ অস্থম পীরি—

অশি + ইব = অশীব

শ্রীশর্ম্মা সাদোকলিব মওংসি অচুম্ব ওই-রোই লোয়নন খুদম অসিদি মৈতৈগী লাই

অমগী মমিংনি।

মথাদ খুদম খরন সৌগংচগে—

পাইব, চাইব। পাই+ব=পাইব (to fly) চাই+ব=চাইব (to disperse)

হায়রিব খুদম খরসিদগী root অমদি affixes খায়দোকচগে—

পাই/ব, পাই/রি, পাই/রে, পাই/রু, পাই/গনি, পাই/রোই, পাই/রুনু, পাই/খো।

চাই/ব, চাই/রি, চাই/রে, চাই/গনু, চাই/গনি, চাই/রোই, চাই/গে, চাই/নি।

সাদোকলিব মওংসিংগী খঙবঙমলে 'পাই' অমদি 'চাই' হায়বসি root নি। অদুগ root মতুংদ হায়বদি চৈথৈগী য়েংলোমদ (মনিং) লৈরিব খরসিন affixes হায়ব অদু নি। হায়রিব affixes অসি করম্ব মথলগী নো হায়বদু নৈনজগে।

"Affixes are of three kinds accordingto their position PREFIXES, added before the bare, SUFFIXES, added after the base; and INFIXES, inserted in the base "

Block & Trager.

Block & Trager গী ওয়াফম অসিদগী সেংলে Prefix, suffix, অমদি Infix হায়বসি করিনো হায়বদু। ঐখোয়গী লোলদ Prefix অমদি Suffix লৈ, Infix হায়ব অসিদি লৈতে।

মথক্ত সাদোকচখিব মওংসিং অদুগী মতুংদ 'পাই' অমদি 'চাই' অসিবু অমুক সাদোকপ যাদবন 'পাই' অমদি 'চাই' root ওইন লৈরগনি অদুগ মখোয়দ (root) তাংজরুরীব—

ব, রি, রে, রু, গনি, রুনু, রোই, খো, গনু, গে অমদি নি ময়ামসি suffix হায়ব অদুনি।

কনাগুম্বন খনবিব য়াই 'চাই' হায়ব অসিবু অমুক থুগায়ব য়াত্রব, তসেংবদি মসি থুগায়ব য়াত্রব সকতমনি।

মথদা খুদম খরগ লোয়নন root নৈনজগে। Root মথল অনিথোকপ য়াই।

a) Bound root. b) Free or Independent root.

a) Bound root—হায়রিব root সি মসা মতোমত লেপচব ঙমদব হায়বদি affixes সিংগী মতেং য়াওদন মতোমত লেপচব ঙমদন root মথল অদুবু Bound root কৌই।

b) Free or Independent root—হায়রিব root অসিদি মসা মতোমত লপচব ঙম্ব হায়বদি affixes সিংগী মতেং য়াওদ্রবম্ব মতোমত লেপচব ঙম্ব root অদুবু free or Independent root কৌই।

'পাই' অমদি 'চাই' অনিসি free or Independent root কী খুদমনি। মসিবু চা+ইব, পা+ইব। অমুম্ব থুগায়ব য়াদে। 'পা' অমদি 'চা' অনিন লৈরিব কিভম অসিদ Bound অমদি free or Independent root গী মায়গৈ অমদ ক ওব লেপ্ত ঙমদবন।

ঐখোয়ন 'পাই' অমদি 'চাই' অমুম্ব মও দ উব পামই—

'উচেক পাই' 'ওয়াই চাই।

পরেং অনিসিদ 'পাই' অমদি 'চাই' করিগুম্ব affixes অমগী মতেং য়াওদন to

fly অমদি to disperse গী অর্থ ফজন খঙহনব ঙম্মী।

'চা' বু ঐখোয়ন Bound root ওইন মফম কয়াদ উব ফংই অহুবু অর্থদি চাবগী (to eat) খুদম

চা/ব—(to eat), চা/রে, চা/মু, চা/গনি চা/রোই।

মসিদ 'চা' ন তৌরিবসি চাবগী (to eat) থকবনি অহুবু affixes সিংগী মতেং য়াওদ্রবদি মতোমত লেপচর ঙমদবন অসিগুম্ব মথলগী root অসিবু Bound root হায়ন খঙনি।

শ্রীশর্মাগী খুদম—'অশীব' ওবু মথাতান নৈনজগে।

N. Khelchandra Singh, Librarian, Manipur Secretariat, Imphal মাগী 'Manipuri to Manipuri & English Dictionary গী Foreward H Ranabir Singh ন অমুম্ব ইরি—

"He has throughout followed the standard spelling rules as formulated by the then spelling committee, the Education Standing Committee and subsequently approved by the then Manipur State Durbar . "

ওয়াকম খরসিদগী হায়রিব Dictionary অসিবু মশক খঙব ঙমলে। লোয়নন লামাই ১৯ স্নবদ অমুম্ব পীরি—

অশিব=নোংমহবা, dead

অশীব=লাই অমগী মিং, name of a deity

অহুগ লমাই—৫৯১ দ

শীব=থোদাবা to send on an erand লৌথোকপা, শীদোকপা to dismantle, to take out

মসিদগী ঐখোয়ন খঙব ঙমলে 'অশীব' হায়ব লাইসি কয়ম মথাগী লাইনো হায়বদি শীব verb পু 'অ' prefix হাপতুন 'অশীব' noun ওইহল্লগ সিনব লাংবগী লাই অম ওইন ওয়াহৈ অসি সাদোকপনি। 'অশীব' ওয়াহৈ ইকার সিজিন্নরিবশি মনিপুরী লোলসি tonal language অম ওইব traditional way দ চৎনবনি। মসি 'ইকার' দাগী সাদোক লগ 'ঈকার' ওইব নত্তে হায়বসি নৈনখিব ওয়াকম খরসিদগী খঙলে। পুম্নমকসি অপুব পাথাপপু চান চুম্নব হোৎনবদ থোকপনি।

অহুম (৩) স্নব পাথাপকী মতুং ইন্ন অ+ই, অ+ঈ, আ+ই + আ+ঈ=এ

পাথাপ অসিগী মতাংদ শ্রীশাস্ত্রী অমদি শ্রীশর্মান মনিপুরী লোলগী ওইব থোইদোকপ কহিন্ন উৎলমদে।

মনিপুরী লোলদি পাথাপ অসিগী মথা পোম্ন লৈতে হায়বসি খুদম অমন সৌগৎচগে

মচা+ইবেম=মজাইবেম

সন্ধি তৌরব ওয়াহৈ অসিদ 'মচা' গী 'আ', 'ইবেম' গী 'ই' মাঙদতন 'মচা' গী 'চ' গী মহুংত 'জ' ওল্লগ অতৈদি কায়দন লৈবসি Sanskrit পাথাপন পীরিব চৎনবি অহুগী অম্নতৈনবনি।

মরি (৪) অমদি মতা (৫) স্নব অনি অসিদি নৈনজরোই মরমদি লোনমিংকী (Linguistics) মিয়েংদগী ঐখোয়গী স্বরগী

খোন্দোকত 'উ' অমদি 'ঋ' খোন্দোক লৈতবন।

অদুবু শ্রীশাস্ত্রীন মাগী 'মনিপুরী ব্যাকরণ কৌমুদী' গী লমাই ৪৫দ অমুম—

"ঋ—ঋ—৯ গী মথাদ 'অ' নত্তন করি-গুম্ব স্বর মরেক অম লাকলবদি সন্ধি তৌদবন কৈ। 'অ' লাকলবদি কায়দে। মদুদি—চক্র+অদু=চক্রদু নত্রগ চক্র'ত "

'চক্র' হায়ব ওয়াহৈসি শ্রীশাস্ত্রীন অসেংব মনিপুরী লোল অম ওইন সিজিন্নবিরে। মীরোনদগী অপুব ওয়াহৈবু লোনমিৎ Linguistics) ন loan word নত্রগা borrowing word হায়ন খঙনৈ। 'চক্র' হায়ব ওয়াহৈ অসিদি loan word নত্রগ borrowing word তগী থৈখরব হায়বদি derived তৌদুন মনিপুরী লোন অম ওইন সিজিন্নবগী ওয়াতনি। অসিগুম্ব loan word তগী derived তৌদুন লাকপ ওয়াহৈন মনিপুরী লোলগী অসেংব সকতম লাকনব হোৎনব অচুম্ব ওইরোই।

নৈনজখিব ওয়াকম খরসিদগী খঙব তমলে অদুদি লোল অমগী চৎনবী পাথাপন অতোপ্প লোল অমগী সকতম লাকপ কৈদৌতৈদম্ব য়ারোই। লোল খুদিংমক মসা মসাগী ওইব তোপ-তোপ্প সকতম লৈজব ভাক্তনি।

প্রাচীন ত্রিপুরী ও মনিপুরী মুদ্রার স্বরূপ বিচার

॥ ডক্টর রবীন্দ্রনাথ দাশ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস্ ॥

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক মৌলিক গবেষণায় ধর্মীয় দিক দিয়ে তদানীন্তন ত্রিপুরা ও মনিপুর রাজ্যকে সমগোত্রীয় বলে সঠিক বিবেচনা করেছেন। তাঁর লেখাতে রয়েছে,—

"Another important Kirata house in eastern India was that of Tripura, which also came into prominence in the fifteenth century, and carried on for centuries the struggle with the Muslim rulers of Bengal. Another champion of Indian culture was the ruling house of Manipur Like the Tripura or Teppearh ruling house, the Manipuris claim to be ksatriyas, and it quite likely that the Brahmanical influences penetrated into this area very early.. .. .. by A D 1500 Vaisnavism had established itself in Manipur." (The Cultural Heritage of India, Vol. I, p 89)

ভাষা গোষ্ঠীর কৃষ্টিগত প্রতিষ্ঠার কথা উপস্থাপিত করতে গিয়ে আচার্য চট্টোপাধ্যায় উপরি উক্ত সম্যক্ সিদ্ধান্ত পেশ করেন। এটা

খুবই খাঁটি কথা যে, এক সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতির বা কৃষ্টির পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছিল সামন্ত রাজপরিবার সমূহের সুযোগ্য আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্মের বিস্তৃতির ঐতিহাসিক গবেষণাতেও আমি স্থানে স্থানে উক্ত সত্য তথ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব ধর্মের বিশাল বিস্তৃতির ইতিহাসে মুদ্রাতত্ত্বালোকে দেখতে পাওয়া যাবে ত্রিপুরা তথা মণিপুর রাজ্যের তদানীন্তন রাজন্যবর্গের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা ও সপ্রাণ আকর্ষণ।

উভয় রাজ্যে শিলালেখ ও মুদ্রালিপ্যাদি আলে চনাকালে দেখা যায় যে, উভয় দেশের রাজন্যবর্গই বঙ্গ লিপির ভক্ত ছিলেন। আলোচ্য সিদ্ধান্ত থেকে 'আসামী রাজগণের অসমিয়া ভাষার লিপি কোন একটা ব্যতিক্রম নয়। ভারতীয় লিপিতত্ত্বের খতিয়ান খুঁজলে দেখা যাবে যে উড়িয়া ভাষাও পূর্বাঞ্চলীয় বঙ্গ লিপির প্রভাব মুক্ত হ'তে পারেনি। এমন কি, আরাকানের রাজসভাতেও বাংলা ভাষা তিন শত বছরের আগেও সমাদৃত হয়েছিল। লিপিতত্ত্বের পূর্বসূরী ঐতিহাসিক ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি খুবই প্রনিধানযোগ্য যাতে রয়েছে,—

"In the north-east the Bengal alphabet was adopted in Assam, where not only kamauli grant of Vaidyadeva, but also in other inscriptions, Bengali charaters h've been exclusively used.....

In the south the Bengali script was used throughout Orissa"
(Origin of the Bengali script, pp 5-6)

আর ত্রিপুরী প্রাচীন মুদ্রার মধ্যে বঙ্গলিপি সব সময়েতেই ব্যবহৃত হয়েছে। আজ থেকে ৬১৩ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১২৮৬ শকাব্দে (১৩৬৪ খৃঃ) মহারাজ শ্রীশ্রীরত্নমাণিক্য দেব যে মুদ্রা প্রকাশ বা ইস্যু করলেন তাতে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি তাঁর অমোঘ প্রীতি প্রকটিত। তাঁর মুদ্রার মুখ্য দিকে আছে :—

শ্রীনারায়ণ চরণ পর শ্রীরত্নমাণিক্য দেব

অত্র শ্রীনারায়ণ পদটি বাসুদেব ও বিষ্ণুর একার্থবাচক। তৈত্তরীয় আরণ্যকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নারায়ণকে আমরা আবার হরি বলেও স্মরণ করে থাকি। আবার অনুধ্যান করি, অর্চনা করি, [illegible]

ঐতিহাসিক ডঃ দিনেশচন্দ্র সরকার নারায়ণ ও বাসুদেবের একত্ব প্রতিপাদনের জন্য খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

অবশ্য আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ পরবর্তী আসরের বৈষ্ণব ধর্মের কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, বাংলার বৈষ্ণবরা রাধাকৃষ্ণ পূজারী। অন্যদিকে ইতিহাসবিদ্ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার "কৃষ্ণ"ই বৈষ্ণব দর্শনের "পরম দেবতা"—এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

অধ্যাপক অজিত ঘোষ সম্যক্ সিদ্ধান্ত করেন যে, "The love of Radha and Krishna, has been the favourite

theme of Indian poets from Joydeva to Rabindranath." ত্রিপুরারাজ্যের পরবর্তী আমলের মুদ্রাতত্ত্বে "রাধাকৃষ্ণের" গুণ গান পঞ্চমুখে করা হয়েছে।

ধরা যাক্, মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের মুদ্রা। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকিশোর রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। তাঁর একটি মুদ্রার মু'্য দিকে দেখা যায়, যাতে আছে :—

রাধাকৃষ্ণ প
দে শ্রীশ্রীযুত কৃষ্ণ
কিশোর মাণিক্য দে
ব শ্রীশ্রীমতী রত্নম লা
মহাদেবো

এখানে কৃষ্ণকিশোরের কৃষ্ণভক্তি সুপ্রকটিত। তিনি তাই তাঁর মুদ্রাতে ইষ্ট দেবতার নামোৎকীর্ণ করেছেন।

উনবিংশ শতকের আর একজন ত্রিপুরেশ্বরের নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। তিনি হলেন ঈশান চন্দ্র মাণিক্য। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকর্তৃক প্রকাশিত মুদ্রার মুখ্য দিক, যেমন :—

রাধাকৃষ্ণ প
দে শ্রীশ্রীযুত ঈ
শান চন্দ্র মাণিক্য
দেব শ্রীশ্রীমতী
মুক্তাবলি ম
হাদেবো

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মনেপ্রাণে বৈষ্ণব, ব্যবহারিক জীবনেও তিনি তাই। বৈষ্ণবীয় কৃষ্টির তিনি ছিলেন একাধারে ধারক ও বাহক। পরম বৈষ্ণব, পদকর্তা মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য উনবিংশ শতকে তাঁর বৈষ্ণবীয় মুদ্রা ইস্যু করলেন তারই বৈষ্ণব পূর্বপুরুষদের অনুকরণে। ফলতঃ বৈষ্ণব ধর্মের উপাদান আমাদের কাছে বেড়ে চলল। ত্রিপুরেশ্বরগণ যে বৈষ্ণবধর্মধারায় দীক্ষিত তারই দলিল এখানেই বিদ্যমান। একটি মুদ্রার মুখ্য দিকে দেখা যায় :—

রাধাকৃষ্ণ পদে
শ্রীশ্রীযুত বীরচন্দ্র
মাণিক্য দেববর্ম্ম শ্রী
শ্রীমতি মনমোহিনী
মহাদেবী

উক্ত প্রসঙ্গে মহারাজ রাধাকিশোর মানিক্যও তাঁর পিতৃদেবের ধর্ম্মমতই গ্রহণ করেছেন। তাঁর একটি মুদ্রালিপির মুখ্যাংশের ভাষা যেমন :—

রাধাকৃষ্ণ পদে
শ্রীশ্রীযুত রাধাকিশোর
দেব মাণিক্য
শ্রীশ্রীমতী তুলসীবতী
মহাদেবো

প্রাগুক্ত মুদ্রাতে বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় 'রাধাকৃষ্ণ পদে' এ বিরুদের দ্বারা [Epithet] রাজার স্বকীয় ধর্মমত সুপ্রকাশিত।

মণিপুরের রাজবংশ যেভাবে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বৈষ্ণবীয় মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিল এখানে তারই অভিব্যক্তি ঘটল মণিপুরাধিপতি বৃন্দের মুদ্রা বিরুদে। মণিপুরী একটি মুদ্রায় আছে :—

—মুখ্য দিক—

শ্রীমান মনিপুরে
শ্বর শ্রীচৌরজি
ত সিংহ নৃপবর
স্য শাকে ১৭৩৪

—গৌণ দিক—

শ্রীমদ্ রাধা গো
বিন্দ পদারবিন
দ মকরন্দ ম
নো মধুকরস্য

মণিপুরেশ্বর চৌরজিৎ ১৭৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে যে মুদ্রা প্রকাশ করলেন তাতে করে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে মণিপুরে যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ ছিল মুদ্রাটি তারই দ্যোতক। মণিপুর রাজবংশলতা থেকে দেখা যায় যে, চৌরজিৎ ছিলেন ৫৪ সংখ্যক রাজা। মনে হয় কেউ কেউ ভুল বশতঃ "চৌরজিৎ"—কে "চৌরাজিৎ"—রূপে বানান লিখেছেন। চৌরজিৎ শব্দটি পরবর্তী শব্দটি থেকে খাঁটি বা ব্যাকরণসিদ্ধ। কারণ মণিপুরে তার অনেক আগের থেকেই সংস্কৃত ভাষা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। আরো এখানে লক্ষণীয় যে, মুদ্রাটির ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু হরফ বাংলা। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য যে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতের ভাষা অনেকটা এক রকমের ছিল। মণিপুর, প্রাগ্ জ্যোতিষপুর, কাছাড়, ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশের রাজ সভায় বাংলাভাষা সমাদৃত ছিল, তথাকার রাজকীয় দলিলপত্র ও তাম্রপটে বাঙ্গালা ভাষাই ব্যবহৃত হইত (বৃহৎ বঙ্গ, ১ম খণ্ড, পৃঃ—১৬)।"

চৌরজিতেরও অনেক আগে ৪৮ নং মণিপুরেশ "করিকর মনওয়াজ"—উপাধিধারী রাজা পামহেইবার আমলে ১৬৩৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণব মহাজনেরা মণিপুরে প্রবেশ করে রাজাকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করেন। মুদ্রাতত্ত্বের বাহিরেও এরূপ একটা নজির মিলে। ইতিহাসে আরো রয়েছে যে, ২য় ধর্মমাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরেশের সীমান্তরক্ষী সৈন্যসামন্তকে পর্যুদস্ত করে "তৎলেংবা" উপাধি ধারণ করেন। "তৎলেংবা" শব্দের মানে হল, "ত্রিপুর-বিজয়ী।" মণিপুরের বৈষ্ণবীয় কৃষ্টির নিদর্শনস্বরূপ মণিপুরাধিপতি গম্ভীর সিংহের একটা স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত রাজবংশের ৫৬ সংখ্যক রাজা ছিলেন গম্ভীর সিংহ। তিনি ছিলেন প্রবলপ্রতাপশালী রাজা। Wilson সাহেবের Burmese war গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, গম্ভীর সিংহ পুরুষ সিংহ" ছিলেন। এমন কি ব্রহ্মরাজ তাকে মণিপুরের সুযোগ্য রাজা বলে স্বীকার করে নিলেন। আর ইংরাজ-রাজ পর্যন্ত তাঁর বীরত্বের কথা অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাঁর আমলেই ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের আয়তনও যায় অনেক বেড়ে।

এবার উক্ত মণিপুরেশের মুদ্রাটির মুখ্য দিক দেখা যাক, যাতে লেখা রয়েছে :—

শ্রী রাধা
গোবিন্দ
চরণ সে
বকস্য—

আর গৌন দিকে আছে :—

শ্রী গম্ভীর
সিংহ নৃপ ব
বস্ত চন্দ্রা
বর্ষ ১০৪৩

অবশ্য চন্দ্রাব্দের একটা ব্যাখ্যা সঠিক হওয়া দরকার। তবে বলা হয়েছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রাজা গম্ভীর সিংহ রাজত্ব করেছিলেন মণিপুরে (Rare gold coin of Manipur, Essay by S. P. Basu, J N. S. Vol. XXVII 1965)। উল্লিখিত মুদ্রাটির ওজন প্রায় ১৭৫ গ্রাম। আলোচ্য মুদ্রাসমূহ প্রত্নতত্ত্বের মহামূল্যবান সম্পদ বটে।

উক্ত মুদ্রাদ্বয়ে ত্রিপুরারাজ্যের বৈষ্ণবীয় মুদ্রার একটা প্রকৃত প্রভাব ও সাদৃশ্য বিদ্যমান বলা যেতে পারে। ভাব, ভাষা ও লিপির অভিন্নতা লক্ষণীয়। উভয় দেশের মুদ্রায় বৈষ্ণবীয় ভাব, সংস্কৃত ভাষা ও বঙ্গলিপির এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের এ দুটি রাজ্য বৈষ্ণবীয় ভাবধারার পরিপুষ্ট ও পবিত্রীকৃত।

এসব উপাদান অনেক সময় দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হয়ে থাকলেও সার্থক ইতিহাস রচনায় এদের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করা আদৌ চলেনা। তাই প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস রচনাকালে পূর্বোক্ত তাত্ত্বিক দিক আগামী দিনে অবশ্যই ইতিহাসিক সামগ্রী ও সূত্ররূপে গ্রাহ্য হবে, এ দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করা যেতে পারে।

মণিপুরী সাহিত্যদা অনুবাদ

লেখা : ইবেতোম্বী সিংহ, কাঙাড

'মণিপুরী সাহিত্যদা অনুবাদ' হায়বা অসিনা মণিপুরী সাহিত্যগী মহুংদা অনুবাদ সাহিত্যগী মফম অমসুং ফিভম গী ওয়াফমবু পুশিল্লকই। মফম হায়রগা মণিপুরী সাহিত্য লৈকোন্দা অনুবাদ লৈরাংনা লম কয়া পাক-চাউনা কল্লিবগে হায়বা তাকই। অদুগা ফিভম হায়বা মণিপুরী সাহিত্য লৈকোন্দা অনুবাদ সাহিত্যনা করম্বা লৈরাং ওইনা শাংলিবগে হায়বদি লৈরাংগী লৈশক অমসুং লৈনম কয়ম তৌবগে হায়বা অসি তাকই।

মতা অসিগা মরী লৈনবা ওয়াহং অমনা করিংম্বা লান অমগী সাহিত্যদা অনুবাদ কী মথৌ তাব্রা অমসুং মমস লৈব্রা হায়-বাসিনী। ওয়াহং অসিগী পাউখুম য়াম্না শয়া খুম্বা য়াই,—অনুবাদকী মথৌ য়াম্না তাই অমসুং মসিগী মমশ মকাপ নাইদে। পাউখুম অসি সাহিত্যগা মরী খজিক্কং লৈনবা মী খুদিংমক্তা খঙনবা ওয়াফমনি। নৌনা চাউখৎলক্লিবা মনি-পুরী সাহিত্যগী ওয়াফমদি পল্লুদ্রবম্ন পৃথিবীগী চাউখৎখুবা করম্বা সাহিত্যদা অনুবাদ য়াওদ-

বগে? জাতি খুদিংমকী অমসুং লোন খুদিং-মকী সাহিত্যদা অনুবাদ ইন্নাও য়াওরিবনি। মসিগী মরমদি লোন অমগী সাহিত্যগী রস চুম্নিরিবা মী খুদিংমক মাগী মাগী সাহিত্যগী রস চুপ্পগতা পেন্নদে, অতোপ্পা জাতিগী অমসুং লোনগী সাহিত্যগী মহাউসু তঙনিংই, অদুগা মাগী সাহিত্যগা অতোপ্পগী সাহিত্যগসু চাংদমনিংই। অসিতসু নত্তনা, 'করিগুম্বা জাতি অমা চাউখৎলে চাউখৎত্রি হায়বসি জাতি অদুগী সাহিত্য পারগা হায়বা ওম্মী' হায়বা ওয়াফমসু লৈরী। অদুনা করিগুম্বা জাতি অমা মশক খঙবা তারবদা জাতি অদুগী সাহিত্য মশক খঙদবা ইয়া য়াদবনি। তৌইগুম্বসুং ঐখোয়গী লাইবক থীবদি সাহিত্য রসিক খুদিংমক অতোপ্পা লোন খঙনবদ। অদু ওইরবদি মী খুদিংমক্তা লৈরিবা অতোপ্পা লোনগী সাহিত্যগী রস চুপ্পগী মহৌশাগী অধিকার অদু অরেম্বদা মাংবা তারত্রা? অসিগুম্বা মহৌশাগী অধিকার অসি তরাই তরাইনা মাংবা য়াবা নত্তে। মখোয়গী দমক্তনি অনুবাদকী মথৌ তারক্লিবা অসি। সংস্কৃত লোন খঙদবা ইউরোপকী কবি গেটেনা কালিদাস কী "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" গী রসকী মথাইনা শুমহৎ খিদুনা শক্লমখি,—

"সুমজিন্দা শাৎপা লৈরাঙা
কুম্মদা পানবা হৈরাঙা
পুম্না উম্লিংবা য়াওরবা—
স্বর্গ মর্ত্ত অনীবু
থাত্রাং য়েংনিংবা লৈরবা
ফংগনি শকুন্তলাদা।"

করিগুম্বা অনুবাদ সাহিত্য লৈরমত্রবা কবি গেটে গী শৈশক অসি ঐখোয়না তাবা ফংলমগত্রা? অদুগা করিগুম্বা "গীতাঞ্জলীবু" ইংরেজীদা অনুবাদ তৌরমত্রবা বঙ্গকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবু "বিশ্বকবি" হায়না খঙন-বিরমগত্রা অমসুং মাতোন্দা "নোবেল প্রাইজ" পীদুনা ইকাইখুম্নবিরমগত্রা? চিংনেনিংতাইনি। অদুনা করিগুম্বা লোন অমগী সাহিত্যদা অনুবাদ কী মথৌ অমসুং মমল য়াম্না লৈ। অনুবাদ সাহিত্যনা অতোপ্পা লোনগী অফবা সাহিত্য অমসুং অফাওবা লেখক শিংগা শকখঙ মায়খঙনবগী খুদোংচাবা পী। লোন অমগী সাহিত্যগী লেখকশিংনা অনুবাদকী মপাল তাংদুনা অতোপ্পা চাউখৎপা সাহিত্যগী ফিদম লৌবা ওম্মী। অনুবাদনা লোন অমগী ওয়াহৈ-পুক্কৈ চাওখৎহল্লি। অসিতা নত্তনা অনুবাদ সাহিত্যনা অপাবা শিংদা অতোপ্পা সমাজগী শক্তম অদু উহল্লি।

মনিপুরী সাহিত্যগী চাওখৎ খোঙথাংদা অনুবাদকী খুদোল য়াম্না লৈ। হৌজিকমকী মনিপুরী সাহিত্যগী খোইদোকপা শক্তম অমদি অনুবাদ না ওইরি। অতোপ্পা লোনগী অফাওবা লাইরিক কয়া মনিপুরীদা অনুবাদ তৌখ্রে। অয়াম্বা অনুবাদতি সংস্কৃত অমসুং বাংলাদগীনি। মথংদা ইংলিশ অমসুং য়াম্না লীক্লা হিন্দিদগীনি। অনুবাদ সাহিত্যগী মাইকৈদা মনিপুরী অসি ভারতকী অতৈ আধুনিক লোনশিংগী কল্লক্রফম ওইগনি হায়না ডা. সুনীতি কুমার চাটার্জীনা হায়বিরম্মী।

শিংথানিংতাই ওইবা মনিপুরী অনুবাদ কর্তা শিংগী মরক্তা পণ্ডিতরাজ অতোম্বাপু শর্মাগী মিং অহানবমক্তদা পনকম থোকই।

ঈশ্বরাক্ষা হন্দোকপিবনা ওসি কনাগুম্বা অমনা হিন্দুগী অথোইবা ধর্মগ্রন্থ ভাগবত-পুরাণ, ভাগবত-গীতা, গীতগোবিন্দ, গোপাল সহস্র নাম মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, সারস্বত ব্যাকরণ অমসুং ঋগবেদগী শরুকখরা মনিপুরীদা পাবা ফংবিগনি। মনুসংহিতা, কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরামদাসকী মহাভারতসু হৌজিক মনিপুরীদা লৈরে। সংস্কৃত মহাভারত মপুম অদুমক শ্রীকাপাচান্দ শাস্ত্রীনা হন্দোকপিবা মনিপুরীদা ফংবিরগনি। কালিদাস ভাববী ভাস, ভবভূতিনচিংবগী মরু ওইবা লাইরিক শিংগী মনিপুরী অনুবাদসু কোংখ্রে। বাংলা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রগী উপন্যাস পুম্নমক অয়েকপম শ্যামসুন্দরনা হন্দোকপিবা মনিপুরী অদুগা লৌরেম্বম ইবোয়াইমাগীদনা মাইকেল মধুসূদন দত্তগী লাইরিক পুম্নমক্কা লোয়ননা শরৎচন্দ্রগী উপন্যাস কয়াম ; ফংবিগনি। কৃষ্ণদাস কবিরাজগী চৈতন্য চরিতামৃত, বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীগী দার্শনিকতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথকী গীতাঞ্জলী, অসিনচিংবা অতৈ অকাওবা লেখক কয়াগী লাইরিক কয়াসু ফংবিগনি। মতৌ অদুম্না, সেক্সপীয়র অমসুং ইবসেন, তোলস্টয় অমসুং প্রেমচান্দ, বিবেকানন্দ অমসুং গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ অমসুং কালিদাস অসিনচিংবগী য়ামদ্রবদা মশক নাইবা লাইরিক থর থরদি মনিপুরীদা পাবা ফংবিরগনি। মসিগীদমক মনিপুরী জাতিনা অনুবাদ কর্ত্তাশিং অসিগী তৌবিমল থক কাউবা লৈরোই। মরমদি মথোয়শিং অসিমক্কা মনিপুরী জাতিবু মাগী সাহিত্যিক জ্ঞানগী লমথৈদুং পাকথোকহনবগা লোয়না লোয়ননা মথোয়গী পুক্নিং অমসুং ওয়াখলবু মথোং শোম্বিবনি। অমসুং মথোয়বু ভারতকী অরিবা অমসুং অনৌবা সাহিত্যগী অথোইবা পোৎশক শিংগা শকখঙনহনবিবনি। মথোয়না মনিপুরী শিংবু অতোপ্পা চাওখৎলবা জাতিশিংগী ওয়াখল, ফিদম অমসুং অপাম্ব অনিংবগী মঙাল উহনবিবনি।

মথক্তা হায়খি বাশিং অসিদগী ঐখোয়না খঙবা ঙমলে মহুদি মনিপুরী সাহিত্যদা অনুবাদকী মকম অসি অসুম অসুম শন্দোরক্লি। তোইগুম্বসুং অনুবাদকী ফিভমদি য়াম্না থয়নিংঙাইনি। অনুবাদশিং অসিনা ঈহন কম্না চেম্বরক্লিবা মনিপুরী সাহিত্যগী চাউখৎ ঈচেন্দা ঈনাং তাম্লিবনি হায়বসি অচুম্বনি। অতম ওইনমক হৈ শিংলবা অনুবাদ কর্ত্তা খরগী খোঙ্জিবু ঐখোয়না কিদবা ঙমদে। মরমদি অনুবাদকী হৌনবী মতুংইন্না লোন অমগী লাইরিক অমবু অতোপ্পা লোন অমদা অনুবাদ তৌবা মতমদা য়ারিবমথৈ লাইরিক অদুগী মশাগী ওইবা ফিরেপ কাযহল্লোইদবনি। অপাবা শিংনা পামলিবসি অতোপ্পা লোনগী লাইরিক অদুমক্লি, অনুবাদ কর্ত্তানা মশাগী পাণ্ডিত্য উৎনবা হোৎনবা নত্তে। মশা মশাগী পাণ্ডিত্যদি মরম্নাইগী ওইবা করিগুম্বা অমা ইবদা নীংতম্না ফোংদোকপা য়াই অমসুং মহুগী অধিকার মীপুম খুদিংমক্তা লৈ। অনুবাদ কর্ত্তানা হৈমন-শিংমন্দুনা অতোপ্পা লোনগী সাহিত্য অদুদা চু-মমেন শঙজিল্লবদি অপাগশিংদা চমম্নহনবতা নত্তনা নমথাক তৌবসু থোকলিবনি।'

শেক্সপীয়ারগী "The rape of Lucrecy"গী রূপান্তর কর্ত্তা শ্রী মশাংবম মীনকেতন সিংহ না

লাইরিক্কী ওয়াহৌদোক্তা ইবিরি, "মহাকবি অসিগী শৈশক অসি মকোক মতোল চপচানা থম্মবদা মৈতৈগী নাকোংদা চুনদবা, মৈতৈগী ওয়াখল্লা নাতোন নাকচি কাঙদবা ভম্মোইদবা মতাং মতাং কয়া কয়া য়াওবনা ওইনবা য়াবা অনুবাদদঃ অনুবাদ ওইনা তৌদনা রূপান্তর ওইরপ তৌরে।" মতাং অসিদা, মী খুদিংমক্তা শোয়দনা হংনিংগনি—ইংরেজী লোন মপুংফানা খঙদবা মনিপুরী শিংদি মহাকবি অসিগী কাব্যগী মহাউ তংবা ফংজনান অমসুং ইংরেজী সমাজগী শক্তম উবা ফংজদনা অসুম তাকচবা তারবা? মমিং পল্লিবা লাইরিক অসিতা নত্তনা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরগী "গীতাঞ্জলী" অদুগা মাইকেল মধুসূদন দত্তগী "মেঘনাদ বধ" কাব্যগী অনুবাদসু হায়রিবা পণ্ডিত অসিনা "রূপান্তর" হায়বা মায়খুম্না কুপ্পগা লম্লাইগী হৈজশিংজবগী খুদম উৎলিবা অদু পাঠক সমাজনা অদুম উবিগনি।

মনিপুরী অনুবাদ সাহিত্যগী অশোয়বা অমনা শিজিন্নবা লোন্দা পুদানি। অনুবাদ কর্তা খরনা লোনগী মায়কৈরোমদা ইংরেংশিনবিদংবা অমা উবা ফংজে। মখোয়গী অনুবাদশিং পাজবদা মৈতৈলোন নত্তবরা হায়না অমুমুক চিংনজদবা ভমদে। মসিগী খুদম ওইনা লৌরেম্বম ইবোয়াইমানা অনুবাদ তৌবিবা মাইকেল মধুসূদন দত্তগী "মেঘনাদ বধ কাব্য' গী অহৌবা মতেক অসি লৌখৎচগে :—

"মায়োন্দনা তুরহনা বীর বীরবাহু
যমপুর য়ৌখ্রবদা, কাল য়ৌদ্রিভৈদা
হায়রু দেবী বীণাপাণি, অমৃত বাণীনা
সেনাপতি বরিহনা বীরেন্দ্র কনাবু
থাখি লান্দা অমুকহন্না রঘুবীর বৈরী
রাবন্না? করি খুজিন্না রাক্ষসগী আশা
মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎপু—জগৎনা ভমদবা
নাশিহনা সৌমিত্রিনা ইন্দ্র শঙ্কাহন্দে।"

মথক্তা থাংগৎচরিবা মতেক অসিদা মৈতৈ থাংলাগী ময়ান তুয়ান অনুবাদ অমা ময়াম্না উবিগনি। অসিৎস্থা ময়ান-তুয়ান অনুবাদ অসি পারগা কনানা মনিপুরী লোনবু মশক খঙবা ভমগনি। অতোপ্পা লোনগী ওয়াহৈ য়াম্না শিজিন্নহনা মৈতৈরোল ইতা তাদ্রিবা দো অসি অনুবাদ কর্তানা খজিক্তং চেকশিনবিরবদি লায়না কোকপা য়াই।

অরোইবদা হায়জনি বা ওয়াফমদি মনিপুরী অনুবাদ কর্তাশিং অসি লৌনগনবা লাইনা অমনা লাইচুখে। মহুদি অতোপ্পা লোনগী লাইরিক অনবু মী কয়াম্না মাগী মাগী ভাবকহনাগী মতুংইন্না হন্না হন্না অনুবাদ তৌবা অসিনি। অমনা অনুবাদ তৌখ্রবা লাইরিক অদু অমনামুক তৌদবা য়াদবাংস্না তৌই। মসিগী খুদমদদি,—গীতাঞ্জলী, মেঘনাদ বধ কাব্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলম, গীতা অসিনচিংবা পনজরিবা লাইরিক্শিং অসি অফবা অমসুং ওয়া থাকীনি হায়বসি অচুম্বনি। অতম্নদি ইরবদা অফবা লাইরিক অমগী অনুবাদ ময়াম উবা ফংজবগী মহুত্তা অতোপ্পা অফব লাইরিকশিংগী শায়োন উজবনা পাঠক সমাজগী ঈথৌরাংবা কোকনিংতাই ওইরোইদ্রা?

Gold Coin Of Manipur

Khuman Aribum Nilkanta

The discovery of a gold coin of Manipur is certainly a great achievement of the Numismatics society of India. It will be of immense value in reconstructing the ancient history of this small State situated in the North East Frontier of India It has been rightly pointed out by Mr. S P Basu that though there are references of various types of coins of Manipur, the discovery of such things however is a rare phenomenon, one of such references is found during the time of Joy Singh better known as Bhagya Chandra

While in exile in Cachar he is said to have presented a couple of gold coins to Surangadev, the Ahom King Those coins might have been introduced by the earlier Kings. Joy Singh is also said to have issued coins in his name after his resumption of the throne of Manipur for the second time with the help of the Assamese soldiers.

The most disappointing feature, however is that no such coin has yet been discovered.

Manipur is said to be one of the most ancient States in India. Its reference is found in the great epic, the Mahabharata and in the Srimat Bhagavat Puran The episode of Aryans and Chitrangada is well known all over the Country In addition, there are numerous legends prevalent among the Manipuris which give indication that the State of Manipur had cultural affinity with the people of western India since long past. But strange enough no trace has yet been discovered of any existence of such cultural affinity either in the form of Literature or in ancient relics.

Burma, though situated far beyond the Indian frontier contains

a lot of literature in Pali and Sanskrit It has also got inscriptions on rocks and on metals bearing important evidences of historical value. On the basis of which it has been ascertained with precision that princess of Indian origin ruled over upper Burma from 1st Century A D to 10th Century A D Manipur in comparison, is more contiguous to Western India and so cannot be thought of not having any cultural affinity with the rest of India

The failure of discovery of any such antiquarian things may be due to varioas causes. The most important cause may be said to be the lack of sincere attempt of taking up historical research in the State

The Maharajas were not in favour of conducting research work with the belief that any discovery of historical materials might tell upon their longivity So no research worth the name was taken up during the princely regime After independence also neither the Government nor the people of Manipur took any sincere attempt in this respect Under these circumstances it cannot be concluded that the non discovery of such antiquarion things, presupposes the complete absence of all possibilities Absence of literary sources may be attributed to the whole sale burning of available books during the reign of Pamhaiba the founder of the present dynasty who ruled in the 1st part of the 18th Century It is presumed that the books thus burnt were mostly written in Sanskrit, Pali and Indo-Arian dialect However, there is no definite evidence in this regard. In the present days, the majority of the population of Manipur are of opinion that the language and culture is non Aryan and non-Hindu in origin So they are not only reluctant but rather apprehending that any such discovery might shatter their preconceived ideas.

A small section of Manipuris known as Khalasais or Bishnuprias as they call themselves who speak in a Language of Sanskrit origin firmly believe that Aryan culture and Language entered into Manipur in the pre-historic days and

the Bishnuprias are their descendants, but degraded due to ethnical admixture with the non-Aryan people of the locality, No doubt the Bishnuprias lost their ethnical solidarity but they could maintain and preserve their language along with some of the vedic cultures of their ancestors The m in Bishnupriya Villages, at present are Ningthaukhong, Nachau Ngaikhong—Khulen Ngaikhong Khunau near the Lok tag Lake and in Wangjing, Heirok and Khangobok, South of Thoubal

The Bishnupria language has been classified as an Indo-Aryan language by Gearson in 'Linguestic Survey of India' The Critical study of this language reveals some important factors It contains vedic words in its original forms As for instance, word 'Dyau' in Rigveda means the sky and in Bishnupria language it has been retained in its original form and sense This word is not found either in Bengali or Assamese or in any other Indo-Aryan languages of Northern India There are a good number of such words in this language which however may be discussed separately some other time. The existence of such vedic words in its original form presupposes the entrance of the vedic language in Manipur long before its transformation into Prakrit and modern Indo-Aryan Languages of Northern India

In later years this language was greatly influenced by Bengali, Assamese and Brajabuli and gradually evolved to the present form. It has got strong affinity with Assamese and Bengalis, but at the same time v ries in fundamental aspects

Besides this linguistic affinity there are some other testimonies which indicate traces of Aryan settlement in Manipur before or during the early christian era. Such a testimoney is found in the reference made in the Ptolemy's geography compiled by Col Girinni in which it has been mentioned that a king named Dwaja Raja ruled over Manipur in or about 500 B C He has been described as Scion of Sakya dynasty Moreover in the Chinese chronicles there is a reference of the people of

Manipur, who were known as Khalachais or Son's of the great lake (Logtag)

The Khalachais were reported to be a highly cultured race of Western origin. Curiously enough the Kalachais or Bishnupur still to-day reside arround the Logtag Lake, from Bishnupur to Mayang Imphal covering the prime portion of the Manipur Valley

Taking all these factors into consideration it is believed that if a sincere attempt is made to conduct research work with Archaeological excavation, it is highly probable to lead to important discovery of immense value not only for this Tiny State but for the country as a whole

The numismatic society is requested therefore to take effective steps for conducting Archaeological excavation in the area The most prosprective sites for the purpose are Bishnupur and Mayang Imphal. Bishnupur was the ancient capital of Manipur where a small Bishnu Temple commemorates the past glory of the place. Mayang Imphal as the name indicates "The Home Capital of Mayangs or Hindus"

The word Mayang in Meitei language means the Kalachais or Bishnuprias and all other Hindus of Western India These two places most probably contain ancient relics in one form or other.

The era mentioned in the gold coin of Gumbhir Singh is stated as 1043 Chandrabdha This chandrabda does not bear any relation what so ever with the Hizri on Burmeese years as rightly pointed out by S P Basu

This is a new era introduced by Joy Singh better known as Bhaghya Chandra after his resumption of the throne of Manipur for the 2nd time in the year 1760 During his exile in Cachar and Assam it is probable that he came in contract with Bengali and Tripuri era which might have prompted him to introduce an era of his own people with this view in mind he founded this Chandrabda beginning from the date of coronation of Pakhangva the legendary founder of the Meitei dynasty in Manipur. After due calculation the date of Pakhangva's coronation was ascertained to be

on 788 A D Reference in this regard is found with Chaitharol Kumbaba and in the history of Manipur by Late Atambapu Sarma who was an eminent pandit of Manipur and well known to Dr Suniti Chatterjee The latter was highly impressed with the versatility of knowledge of Atambabu Sarma and did not hesitate to honour him by the title of 'Agysta Rishi' of Eastern India

So with out the slightest of hesitation the account furnished by him as regards the origin of the Chandraobada may be accepted as true We know that Gumbhir Singh ruled over Manipur during the first part of 19th Century The date mentioned in the coin is Chandrabada 1043 which origin ated with the corresponding year of 788 A D thus we come to 1831 (1043+788), the exact date when Gumbhir Singh is said to have flourished

The discovery of this coin sets at rest the long drawn controversy as to the time of immigration of Meiteis in Manipur. It does not go beyond 788 A. D in any circumstances The relevant portion of the account given by Atambabu Sarma is-reproduced in English, the original was written in Meitei languages "During the reign of Bhagya Chandra there was eminent scholar khubong Chandramani by name who established an era called Chandrabada which was started from the date of coronation Pakh agba in 788 A D" Page-220 'Manipur Itihas' by Atambabu Sarma published in 1942.

This view is also supported by N. Khel Chandra Sinha in his book 'Ariba Manipuri Sahityagi Itihas', (Page-229) in which he stated that by adding 710 to Chandrabada we get Sakabda and by adding 788 we get Christian Era.

This will, I think, explain the difficulties to properly attributing the coin to Gumbhir Singh.

The specimen of the gold-coin of Gambhir Singh is appended below :

Legend in Bengali script of Assam variety.

শরৎ লৈকোল

জয়চন্দ্র কোনসম

চেম্বরকলে ইমানা
তাঙ্কক নাইনা ঈচেন্দা
শরৎকী ঈচেল, শরৎ ঋতুদা,
ঈমাগী শক্তম উজবা
মথুপ মরাং হৌখরে।

অশংবা ফিগে থোন্দুনা
লেপ্পীররে ইমাংদা,
য়ে থি য়েংখি খুদিংমক
শংবাননা উখ র
ইমাগী চরৈ নিংথিবা।

ঈয়াইথক্তা শাংলিবা
থরো থগাল থারিকথা,
খোইজংননা হৎলবা
য়েংবগী পেনবা নাইদরে
ইমাগী চরৈ থোনবদি।

য়াঙ্গংলনী তুবলনা
খোংজেন তগা চেম্বুবা
চাওজো নাইনা, ঈথক হৌনা
চেললরে ওসিদি
ইমাগী খুবাংজেৎ নমথাংওই।

ঈথক হৌবা ঈরৈদা
ফুদোংলক্কে লুপানা,
ঙোকনবা খুবাংজেৎতা
লুপা কবোক চাইররে
নিংথিজনা হৎলবা।

কুইনা হৌবা নোংহৌনা
তাংতক তাংতক চুবদি,
নিংথিজগী ইমাগী
চোইজাইনবা শমলাংবু
চিংহি শম্বাল লাংবনি।

লেমপ্ল ভাগা কয়ানা
লাইজ ইপাল লাংদুনা
চোংনা ফননা শাননবা
ইমাগী শৈশক নিংথিবা
তানগী পু লোন খংপনি।

ঈতগা চরো চুমলক্কে
অনকপা উপাল থিদুনা
উবীগী জাংনা য়েংচরে,
মনিং তমনা হরাওরে।
পুক্কিং চনা ফজরে।

থাবল ফবা অহিদা
মাংং লিরি হুমগদা
লৈচিন মপ্ল মরক্তা
অতিয়া ক্লা মথনা
কেক্ক লোংপী শাম্নরে।

ওয়াবা মথৈ ওয়ারবা
চাগা নামমা হাপতুনা
ইমাগী শকলোন য়েংজখি
কোরৌ শিংগুম কয়ানি
য়েংহুনস পেন্নরোই।

ইমা তখেল্লেবাক

এল, সি, মীতৈ

তখেল্লেবাক কোন্নংনি, পাঙ্গন্বদি নিংথৌনি।
নিংবগ থৌবগা নিংথৌরেন্নি॥
লৈবাক মরা তপিয়ে, যেকন তিংখ লৈতেয়ে।
চিকন থোয়না পাললিয়ে,
তায়বং মীগী ওয়াখলনি, লেপ্প ওমদবা পুকচেলেনি।
নোংমগী হুমিং অমদনি॥
পাঙন মচাদি অমনি, সমসের গাজি কৌবনি।
তখেল নিংথৌ ওইরম্বনি॥
মতমদি পুংকুই কুইরমদে, তুঙ্গোইবদি য়াখিদে।
খরনিদংগী ওইরম্বনি॥
লৌশিং চাওবা নিংথৌনি, সরৌবু অম সিন্বনি।
আসাম মনিপুর চৎলমগনি॥
চামী লাম্মী খাম্বনি, অকন্বদি কয়া লাকপনি।
তেখাও-মীতৈ-হাও অপুন্বনি॥
তখেন নিংথৌ মানি, মীতৈ নিংথেম অকন্বনি॥
তেখাও লম্মী অথৌবনি॥
অকয়হুমগী পাঙ্গন্নি, পুক্নিং হকচাং 'মত্ত ওইবনি।
অকন্বহুম দ ওয়াশকপনি॥
নিংথৌ কোন্নং'ম শাবনি, পুরাণ আগরতলা কৌবনি।
তখেলনি-থৌ' কোন্নং ওইবনি॥
মীতৈ নি-থেম লৈকমদি, বৃন্দনগর হায়না কৌবনি।
সনায়—খুনবু হায়রগা খংবনি॥
মথা খরদং চৎলগদি, আসামপাগা খুঙ্গং লৈবনি।
মেকলীপাবা চাবাগান' কৌবনি॥
মতম অহু অহানবনি, তখেল্লেবাক মীতৈ লাকপনি।
লেপনবু মতমদি খংগনি"—

ওয়ারী ওইনা লীজরী, অখংবু খরদং ইজরি।
মখং মনাও খুন্দারকলী॥
মীতৈনা তখেল্লেবাক কৌই, অতৈনা ত্রিপুরা তাম্বলী।
আগরতলাদা নিংথৌ পাললী॥

খুনা ফোংলগনি। খুনা ফোংলগনি।

মনিপুর ইতিহাস, বীর টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ,
শাম্ব কাবা অমসুং শ্রীগোবিন্দ নিরূপণ অসিনা চিংবা লাইবিক লেংবা
রাজকুমার শ্রীস্নাহল সিংহ বি-কম্না লেংবা

থাঙ্গাল জেনারেল

মমল লুপা ১০ তারা
—ফংফম—
রাজকুমার শ্রীস্নাহল বি-কম্
থাংমৈবন্দ খোয়া থোং, ইমফাল, মণিপুর।

মোদি মিলের পোষাকী কাপড়

জনগণ ও সরকার ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর সরবরাহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মিল থেকে সরাসরি আমদানী করে মিলের দরে ষ্টাম্প রেট থেকেও কমে পোষাকী কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে আমরা সরকারের নীতিকে বাস্তবায়িত করছি। আমাদের শো-রুমে—
আপনার শুভ পদার্পণ কামনা করি।

মোদির নিজস্ব শো রুম
আখাউড়া রোড : আগরতলা।

বিজ্ঞপ্তি

আপনার পেট্রোল ইঞ্জিন চালিত জীপ বা ভেন গাড়ীতে কির্লোস্কার ডিজেল ইঞ্জিন বসিয়ে নিন। প্রতি লিটার ডিজেলে প্রায় ১৪ কিঃ মিটার চলবে এবং কির্লোস্কর ইঞ্জিনের শব্দও স্বাভাবিক। আমরা আমাদের TRA—৪৪৪ জীপ গাড়ীতে ডিজেল ইঞ্জিন বসিয়েছি, আপনি দেখতে পারেন।

কির্লোস্কার ডিজেল ইঞ্জিনের মূল্য স্থানীয় কর সহ মোট ২৩, ২৭৪০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—
ইলেক্ট্রিক হাউস
আগরতলা। ফোন—২৭৫
(ত্রিপুরার একমাত্র পরিবেশক)

একলব্য

শ্রীরাজেশ্বর শর্মা

সৃষ্টিকর্ত্তাগী সৃষ্টিদা লোয়না শেম্নবস্থ
শেম্বিবিবা নোংদম্বনা মিংয়েং অমত্তদা
জীবপুম্নমকপু চপ্ মাম্লনা য়েংলম্ব
জ্ঞানলৈবা, শাস্ত্রখংবা আর্যমুনিশিংগী
তমথিবা জাত বিজাত খায়বগী মিংয়েংগী
হু-তোংলবা রথচাকানা তক্না মাংখ্রবনি
তোম্লবা জাত পুম্বগী চাউখৎপা কিভম।
মতৌ অতুপ্পম্নহনা শাদাম্বা শাগৈগী
মমিং একলব্য কৌবা নিপা অমথক্কী
খুৎশু খুৎলাই হৈনিংবগী আশা ম্নমক
মতমদা অমম্বদা লম্ মাংননা মাংগি।
হৈজগে খংজগে খম্না চকৈই মহাক্না
সভাতাগী অওয়াংথাক্তা লৈরিবা ব্রাহ্মণ
গুরু দ্রোণাচার্য নাক্তা। কচ্চরুই মহাক্কী
থওয়াই-থম্মোই অনিমক দ্রোণগী চরন্দা।
তুকচবা, জাংথায়বা তমথিবা ওয়াথনবু
থম্মোইগুংদা পুরহনা গুরুদেব দ্রোণা
"শোক্ক-পম্ন য়াখিদ্রবা চণ্ডালগী জাত্তা
তম্বিদে ঐগী খুৎলংই, লৈগন্ত চণ্ডাল।"
হায়রবদা হুংভাইতবা থম্মোই পুরহনা
চৎখিবোয় সভাতাগী ওয়াংমা লাম্লহনা
শুদ্র একলব্য। চীংগী শুক্লবা মফমদা
শাগৎলে দ্রোণগী মূর্তি, তমজরে নীতিগী,
হৈজরে খুৎলাই খরা ভক্তি চেৎখিবনা।
নোংদম্বগী নোংদমইম্না নোংমগী তুমিত্তা,
আর্যনিংথৌ মচাশিং পুরহনা দ্রোণ
থুংলরে নহাক্কী নাক্তা—নহাক্না ফমহনা
গুরুপূজা তৌজরিবা বনগী মন্নংদা।
ভকপ্ বোয় গুরুদ্রোণ, হুইগী মচিন্দা
নংগী তেলনা পাল্লবদা হুইস্ব শিদবা,
মখোলস্ব থোক্তবা বিদ্যা অত্ত উরবদা।
মীগী চাউখৎ য়ে ওমদ্রবা, ইচা-মীচা পায়না
অথাবা মিংয়েংগী মাংদা মাংখ্রদো নহাক্কী
খুৎলাই হৈনিংবা আশা। মতমহদা নংনা
নংগী খুবী কৎলহনা গুরুজী দ্রোণগী
অর্জ্জুনবু হেলহনিংবা ফৎত্রবা ওয়াথল,
অমদি তোম্লবা জৎপু নমথনা থম্নিংবা
ওয়াথলবু থুংহনখি নংননা চিংনব লৈতনা।
নহাকপু নহাক্কী খুবী য়াওদ্রবা মগম্না
খুৎলাই পায়নিংব-আশা লোয়না থাদোক্লুনা
উৎলম্নে তোম্লবা জাৎকী করিগুম্বদম্ব
চাউখৎপগী লম্বী লৈতে আর্যসভাতাদা।

সর্ব্ব প্রকার পাগ মিলের ইট প্রস্তুত কারক আপনাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম —

পপুলার ইঞ্জিনীয়ারস্ কার্পোরেশন

গভঃ কণ্ট্রাক্টার

আথাউড়া রোড, রামনগর

হেড্ অফিস—হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা, ত্রিপুরা।

"রবীন্দ্রনাথ" ত্রিপুরা "জগদীশ চন্দ্র"

(বিস্মৃতি থেকে স্মৃতিতে)

মনিময় দেববর্মা

অতীতের ঘটনা মাঝে মাঝে স্মরণ করা ভাল। স্মরণীয় ব্যক্তীদের আলোকে চলার পথের প্রেরণা পাওয়া যায়—। তাই মনিষী বচনের মালা গাথা—

বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুকে লিখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ৪নং ১৭ই সেপ্টেম্বর—১৯০০

শিলাইদহ

কুমার খাদি—নদীয়া

প্রিয় বন্ধু,

চুপ-চাপ বসে একখানা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে উল্টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানা পেয়ে মৃত ভেকের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের সঞ্চার হ'য়ে খুব ধড়ফড় ক'রে উঠেছে। লোকেনকে, সুরেনকে আপনার চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করচি, কিন্তু তারা দূরে, আজই তাদের লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা করে দিন। কাউকে রেহাই করবেন না—যে হতভাগা Surrender না করবে, লর্ড রবার্টসের মত নির্ম্মম চিত্তে, তাদের পুরাতন ঘর দুয়ার তর্ক নিয়ে জ্বালিয়ে দেবেন—আপনি এক সৈন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সৈন্য সম্প্রদায় গেঁথে যেরকম ব্যূহ রচনা করেছেন তানে প্রিটোরিয়ায় ক্রিস্টমাস করতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তারপর আপনি জয় করে এলে আপনার সেই বিজয় গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা মিলে ভাগ করে নেব—আপনি কি করলেন তা বোঝবার কিছু দরকার হবেনা, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ করতে হবে না, কেবল টাইমস্‌ পত্রে ইংরেজের মুখ থেকে বাহবা শোনবা মাত্র সেই বাহবা আমরা লুফে নব। তখন আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজ বলবে, আমরা বড় কম লোক নই, অন্য কাগজ বলবে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার করচি,—এদিকে আপনার জন্য কারো সিকি পয়সার মাথা ব্যাথা নেই কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের ফসল ঘরে আনবেন তখন আপনি আমাদের, চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই, অতএব আপনি জয়ী হলে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ।"

(৫নং চিঠি—অক্টোবর বা নভেম্বর—১৯০০)

"ত্রিপুরার মহারাজাকে আপনার সমস্ত খবরই আমি পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত দানের

সুখী সুন্দর পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর

আগরতলা

গড়ে তোলার জন্য আপনার ঐকান্তিক কামনা—

রূপায়নে নিরলস নিযুক্ত

আপনার পৌর সংস্থাকে

সময় মত পৌরকর জমা দিয়ে—

টিকা ইন্‌জেকশন নিয়ে

ডাষ্টবিন ছাড়া অন্যত্র আবর্জনা না ফেলে—

ভীড়ের রাস্তায় অযথা গাড়ী পার্ক না করে—

খোলা খাবার না কিনে—

রাস্তার জলের ট্যাপ, ডাষ্টবিন চুরি প্রতিরোধ করে—

সহায়তা করুন।

প্রশাসক—আগরতলা পৌর সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

অপেক্ষা—আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"

(৬নং চিঠি ২০শে নভেম্বর—১৯০০)

"ত্রিপুরার মহারাজা এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কিরকম আন্তরিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব। বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে শ্রদ্ধা করেন এতেই তিনি বিশেষ রূপে আমার হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। আজ তোমার চিঠি তাঁর ওখানে যাব তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনরূপে তোমাকে সহায়তা করবার জন্যে তিনি যেন ব্যগ্র হয়ে আছেন।" মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম—তাঁকে তোমার চিঠি শোনালুম—তিনি ভারি খুসি হলেন।"

(৭নং চিঠি—১২ ডিসেম্বর—১৯০০)

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। * * * * * *

বিসর্জন নাটকের রিহার্সাল আমাকে তাগিদ করিতেছে—অতএব বিদায়।"

(৮নং চিঠি—ডিসেম্বর শেষ—১৯০০)

(বা জানুয়ারীর প্রথম—১৯০১)

"বিসর্জনের অভিনয় যখন হইতেছিল তুমি তখন সাতসমুদ্র পারে কি করিতেছিলে, উপস্থিত থাকিলে তুমি খুসী হইতে—আমিও হইতাম, বলা বাহুল্য।

(১০নং চিঠি—মে ১৯০১)

"শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জিলিঙে আসিয়াছি। তাঁহার আতিথ্যে ও প্রকৃতির শুশ্রূষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি।

"তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই। যুবরাজের জন্য বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পাঠাইতে হইবে। যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া সম্পূর্ণ তাঁহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন। শিক্ষকটি বিজ্ঞানবিদ হইলেও ভাল হয়। এরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি, কিন্তু তবু তোমাকে লইতে হইবে। অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে করিয়া বাছিয়া দিবে ভারতবর্ষের জল হাওয়ার গুণে দুই দিনেই সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে—মহারাজ সেজন্য তোমাকে দোষী করিবেন না। বর্তমানে তুমি যাহাকে যোগ্য এবং ভাল মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে জানিয়া লিখিবে। বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয়দান করিয়াছেন।

পুনশ্চ—মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন—তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবেনা। কুচবিহার বলেন—বেতন পাঁচশত হইতে আরম্ভ করিয়া আটশত পর্য্যন্ত

রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র

শ্রীসীতারাম মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, টি, সাহিত্য ভূষণ কর্তৃক রচিত

মনিপুর রাজ রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্রের অপূর্ব্ব জীবনী গ্রন্থ।

মূল্য ১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

১। মুখার্জ্জি বুক সাপ্লাই
অবিনাশপুর, পোঃ বীরভূম প. বঙ্গ

২। রাজকুমার টোকেন্দ্রজিৎ সিংহ
মনিপুর পুরাতন রাজবাড়ী, নবদ্বীপ, পঃ বঙ্গ

সকল বিবেকের কাছে আবেদন

চাকুরি ও কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রেও যা কারো চোখেই পলক পড়বেনা। ওরা অশিক্ষিত অথবা অর্ধ শিক্ষিত বেকার ও অর্ধ বেকার। গ্রামগঞ্জের গরীব মানুষ বিপন্ন নারী কিংবা অবহেলিত কারিগর কামার, কুমার, ছুতারমিস্ত্রী তাঁতী বা চর্মকার। খাদি ও গ্রামোদ্যোগ এই সব দলিত ও অবহেলিত মানুষের কাজ ও রুটীর প্রতিশ্রুতি নিয়ে মানুষের কাছে এসেছে। জানেন কি? ত্রিপুরা ১৬ লক্ষ মানুষ বছরে মাথা পিছু ৫ টাকার খাদিবস্ত্র ও ৫টি দিয়াশলাই কিনলে অন্ততঃ ৩০০০ হাজার মানুষের আমরা এক বছর কাজ দিতে পারি। বিক্রিত বাজারই আমাদের একমাত্র প্রধান সমস্যা। তাই আপনিও খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ উৎপাদিত কাপড় দিয়াশলাই, জুতা, মাটির পাত্র, টালি পাপড় ও মধু ব্যবহার করুন এবং খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কর্মরত কারিগর ও গ্রামীন শিল্পকে বাঁচান।

ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ
আগরতলা, ত্রিপুরা।

CONTRACT FOR

* RUBBER (BUDEDSTUP)

CITRONELLA & COCONUT
PLANTATION,
READY STOCK

AVAILABLE
AT
OUR NURSERY

JAIN TEXTILES & CO
H G Basak Road
Agartala, Phone :- 398

Whenever You Are In Tripura

please step to :

Hotel Minakshi And Hotel O. K.

At Khoshbagan & H G Basak Road

LUXURIOUS AND COMFORTABLE ARRANGEMENT

For Lodging and Fooding

Agartala—799001

হওয়াই নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিতে হয় তাহাও চলিতে পারিবে।"

(১১নং চিঠি—২১শে মে ১৯০১)

"যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাত থাকতে হয় তুমি তারই জন্য প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট করো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫/৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্যে তোমার দরকার হবে।"

(১৬নং চিঠি—আগষ্ট ১৯০১)

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম গন্ধ থাকিবেনা—ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুজিয়া পাইতেছিনা। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎকার্য্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয়না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্মযোগী করিতে পারিল না কেন?

(১৭নং চিঠি—সেপ্টেম্বর—১৯০১)

"ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কর্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা করিব। তোমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা শুনে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে এরূপ বিনীত গুণ গ্রাহিতা অত্যন্ত বিরল।

(১৮নং চিঠি—অক্টোবর বা নভেম্বর—১৯০১)

"বন্ধু আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহাত জানই—সুতরাং তাঁহার কাছে আমার প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় নাই। তিনি শীঘ্রই বোধহয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধহয় তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি বহু ব্যয় সাধ্য কার্য্যে সম্প্রতি মহারাজ জড়িত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আরো দৃঢ়তর রূপে আকর্ষন করিয়াছেন—স্বাভাবিক ঔদার্য্যের এমন উজ্জ্বল আদর্শ আমি আর দেখি নাই। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক প্রীতি সর্বদাই ধৈর্য্য সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিবে। তোমাকে আমরা লেখামাত্র তাড়া দিতেছিনা, যাহাতে কর্ম

সম্পূর্ণ করিবার জন্য তুমি যথোচিত বিলম্ব করিতে পার, আমরা তাহারই সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি—আমাদের প্রতি সেই আস্থা তুমি দৃঢ় রাখিয়ো। তোমার কাছে আমরা আরো কত দাবী করিব, তুমি যাহা করিয়াছ তাহার জন্যই যদি আমরা কৃতজ্ঞ না হইতে পারি তবে আমাদিগকে ধিক। তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারিনা। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারিনা। তোমাকে হৃদয়ের গভীর প্রীতি ছাড়া আর কিছু দিই নাই জানিবে, সে প্রীতি ধৈর্য্য ধরিতে জানে এবং প্রীতি ছাড়া আর কিছুই ফিরিয়া চাহেনা। মহারাজের সম্বন্ধে এটুকু নিশ্চয়ই জানিয়ো তিনি তোমাকে ঋণী করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করেন নাই তিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছেন।

যিনি তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও আশা প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিভাকে সার্থক করুন।

এরপর বৈজ্ঞানীক জগদীশ বসুর পত্নী অবলা বসু মহোদয়ার নিকট কবির চিঠি—

(১নং চিঠি ৪ জুন ১৯০১

মাননীয়াসু,

আপনি ধন্য আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্বে ধন্য হইয়াছি। আমার গর্ব্ব আমি গোপন করিতে পারিতেছিনা—আমি সকলকে জয় সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি। ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি। বন্ধুকে তাঁহার কর্ম সমাধার পূর্বে দেশে আসিতে দিবেন না। এদেশে তাহার জীবন নিরর্থক হইবে। আমরা তাহাকে য়ুরোপে রাখিবার আয়োজন করিতে পারিব। তিনি যেন তাঁহার সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর আমাদিগকে দেন। আপনারা প্রবাসে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অন্তরে রহিয়াছেন—সেইখানে, স্বদেশের হৃদয় মণ্ডপে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক।

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(রবীন্দ্র রচনা "জগদীশ চন্দ্র" প্রবন্ধ—পৃঃ ১২৪ চিঠিপত্র ষষ্ঠখণ্ড—)

"সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সেকথা দুঃসহ ভাবেই তখন আমার জানাছিল। জগদীশের জয়যাত্রায়—এই অভাব লেশ মাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পুরো কাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী—অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার একজন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্যেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেব মাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি

তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী. সে দানের প্রয়োজন হবে পুণ্য কর্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, "জগদীশ চন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানিনে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী করবেন আমার জানবার দরকার নেই। "আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্য্যের পাথেয়ের হস্তগত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রাসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে এই গৌরবের পত্র সুগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহারাজ নিজে না রেখে আমাকেই দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সেই উদার চেতা বন্ধুর উদ্দেশ্যে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

(২৪শে শ্রাবন ১৩০৯ পৃঃ—১৩৫)

মহারাজা রাধাকিশোরকে লিখিত কবির চিঠি—

"জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ব বারম্বার অনুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া ?

মহারাজের ঔদার্য্য কালক্রমে সর্ব্ব প্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইতি—২৮শে শ্রাবন ১৩০৯

অনুরক্ত ভক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ সর্বজন বিদিত। রবীন্দ্র-জগদীশ পত্রালাপে বুঝা যায় রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরও পত্র প্রণয় ও সুহৃদতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান এর গালাগালি আর দলাদলির পরিস্থিতিতে এই প্রীতি সম্পর্কের পরিবেশ প্রভাব জন চিত্তকেও প্রভাবিত করুক একটা সৎ সুন্দর আদর্শ গড়িয়া উঠুক এ কামনা কি অন্যায় ?

মনিময় দেববর্মা
আগরতলা

—:: • ::—

সমবায় পৃথিবীতে যুগান্তর আনিবে,—পৃথিবী হইতে দারিদ্র ও অলসতা বিদূরিত করিবে।" মহাত্মা গান্ধী

বই না পড়া মানে শ্রদ্ধীর মানব সভ্যতার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

Gram : KRISHIBANK
Post Box , 27

Estd. 1957

Phones { 242 / 629 / 1356

TRIPURA STATE CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A STATE PARTNERED BANK CONTROLLED BY RESERVE BANK OF INDIA)

&

(REGISTERED UNDER DEPOSIT INSURANCE SCHEME)

HEAD OFFICE : **AGARTALA**

SPECIAL FEATURES

1 Chief Source of Institutional Finance for Agricultural and Allied Activities

2. Major Percentage of Credit advanced to weaker sections of the Community.

3. Interest paid on current account

4 Attractive Terms for cash certificate and Recurring deposite schemes.

5 All kinds of Banking Facilities are available

Branches at —

AGARTALA, KAILASAHAR. UDAIPUR, BELONIA, TELIAMURA, DHARMANAGAR, BISHALGARH. AMBASSA, MELAGHAR, MANUBAZAR, SANTIRBAZAR, MOHANPUR, TAKARJALA

N R. Deb Barma
Administrator.

S C. Bhattacharyya
General Manager.

মনিপুর ও ত্রিপুরা ঃ প্রাচীন সম্পর্ক সূত্রের ধারা

—অজয় দেববর্মা

মনিপুর ও ত্রিপুরা এই দুই রাজ্যই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। পাহাড় বনানীতে ছাওয়া এই দুই রাজ্যের মধ্যে আয়তনে মনিপুর ত্রিপুরার প্রায় দ্বিগুণ (২২, ৩৬৫ বঃ কিঃ মিঃ)। আয়তনের ৯২% শতাংশ পার্বত্যভূমি।

ত্রিপুরার আয়তন মনিপুরের প্রায় অর্ধেক (১০, ৪৭৭ বঃ কিঃ মিঃ) হলেও লোক সংখ্যায় কিন্তু ত্রিপুরা মনিপুরকে ছাপিয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের আদম শুমারী মতে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ১৫, ৫৬, ৩৭২ জন। আর মনিপুরের লোক সংখ্যা হলো ১০, ৭২, ৭৫৩ জন। ত্রিপুরার আয়তনের ৬০ শতাংশ পার্ব্বত্যভূমি অবশিষ্ট ৪০ ভাগ সমতল ভূমি। শতকরা ৭০ জন কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর মনিপুরের শতকরা ৬০ জন কৃষিজীবি।

এই দুই রাজ্যের প্রাচীন নাম নিয়ে ইতিহাসে বহু মতভেদ বিদ্যমান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, বর্তমান ত্রিপুরার প্রাচীন নাম ছিল তৈপ্রা। এই তৈপ্রা থেকেই ভিন্ন ভাষাভাষীদের দ্বারা ত্রিপুরা নামের উদ্ভব। ঐতিহাসিক কৈলাস চন্দ্র সিংহের মতবাদ থেকে জানা যায়, প্রাচীনকালে বর্তমান মনিপুরের নাম ছিল মৈতৈ লৈপাক (বা লৈবাক) এই মৈতৈ লৈপাক'কে শ্রীহট্ট বাসী ব্রাহ্মণগণ অভিহিত করেছিলেন মনিপুর নামে।

ত্রিপুরার কৃতি সন্তান শ্রদ্ধেয় কর্ণেল মহিম চন্দ্র মনিপুরকে বলেছেন কুটুম্ব রাজ্য (দেশীয় রাজ্য দ্রষ্টব্য)। এই কুটুম্বের ব্যাখ্যা তিনি করেছেন মনিপুর ও ত্রিপুর রাজবংশের বৈবাহিক সূত্রধরে। কিন্তু এই কুটুম্ব কানাটার আর একটা দিক যে নেই তাও নয়, সেটা হলো গোষ্ঠীগত।

এই গোষ্ঠীও কনাটার বিশদ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, মনিপুরী এবং ত্রিপুরীগণ মঙ্গোলয়েড, পরিবারের সিনু তিবেটান (Sino Tibetan) বা তিবেটু চাইনীজ (Tibeto Chainese) ভাষা গোষ্ঠির লোক। ত্রিপুরী ও মনিপুরীদের মধ্যে আকৃতিগত এমন সাদৃশ্য রয়েছে যে চেহারার দিক দিয়ে কোনটা মনিপুরী আর কোনটা ত্রিপুরী তা হঠাৎ নির্ণয় করাই দুঃসাধ্য। মনিপুরী ও ত্রিপুরীদের দৈহিক গড়ন সুন্দর এবং পেশীবহুল। এদের চৌকোনাকার মুখ (Squre set faces), বাদামাকৃতি চোখ সহ প্রক্ষিপ্ত গালের হাড়। (projecting cheek bones, with almoud shaped eyes) এবং অপ্রচুর শক্রোত গোঁফ (Scanty beard and moustache) ইত্যাদি থেকে ত্রিপুরী এবং মনিপুরীগণ যে মঙ্গোলিয়ান বংশজ এটাই প্রমাণিত হয়।

মনিপুর ও ত্রিপুরার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সর্বপ্রথম সাধিত হয় মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রের সময়ে। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মনিপুর রাজ ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা রাজকুমারী হরিশেশ্বরী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন ত্রিপুররাজ রাজধর মাণিক্য। এই সম্পর্কে Progressive of Tripura পুস্তকে লিখিত আছে: "In 1786 the Charge of administration was made over to Rajdhar—Rajdhar married the doughter of the King Manipur and they established friendly relations with Manipur" রাজধর মাণিক্যের পরবর্তী নৃপতি কৃষ্ণমাণিক্যের মহিষী জাহ্নবী দেবীও মনিপুরী কন্যা ছিলেন বলেও কারও কারও অভিমত রয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য আজকের ত্রিপুরায় খোঁজে যায়না পাওয়া। তাই এই বিষয় আরও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। ১৭৮৬ সালের পর থেকে রাজমহিষীরূপে রাজ অন্তঃপুরে মনিপুরী কন্যাদেরই আগমন ঘটেছে সমধিক। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই মনিপুর কন্যাদের কাহিনী এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এদের সংস্থাপিত মঠ মন্দির আজও ছড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের এখানে ওখানে গায়ে সবুজ শেওলার আবরণ জড়িয়ে।

মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর ছিলেন বর্তমান আগরতলার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আগরতলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজপাট। তারও পূর্বে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর পুরাতন আগরতলায় বসবাসকালে তিনি বিয়ে করেছিলেন এক মনিপুরী কন্যা। এই কন্যা তেখুলেইমা নামে পরিচিত। তিনি পুরাতন আগরতলায় মঠ প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। এই বিগ্রহ কালা বিনোদিনী নামে সংজ্ঞিত।

আজও পুরাতন আগরতলায় মঠটি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বহুবছর পূর্বেই রাধিকার বিগ্রহটি হারিয়ে গেছে। কালা বিনোদের মূর্ত্তিটি এখনো রক্ষিত আছে অভয়নগরে। পূজিত হচ্ছে মনিপুরীদের দ্বারা কালাচাঁদ নামে।

তারপর মণিপুরী রাজকন্যাদের মধ্যে যাঁর কথা বিশেষ ভাবে স্মরণে থাকে তিনি ত্রিপুরায় ঢাকা লেইমা নামে পরিচিত। এই ঢাকা লেইমা ছিলেন মহারাজ দেবেন্দ্র সিংহের কন্যা, নাম রত্নমঞ্জুরী মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের মহিষী। তিনিই ধলেশ্বরে পাখাম্বা দেবতার প্রতিষ্ঠাত্রী।

মহারাণী তুলসীবতীও ত্রিপুরার ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় এবং রাধানগরে রাধামাধব প্রতিষ্ঠা মণিপুর কন্যা তুলসীবতীর এক অমরকীর্তি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরার রাজবংশ প্রাচীনকালে ছিল শাক্ত। আর মণিপুরগণ বৈষ্ণব। শাক্ত রাজ্য ত্রিপুরায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠায় মনিপুর রাজকন্যাদের অবদান চিরস্মরণীয়। ত্রিপুরায় বসবাসকারী মনিপুরী এবং ত্রিপুরীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক দেয়া নেয়া যতটুকু ঘটেছে তাতেও মণিপুরী কন্যা ত্রিপুরার রাজ মহিষীদের অবদান রয়েছে প্রচুর। এখানে ঝুলনের সময়ে মণিপুরীদের দ্বারা যে রাসলিলা অনুষ্ঠিত হয় তার রূপ-রস অনেকটা রাসকে অবলম্বন করে গঠিত হলেও

পালা কীর্ত্তনের মূল বক্তব্য কিন্তু বুলনের মাহাত্মাকে নিয়েই সৃষ্ট।

এখানে একটা কথা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে মণিপুর থেকে ত্রিপুরায় মণিপুরীদের আগমন ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছর পূর্ব্বে ব্রহ্মার যুদ্ধের কারণে। ফলে মঙ্গোলয়েড পরিবারের মণিপুর রাজ্যে বসবাসকারী মণিপুরীগণ উন্নতির যে সুযোগ পেয়ে জাতি সত্তায় উপনীত হতে পেরেছে তা কিন্তু এখানে বসবাসকারী মণিপুরীগণ পায়নি মোটেই। তাই তারাও পড়ে রয়েছে পেছনে—বহু পেছনে। কি অর্থনীতি কি শিক্ষায় এদের পশ্চাদপদতা ত্রিপুরী সমাজেরই অনুরূপ। কিন্তু এরা মঙ্গোলয়েড পরিবারের লোক হয়েও সংবিধানের বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেনা। উপ-জাতি হিসেবে এদের লিষ্টিভুক্ত করা হচ্ছেনা বলে। বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আজকে লক্ষর যারা Tribe হিসেবে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তাঁরা এখানের মণিপুরীদের চেয়ে শিক্ষা দীক্ষায় অনেক অগ্রসর। এই অগ্রসর-মান লক্ষরগণ যদি Tribe হিসেবে সুযোগ সুবিধা পায়, তবে মঙ্গোলয়েড অরিজিন এই রাজ্যের মণিপুরীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিতকরণটা শুধু দুঃখজনকই নয়, একটা অনুন্নত শ্রেণীকে তার অধিকার থেকে দাবিয়ে রাখার সামিল বলেই গণ্য হবে।

আজকের রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তনের দিনে জনতার আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠিত সরকারের চারদিকে নজর দান একান্তই কর্তব্য। তা নাহলে সম্ভাবনাময় একটি সমাজের অপমৃত্যু যে ঘটবে এটা অবধারিত সত্য। এই অপমৃত্যু ত্রিপুরার সর্বজাতির মিলন ইতিহাসকে কলংকিত করবে। তাই এই কলংককে ত্রিপুরার বুক থেকে দূরিভূত করা শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয় কর্ত্তব্যও বটে।

ডাঃ বি, আর, সরকার এম, বি, বি, এস, এম, ডি, (দিল্লী)

স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ এবং পরিবার পরিকল্পনামূলক সকল প্রকার অস্ত্রোপচারে পারদর্শী দ্বারা পরিচালিত।

সরকার ক্লিনিক
এণ্ড
নার্সিং হোম

হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, ফোন নং—৯২৩

থাকা ও সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে।

যোগাযোগ করুন।

N. B.—আমাদের Pathologe বিভাগে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে রক্ত, কফ, শুক্র ও মলমূত্রাদি পরীক্ষা করা হয়।

শিশুদের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

বয়স	প্রতিষেধক
জন্মের পর থেকে এক মাসের মধ্যে :—	বসন্তের টিকা
(এরপর প্রতি ৩ বছর অন্তর)	বি, সি, জি.
	(যক্ষ্মা প্রতিষেধক)
তিন মাসে	—পলিও
চার মাসে	—পলিও
পাঁচ মাসে	—পলিও এবং ডি, পি, টি.
ছয় মাসে	ডি পি, টি,
সাত মাসে	ডি, পি টি.
দেড় বছরে	—পলিও এবং ডি পি, টি,
পাঁচ বছরে	—পলিও এবং ডি, পি টি,

এর জন্য ত্রিপুরার যে কোন সরকারী হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

শ্রীশ্রীঅনু মহাপ্রভু মন্দির নবদ্বীপ ধাম

রাজকুমার শ্রীটোকেন্দ্রজিৎ সিংহ

রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজগী শেষ জীবন দা পুন্সি থামৈদা। ওইথোক্তবা দুর্ঘটনা অমা থোকপিখী। থৌদক অসিদগী রাজভোগ থাদোকতুনা মহারাজ তীর্থ পরিক্রমা লেঙবা তাখি। ওম্বোকপনিদা হে ৺ভগবানগী লীলা! ব্রাহ্মণ মচা কোকপৈ কৌবা অনাচারী (লৌচংথীবা) শামুরাই রাংপম্মচা অমগী মহাক থক্তগী লৈবাকী শাসনক্রিয়া (ওয়ায়েক্কৈ) কাল্লকপা তাখিবদগী স্নাচরণ হঙ্গৎলুবদা মহারাজনা তৌনিঙাই গতি লৈখিদবদগী কিহনবা মাবু লাম্মীশঙদা থম্নবা স্নায়াথং তাউথবিখী, দৈবনোং দমদগী শঙপাম্নরিবশিংনা লোইশঙগী তৌদকদবা মথৌনী থম্নখিবদগী থীল্লে হায়নদনা থঙতৌদনা "কোকপৈ" অঙাং ওলহনখে হায়না স্না পাউখুম হঙ্গৎপিখি।

মহারাজ স্নাকোকচাউবী কাখিবদগী ঙাই হাক মূর্চ্ছা ওইহনা লৈবিখি (রাইবিখী), স্না নিংদোন ক্রং ২ চোংনা স্নাবুদ্ধি তৌবিরুবদা স্না পুক্লিং পুমশুম শুম্মংপা কীবমদা তাবিখে। মমৈথংদা ৺ভগবান শ্রীগোবীন্দ জীউগী কৃপা নোংদম কাউবিরকখে, স্নালৈবাক থাদোক্লমলগা তীর্থবাসী ওইজখ্রগে হায়না স্না বুদ্ধি অসিদা পুমলেপ লেম্নিখে। তাম্না অহুমক্তা ভাগ্যবতী মচাইবেমা স্বনাম ধন্য শীজ লাইওংবী (বীম্বাবতী মন্নরী)গী স্না লাইবক্তা ৺মহাপ্রভুগী সেবা ফংজো তম্বিরামখ্রমাল্লে—'মপাবুং মহারাজগী স্না খোঙকম্ অনিদা স্না থোগন ইজগে হায়হনা হঙ্গৎকখী। অহুমদি ওইহিক্লবদা প্রাণনাথ শ্রীগোবীন্দ জীউগী নিত্যসেবা করম থাদোক্লমগবা অসিগী চিন্তা সমুদ্রদা তাউহনা লৈখে। মচাইবেমা নুং অনিগী মরক্তা হা ওনবা থোক চথে। মনাই পেম্নসীগী থাঙহৈত্রবা আওম্না মৈচাক অহু উবিখ্রমাল্লে। শ্রীগোবীন্দনা স্বয়ং স্বপ্নাদেশ তীবীরকখী—"হে প্রেয়সি। নঙ করিগী অমুক লাংতক্লরিবনো। ঐগী মূর্ত্তি অসিগা চপমাল্লবা অতোপ্পা মূর্ত্তি অমা লিংখৎলো মচুদি শ্যাম বর্ণগী মহুত্তা গৌরবর্ণ ওইহনগদোবনী। বিগ্রহ অসিগা লোয়ননা নবদ্বীপ ধামদা প্রতিষ্ঠা তৌজরুরো, ঐদি গৌরাঙ্গরূপ ওইনা ধাম অহুদা তত্তনা লৈরিবনী, বর্ণতদা হোংজবনী, ভগবান অমত্তনী চিংনবা অমুক তৌরুগন্থ, থীল্লে চংলো।"

মচাইবেমা রাজকন্যা মিকপ থোকপিরক্তনা স্নামিং খংপাং পা থোকপিরকখী, স্বপ্ন বৃত্তান্ত অপুম্বা মপাবুং মহারাজদা হঙ্গচথে; থৌরম পুম্নমক পাঙথোকপা তাখে। তীর্থ যাত্রাগী থৌশীল থৌরাং পুমলোই লোইরক্লবদা শুভদিন অমদা ভক্তচূড়ামণি রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ মচাইবুংঙো অহল লাবন্ত চন্দ্রদা স্বরাজ শাসন ভার (লৈবাক ঙাক্লনা থৌরম)

শিন্নবিরমদগা, শকাব্দ ১৭২০দা মচাইবেমা শীজগা নবদ্বীপ ধাম তাম্না যাত্রা তৌবিখে। শ্রীগোবীন্দ জীউগী অনুজ্ঞা (অনুমতি) মতুং ইন্না মনাই ভক্ত রাজকন্যা মতুং ইনখিবদগী শ্রীধাম য়োখ্‌গা প্রভুগী নামকণে "অনু মহাপ্রভু" থোনবিদনা প্রতিষ্ঠা (সংস্থাপন) তৌজনবিখে। শীজ লাইওংবীনাদি "অনু প্রভু" থোজখী। মতৌ অনুম মনিপুর গৌরধর্মগী 'বিজয় পতাকা' (পচে ফীরাল) অহানবমক্তা শ্রী নবদ্বীপ ধামদা থিনবা তৌবিখী।

ওয়োকপনি। কাল অহুদা, ধাম অহুমক্তা বৈষ্ণব ধর্মগী "সমাজ বিপ্লব" লৈবাক ওয়াথোক অকনবা অমা থোকখী। কৃষ্ণনগরগী বৈষ্ণব ভক্ত নিত্রেবী (য়েংগী চাউবা) শাক্ত রাজ পুরুষ লম্ অসিগী নিংথৌবু কিনিখিবদগী, ধামেশ্বর শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্রগী বিগ্রহ অসিফাওনা লৈহোম চনখিহনা থুম্না পূজা চৎনবিখীদ মই। অহুমদি ওইহিক্লবদা ধার্মিক পরব ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ স্নাপুক্লীং ঈতিং তিংনা শ্রীঅনু মহাপ্রভু সংস্থাপন (লৈহল্লবা) গী মরমদা কৃষ্ণনগরাধিপতিগি করম্বা প্রতিবিধান (প্রতিকার) লৈবা মাহু তাকপিরক্লবা স্নায়াথং থীবিখী। হৈথোই সিংথাইখ্‌বা কৃষ্ণনগরগী নিংথৌ কবি আপত্তি লৈতনা হরাও হরাও বিগ্রহ স্থাপনগী দমক্তা লম্‌বিদা করামুক কুঞ্জ মকম অমা চহিগী কর (কাঙ্গৎ/রূপা তরেৎমখায়দা লেম্নিহনা মহারাজদা 'দেবোত্তর' ওইনা কৎথোক পিরকখি। মাহু হৌজিক ফাওনা "মনিপুর রাজকুঞ্জ" হায়না প্রসিদ্ধ ওইনা লাক্লিবা অসিনি।

মতাং অসিদগী ৺মহাপ্রভুগী ইচ্ছাদগী কর্তা মহারাজ ১ম তোতারামদাস বাবাজী অনিমক্তী মথৌরাংনা লৈরোম চন্দ্রবা শ্রীবিগ্রহ অহুম্ব লৈ-স্নংদগী লৌখৎহনবিহনা ঈফোং ফোংনা অর্চ্চা পূজা তৌনবা হোৎনবিরকখী। রাজকুঞ্জ সংস্থাপন হেক লোইবগা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ অমুক পল্লমদরে, ভাগ্যবতী মচাইবেমা শীজ লাইওংবী (বিদ্যাবতী মঞ্জরী) গা লোয়ননা শ্রীপাঠ ঠাকুর মহাশয়গী পদানুসরণ (খোঙ্গুল্লীবা) মুর্শিদাবাদ জেলা য়ীবিখে। শ্রী পাট গাম্ভীলা (গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুরগী গাদী মকম) দর্শন ফংবিরে। থরা লৈরগা ঈথীন থীন্দনা পুণ্য স্থান (গাদি মকম) অহুমক্তা মহারাজ ৺ভাগ্যচন্দ্র সিংহ মহাপস্থান তোবিখে (নোঙ্গাথে)। পুণ্যসর গাদি স্থান অসিদা লুরবা লাংবা মংয়কনা "মনিপুর মহারাজ শ্রী ভাগ্যচন্দ্র সিংহ" কৌবা নাম অসি মকপিরমদনা সমর্পন তৌবিরম্বা হুংপাক অহু স্মারক চিহ্ন (নীংসিংখুদম) ওইনা তৌজিক ফাওনা দর্শন ফংনবী।

মচাইবেমা রাজকন্যা মপাবুং মহারাজগী শ্রাদ্ধ ক্রিয়া পাংথোক পিরম্লগা তম্না অমুক নবদ্বীপ ধাম তাম্না হন্দোক পিরকখী। ধাম অহুমক্তা শ্রীশ্রী ৺অনু মহাপ্রভুগী সেবা স্না পুন্সী চুম্না তৌবিরম্লগা মপুওয়া ইবুংতো চৌজিত মহারাজদা 'রাজকুঞ্জ' অসি শিন্নরমদনা ইহলোক (সংসার) থাদোকপিরমদনা স্বর্গলোক তাম বিখে। অসিগী তুংদা রাজকুঞ্জ অসি মথং মথং চৌরজিং মহারাজনা স্বয়ং মচাইবুংতোহন কুমারজিংতা সেবাইত হাপ্তুনা সেবা অসি শিংখি। অসিগি মতুংদা কুমারজিংনা মনাও ইবুংতো ত্রিভুবন জিংতা শিন্নৈ,

ত্রিভুবন জিৎ সিংহনা অমুক মনাও ইবুঙো রনজিৎ সিংহদা সেবা অসি শিন্নরম্লগা বৃন্দাবন লেংবীখি। রনজিৎ সিংহনা মবুং-ঙোগী সেবা অসি চহি ৫০ রোমগী মথক্তা পুহনা সেবা চৎলমই। অসি মথংদা রনজিৎ সিংহগী মচাইবুংঙো শিং ১) হোমেন্দ্রজিৎ ২) টোলেন্দ্রজিৎ, ৩) দামোদর জিৎ, ৪) বলরাম শাবা, ৫) থম্বোম্না, অমসুং ৬) থাবনম্না সেবাইত তরুক্না সেবা অসি পুরকই।

অসিগি মতুংগী সেবাইত শিংনা ১) স্নাচাউবা ২) লালাজিৎম্না। ৩) জয়পুরম্না ৪) রামম্না ৫) স্নাচাওবা ১মু ৬) গোলাম জাৎম্না। অসিগী মথংদা হৌজিক হৌজিকমক সেবা অসি পুহনা লৈরিবা সেবাইত শিংনা :—

২। নেত্রজিৎম্না ২) অঙৌজি স্না ৩ টোকেন্দ্রজিৎম্না ৪) রণজিৎম্না ৫) লালাম্না মচা ১মুং ৬) মনিম্না অসিনা ভূমিৎ ৫/৫নি লালুপ নাইনা নিত্যসেবা অসি পুহনা লৈবিরি

শ্রীশ্রী অনুমহাপ্রভুগী মন্দির অস রদি ওইননবা শেমগৎ শাগৎপগী দমক 'শ্রীশ্রীঅনু মহাপ্রভু সেবা সমিতি" হায়বা কমিটি অমা তা ৩২/৫/৭১ ইংদ লিংথংখি। সেবা অসিদা সেবাইত শিংদা নত্তনা নবদ্বীপ্তা লৈবা ভদ্র-লোক শিং অসমুং মণিপুরদা লৈবা ভদ্রলোক শিং কয়া য়াওনা শেম্বা কমিটি অমনি। কমিটি অসি লিংথংলকলিবা চহি ৫/৬ কী মহুংদা প্রভুগী কুঞ্জ অসি লুপা লাক্ষ অমা মথাইরোমগী থবক পায়থক্তনা—শেমগৎ শাগৎলি। হায়গী শ্রী মন্দির অসিগী মথক্তা নবচুড়া মথোল কয়া হাপকতুনা শ্রীমন্দির অসি য়েংবদা কজংলি। যাত্রিকশিংগী থুংকম শ কা কয়ারোম ভক্ত শিংনা কতুনা শাগৎপিবদগী লৈকমগী দমকসু খুদোং চাদবা লৈরক্তরে। খোংহাম খুংহাম্বগী খুদোং য়াম্না চারমদবা পুম্নমকসু স্যানিটারী লেট্রিন অমসুং তোটি ইশিং লৈবদগী য়াম্না মুংঙাইরে। অসিগী মথক্তা ভক্ত কয়ানসু অনৌ অনৌবা থবক কয়াসু পায়থংপিরগনি চায়হনা তাকপিরম্বা লৈরি। প্রভুগী নাট মন্দির অসিসু সেবা সমিতিনা প্রভা অপুম্বাদা হায়জহনা অমুক ইনৌ নৌনা শয়নবগী দমক থৌরাং তৌরি। অসুম তৌহনা মৈতৈ ঐথোয়গী কুঞ্জ অমনি হায়বদা মাই চাপ্তনবা ফজবয়বগী থবক অসি 'সেবাসমিতি' না য়াম্না কম্না থবক পায়গৎক্লি। অসিদম্নবা সেবা সমিতি অসিদা কনাওম্বা মণিপুরী ভক্তশিংনা মম্বর ওইবীহনা সেবা য়াওনীবা মাগনি। মম্বর অমা ওইবগী নিয়মদি ঐতাক সেবা সমিতি ওইজগে হায়হনা ইচম চম্বা চ অমা নত্তগা চিঠি অমা পিবিরক-পগা লাইননা মিংজন শেল লুপা ২'০০ অমসুং চহি অমগী চাঁদা লুপা ২৪০০ মাট লুপা ২৬০০ অসি থাবিরক্লগা সমিতিগী মম্বর অমা ওইবীবা য়াগনী। ভক্ত-শিং সেবা সমিতিগী মেম্বর ওইবীহনা শ্রীশ্রী অনুমহাপ্রভুগী সেবা কংবীয়ু হায়না হন্না হন্না নিংশিংক্লি।

সেবাইত ১মুং সেক্রেটারী
শ্রীশ্রীঅনু মহাপ্রভু সেবা সমিতি
নবদ্বীপ ধাম পঃ বাঙ্গলা।

ত্রিপুরার সেকাল

রাজেন্দ্র দেববর্মা, আগরতলা

অতীতের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীত দুরকম। গৌরবময় অতীত ও ব্যথা বিক্ষুব্ধ অতীত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের আরও পূর্ব্বে থেকে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত ত্রিপুরার অতীতকে গৌরবময় অতীত বলা যায়। কেননা তখন ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল অতি অল্প অথচ ত্রিপুরার বনজ সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদ ছিল অগাধ। তদুপরি ত্রিপুরার পরিধি ছিল ৭,৬৩২ স্কোয়ার মাইল। ত্রিপুরা সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক "Statistical paper relating to India" নামে যে গ্রন্থ সংগৃহিত হয় তা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জনসমাজে প্রচারিত হয়েছিল. তা নিম্নে দেওয়া হয় :—

NATIVE STATE

NAME—Tipperah

Locality—Eastern India, adjacent Burmah

Area in square miles —7,632

Nature of Connection with British Government— - —Indipendent.

Remarks :—This District is Hilly much covered with jungle and very thinly inhabited

ইহা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়—ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন রাজ্য হিসেবে অনেক অনেক বৎসর ছিল। সে সবদিক দিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কারণ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে "pioneer" পত্রিকায় ত্রিপুরার অক্ষুন্ন স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে যে সকল কথা লেখা হয়েছিল, মেকেঞ্জি সাহেব মুক্ত কণ্ঠে ত্রিপুরার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

(North East Frontier of Bengal P 561) এ রাজ্যের আরও একটি অম্লান গৌরব এই যে, নানাবিধ বিপ্লব জালে জড়িত হয়েও ত্রিপুরার রাজশক্তি কাহারও নিকট অবনত মস্তকে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয় নাই। এ কথার প্রমাণের জন্য আমরা ইংরেজের উদ্ধৃত বাক্যের উপরই নির্ভর করতে পারি। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। Treaties engagement and Sannude" নামক গ্রন্থে (VOL I P 77 লিখিত আছে—The Tipperah Goverment has no treaty with Tipperah). একমাত্র বাহু বলেই যে ত্রিপুরার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল তা সহজেই বুঝা যায়।

পরবর্ত্তীকালে এই ত্রিপুরাকেই ১২৮২ ত্রিপুরাব্দ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শাসন কার্য্য সুবিধার জন্য দু'ভাগে ভাগ করা হয় যথা—

১) উত্তর ত্রিপুরা ২) দক্ষিণ ত্রিপুরা।

উত্তর ত্রিপুরার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল কৈলাসহর আর দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর।

ইহা ছাড়া শাসন কার্য্য সুবিধার জন্য আগরতলা, বিশালগড়, ঈশানচন্দ্রনগর, বামুটিয়া, ইন্দ্রনগর, কমলপুর, কৈলাসহর, ধর্মনগর, বক্সনগর ও উদয়পুরে ১০টি তহশীল কাছারী স্থাপন করা হয়। থানা ছিল মাত্র পাঁচটি। এগুলি আগরতলা, বিশালগড়, অম্বাসুখ, মাধবনগর ও শাবরুম মাগরদে। শেষোক্ত থানা কান মহকুমায় অবস্থিত তা এখনও জানা নেই। অথচ লক্ষনীয় বিষয়—৭ ৬৩২ স্কোয়ার মাইল বিস্তৃত ত্রিপুরা রাজ্যকে এই পাঁচটি থানাই সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনা করত। আর সারা ত্রিপুরায় সৈন্য বাহিনীর সীমান্ত চৌকি ছিল মাত্র আটটি, জেলখানা ছিল মাত্র তিনটি। ত্রিপুরাতে জেলখানা প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। তিনটির মধ্যে একটি আগরতলায় অপর দুটি উদয়পুর ও কৈলাসহরে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উদয়পুর ও কৈলসহরের জেলখানা নামে মাত্রই ছিল। বছরে কয়েকজন মাত্র অপরাধীদের জেলখানায় আনা হত, আর বছরের প্রায় সময়ই ইহা বন্ধ থাকত। কোন অপরাধীকে ধরে আনা হলে প্রথমে মহারাজার সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হত। মহারাজা অবিলম্বে অপরাধীর বিচার করে অপরাধ অনুসারে সামান্য দৈহিক অথবা আর্থিক জরিমানা করে ছেড়ে দিতেন। একমাত্র গুরুতর অপরাধীদের জেলখানায় আটক রাখা হত। সামান্য অপরাধে অপরাধী হলে তাকে জেলে পুরা হত না। ধমক অথবা কয়েকটা বেতের ঘা দিয়ে পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সাবধানী বাণী দিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হত। অপরাধীদের অনেক সময় জামীন ব্যতীতই ছেড়ে দেওয়া হত। ইহা ছাড়া জেলে অবস্থানকারী কয়েদীদের কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে বা পূজা পার্ব্বন উপলক্ষে বিনা শর্তে বাড়ীতে যেতে অনুমতি দেওয়া হত। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরেও বশ কিছুদিন অবস্থান করে কয়েদীরা আবার জেলখানায় স্বেচ্ছায় ফিরে আসত। ইহা ছাড়া যারা সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত ছিল তাদেরকেও পূজা বা বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সবেতনে বাড়ীতে যেতে দেওয়া হত। কোন কারণে কাজে ফিরতে দেরী হলে তার উপরে তেমন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। অথচ রাজ্যশাসন ও সামাজিক আইনে কোমল হলেও সরকারী কাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না।

"শায়ত্ত শাসন ও বিচার ব্যবস্থা"

ত্রিপুরার মহারাজাদের শায়ত্ত শাসন তথা গ্রামীন শাসনের ব্যবস্থা ছিল অতি প্রশংশনীয়। গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখার জন্য গ্রামের ও পাড়ার বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সর্দ্দার, চৌধুরী ইত্যাদি বিশেষ উপাধি দিয়ে নিজ নিজ গ্রাম ও পাড়ার তত্ত্বাবধান রক্ষনাবেক্ষন ও ন্যায় অন্যায়ের বিচার করার ক্ষমতা তাদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হত। কোন গ্রামে বা পাড়ায় কেহ অপরাধ মূলক কর্মে লিপ্ত হলে পাড়ার সর্দ্দার ও চৌধুরীই বিচার করে মীমাংসা করতেন। এই বিচার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—আধুনিক বিচার ব্যবস্থা থেকেও ইহা অনেক উন্নত। বর্ত্তমান যুগের পঞ্চায়েত পরিচালনার গ্রামে যে বিচার বিধি ও বিচারের কায়দা

কাজন রয়েছে তা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য এলাকার গণ্ড গ্রামের চৌধুরী ও সর্দ্দারের বিচার ব্যবস্থা অনেক উন্নত ও প্রশংসনীয়। কেননা প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান করে আসল অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কথার মার প্যাঁচ ও যুক্তির বাক্‌জাল তাদের বিচারে ঠাঁই ছিল না। যারা বিচার করত তারা সবাই ভগবানের বিশ্বাসী। তাই দেখা যায় বিচারকেরা বিচার করার পর রীতিমতো ভগবানের নিকট প্রার্থনা করত এই বলে—

"হে আজকে অমুকের বিচারে আমি অধর্ম ভাবে বিচার করে থাকলে তোমার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নেবো"।

ইহা ছাড়া, বিষয়টি জটিল মূলক হলে অপরাধী প্রমান করতে তারা অন্য উপায় অবলম্বন করত। এই প্রক্রিয়াতে অপরাধী সবার সম্মুখে দোষ স্বীকার না করলেও কয়েক দিনের মধ্যেই তার নিজ পরিবারে অথবা স্বয়ং সে খারাপ প্রতিক্রিয়া পেত। এই প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে ১৮৮৩খৃঃ POLITICAL AGENT এর Report এ বলা হয়েছে "সহজে মিথ্যাবাদী বা অপরাধীকে ধরতে না পারলে বিচারক বাদী ও বিবাদী উভয়কে দা চাউল ও ফুল এবং নদী বা ছড়া জল হাতে নিয়ে শপথ করাত।

অথবা দা এর উপরে লবন রেখে দেওয়া হত। বাদী ও বিবাদী উভয়কে দার উপর থেকে জিব্বা দিয়ে লবণ চেটে খেতে নির্দ্দেশ দিত বিচারক নিজে। অপরাধী হয়েও লবন খেলে তার বংশ বিনষ্ট হয়ে যায় এই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারনা। এইরূপ বিচার ভগবান ও ধর্মের উপর সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত বলে নিবিড় মনে বাদী বিবাদী বিশ্বাস করত। এই প্রসঙ্গে Political Agent এর Report এ বলা হয়েছে—'এই শপথের পর অপরাধী পক্ষ নিজের দাবী পরিত্যাগ করত। এতবড় সরল প্রকৃতির সম্প্রদায় বা জাতি ভারতে অতি বিরল। ভগবানে এত বিশ্বাসী জাতি সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

তদুপরি তাদের বিচারে উভয় পক্ষের পাড়ার সর্দ্দার, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আহ্বান করা হত। উভয়পক্ষের সর্দ্দার বা চৌধুরী প্রধান বিচারক হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করত। বিচারে সর্দ্দারের অনুমতি নিয়ে যে কোন ব্যক্তি বাদী বিবাদীর পক্ষ অবলম্বন করে ওকালতি করতে পারত। বিচার অনেক সময় একদিনে মীমাংসা হয় না। বিচারে সাধারণতঃ উভয়পক্ষের সর্দ্দার অথবা চৌধুরীও উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে "রায়" দেওয়া হয়। বিচারে প্রমাণিত অপরাধীদের আর্থিক অথবা দৈহিক দণ্ড ভোগ করতে হত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অপরাধী দৈহিক শাস্তি পাওয়ার সাব্যস্ত হলেও তাকে যে কোন ব্যক্তি বেতের ঘা দিতে পারে না। এই কাজের জন্য পূর্ব্ব থেকেই মনোনীত থাকে। সর্দ্দার ও চৌধুরী দ্বারা সে মনোনীত হয়ে থাকে। কোন অপরাধীকে আবার এক সঙ্গে আর্থিক ও দৈহিক দণ্ড দুইই চাপাতে পারে না। অপরাধ অনুসারে বিচারকেরা আর্থিক ও দৈহিক দণ্ড নিরূপণ করে।

বিচারে প্রাপ্ত অর্থ কিছু অংশ সর্দ্দারের

তহবিলে 'জমা' রাখা হয় ও অবশিষ্ট অংশ দিয়ে উপস্থিত সকলের মধ্যে মদ-মাংস ইত্যাদি কিনে দেওয়া হয়। বিচারে দণ্ডিত অর্থ এক কালীন দিতে অক্ষম হলে সে দু'তিন কিস্তিতে দিতে পারে। ইহার জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিকে সবার সম্মুখে অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'পূর্ব্বে এ রাজ্যে লিখিত আইন বা আধুনিক প্রণালীর আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। শাসন কর্তাগণই আপন আপন বিবেক বুদ্ধি দ্বারা বিচারকার্য্য সম্পাদনা করিতেন। শেষ আপীল শ্রবণ করতেন স্বয়ং রাজেশ্বর। এই সময় ত্রিপুরার বিচারাসন সত্য সত্যই ধর্ম্মাধিকরণ ছিল। আইনের প্যাঁচ উকীলের কুটবুদ্ধি এবং কোর্ট ফি ও তালবাহানার বালাই এই অধিকরণে স্থান পাইত না। পাওয়ার সাহেব পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া আসিবার পর তাহার পরামর্শানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সংস্থাপিত হয়। আদালত প্রতিষ্ঠিত হইলে আইনেরও প্রয়োজন সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ক আইন প্রচারিত হইল। ইহাই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম লিখিত আইন।

প্রাচীন কাল থেকে রাজেশ্বর স্বয়ং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত শেষ আপীল গ্রহণ ও বিচার করিয়াছিলেন। আপীল শ্রবণের নিমিত্ত মহারাজ ১২৮২ ত্রিপুরাব্দের আষাঢ় মাসে এক স্বতন্ত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা অনেক পরিমাণে প্রিভিকাউন্সিলের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। এই আদালতের নাম দেওয়া হয়েছিল "খাস আপীল আদালত" দুইজন বিচারক একযোগে আপীল শ্রবণ করিয়া তাহাদের রায় মহারাজ সদনে উপস্থিত করিতেন এবং মহারাজ মঞ্জুর করিলে সেই রায় কার্য্যে পরিণত হইত।

পঞ্চ মাণিক্য—পৃঃ ৯৮—৯৯

হাসপাতাল

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১২৮৩ (ত্রিপুরাব্দ) মে (বৈশাখ) মাসে ত্রিপুরাতে প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়, ইহা আগরতলায় অবস্থিত। সারা ত্রিপুরায় তখন হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০৩৪ জন। ইহাও সব ঋতুতে রোগীর সংখ্যা এত থাকে না। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে গ্রামে কলেরা ও মহামারী প্রাদুর্ভাব হলে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা সামান্য ভিড় হত। পরবর্তী বছর ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে কৈলাসহরে "আউট ডোর" হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ডাক্তার স্টাক্ নামে একজন সাহেব ঐ হাসপাতালে ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন— "Tripura aften attacked by Cholera in the month of April and May"

এই মহামারী রোগই পাহাড় অঞ্চলে ভয়ের একমাত্র কারণ ছিল। কোন গ্রামে কলেরা মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলে গ্রাম কি গ্রাম ছেড়ে গ্রামবাসীরা নিরাপদ স্থানে চলে যেত। কোন গ্রামে মহামারী দেখা দিলে ঐ গ্রামে মহামারীর অপদেবতা আশ্রয় নিয়েছে বলে তাদের ধারণা। কোন গ্রামে মহামারী দেখা দিলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা ওদের দ্বারা তাদের গ্রাম ও পাড়া বন্ধন করে নেয় এবং আক্রান্ত গ্রামে যাতায়াত

এমন কি কথা বলাও বন্ধ করে দেয়। ইহা ছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় ও রাত্রে হরিনাম কীর্ত্তন ও শংখ ধ্বনি ইত্যাদি করা হয় যাতে অপদেবতা নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করতে না পারে। আক্রান্ত গ্রামের লোকেরাও এমনি বসে থাকে না। তারাও তিথিক্ষণ দেখে ওঝা এনে অপদেবতাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। অপদেবতাকে তার আশ্রয় স্থল থেকে তাড়ানো সহজ কথা নয়। ওঝা বিশেষ সতর্কতার সহিত দুপুর রাতে শিঙ্গার ফুঁকিয়ে মন্ত্র শক্তিতে অপদেবতাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এরপর গ্রাম অথবা পাড়ায় প্রবেশ মুখে কাঁচা হলুদ, সরিষার বীচি ইত্যাদি দিয়ে বন্ধন করা হয় যাতে ঐ গ্রামে অপদেবতা প্রবেশ করতে না পারে। প্রসংগত উল্লেখ যোগ্য যে, এভাবে অপদেবতা তাড়ানোর সময় ওঝাকে কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়। নিয়মের এক চুল ভঙ্গ হলে নিজেই মহামারীতে প্রাণ হারায়। অপদেবতাকে গ্রাম থেকে তাড়ানোর সময় একটা বিকট শব্দ হয়। তখনই ইহা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে বলে অনুমান করা হয়। অপদেবতা গ্রাম ছেড়ে গেলে মহামারী রোগও সেরে যায় বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

"ডাকঘর ও খবরাখবর ব্যবস্থা"

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে (১২৮৭ ত্রিপুরাব্দ) পয়লা অক্টোবর পর্যান্ত ত্রিপুরাতে মাত্র একটি ডাকঘর ছিল। ইহা রাজধানীতেই অবস্থিত ছিল, শহরের আশে পাশে লেখাপড়া জানার মধ্যে সাধারণত পোষ্টকার্ড ও খামের মাধ্যমেই চিঠি আদান প্রদান হত। কিন্তু পাহাড়াঞ্চলে ইহার ব্যবস্থা মোটেই ছিল না. একমাত্র যোগাযোগের অব্যবস্থাই জন্য দায়ী বলে মনে করি। পোষ্টকার্ড বা খামের মাধ্যমে খবরাখবর আদান প্রদান না হলেও তখন ত্রিপুর মহারাজা খবরাখবর দেয়া নেয়ার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। খবরগুলি সাধারণতঃ লোক মারফত হত। খবর দেয়া-নেয়ার জন্য প্রত্যেক পাড়ায় ও গ্রামে এক দু'জন করে অবৈতনিক লোক ছিল। বছরের প্রথম দিকে গ্রামের সর্দ্দার ও পাড়ার চৌধুরী তাদের মনোনীত করত। ইহা ছাড়া সার্ব্বজনীন বিভিন্ন উৎসবে বিভিন্ন কাজের জন্য লোক সর্দ্দার ও চৌধুরীই মনোনয়ন করে। কোন জরুরী খবর হলে সংবাদ দাতা তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে সংবাদ বাহক, চৌধুরী অথবা সর্দ্দারের নিকট পৌছে দেয়। সেও তৎক্ষণাৎ তার নিকটবর্ত্তী গ্রামে ঐ সংবাদ পৌছে দেয়। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পাহাড়ে বন্দরে সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গুরুত্বপূর্ণ অথবা গোপনীয় সংবাদগুলি এভাবে মুখে মুখে বলা হয়না। ইহার জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

একটা বাঁশের চোঙার ভেতরে শুকনো মরিচ ভরে দেওয়া হয়। মরিচ যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করে। এই রকম যুদ্ধের সংবাদ সাধারণতঃ রাজার কাছ থেকেই যায়। রাজা রাজবাড়ী থেকে 'বিরিন্দার' মাধ্যমে খবরবাহী চোঙা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পাঠিয়ে দেন। গ্রামের সংবাদ বাহক ইহা পাওয়া মাত্রই তৎক্ষনাৎ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পৌছে দেয়। মৃত্যু সংবাদ হলে চোঙায় অঙ্গার পুরে দেওয়া হয়। মৃত্যু সংবাদও অনুরূপ ভাবে গ্রামে গ্রামে পৌছে

দেওয়া হয়।

এইরূপ সাংকেতিক চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিহ্ন। মহারাজের বিশেষ কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকত। ইহা ছাড়া অন্যান্য সাংকেতিক চিহ্ন বছরে একবার করে বদলানো হত। এই চিহ্নের তাৎপর্য্য ও অর্থ পোষণভাবে মহারাজা প্রত্যেক চৌধুরী ও সর্দ্দারকে জানিয়ে দিতেন।

ইহা ছাড়া, বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা হয় "লং" ও "সুপারি" দিয়ে। দূরবর্ত্তী গ্রামের আত্মীয় স্বজনদের "লং" দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রণ করার সময় নিমন্ত্রণ ব্যক্তির হাতে লং দিয়ে বিয়ের সংবাদ মুখে বলে দেওয়া হয়। নিকট আত্মীয়দের বিয়ের বেশ কয়েক দিন পূর্বে আসতে বলা হয়। কোন উৎসবের সংবাদ আবার লং দিয়ে করা হয় না ইহা মুখেই বলা হয়। লং গুলি নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশীদের মাধ্যমে বন্টন করা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে "লং" পাঠানোর জন্য বিশেষ সংবাদ দাতার প্রয়োজন হয় না। হাটে বাজারে কোন নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হলে কতকগুলি লং কিনে তাকে দেওয়া হয়। নিকটবর্ত্তী আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সংবাদ সহ লং দেবার জন্য। নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও পাড়ার মধ্যে যে কোন আত্মীয় ব্যক্তি পান সুপারিগুলি আত্মীয়দের নিকট দিয়ে আসে। কাহারও মৃত্যু হলে নিকট আত্মীয়দের খবর দেওয়ার জন্য চারদিকে লোক পাঠানো হয়। মৃতের আত্মীয় স্বজন নাআসা পর্য্যন্ত মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় না। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, উপজাতি সমাজে বিশেষ করে ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, কলই, নোয়াতিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আপদ বিপদের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিবাহ সম্পর্ক সুদূরবর্ত্তী গ্রামের লোকের সঙ্গে স্থাপন করা হয় না।

"স্কুল ও শিক্ষা ব্যবস্থা"

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের আমল থেকে এ রাজ্য প্রজাদের প্রতি শিক্ষা দীক্ষার সামান্য নজর দেওয়া হয়। পরে ইহা মহারাজা বীর বিক্রম বাহাদুরের সময় কিছুটা প্রসার লাভ করে কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চলে বা পাহাড়াঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার কোন ব্যবস্থাদি ছিল না বললেও চলে। তখন সারা ত্রিপুরায় মাত্র দুটি স্কুল ছিল। একটি আগরতলায় অপরটি কৈলাসহরে। কৈলাসহরে মাত্র একত্রিশ জন ছাত্র ছিল আর আগরতলার স্কুলে বাহাত্তর জন ছাত্র ও চারজন শিক্ষক ছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী ছিলনা বললেই চলে।

এখানে উল্লেখ যোগ্য ১৯৭৯ সাল থেকে কিছু সংখ্যক বাঙালী শিক্ষক পাহাড়াঞ্চলে যেতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে আবার প্রায়ই স্বল্প শিক্ষিত। পাহাড়াঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতি তাদের ধারণা ও খুব উচু ছিল না। পাহাড়াঞ্চলের আদিবাসীরা হিংস্র এইরূপ ধারণা তারা পোষণ করত। যে সকল স্বল্প শিক্ষিত বাঙ্গালী শিক্ষক পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষকতা করতে যেতেন — আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা বা অভিপ্রায় তাদের মধ্যে ছিল না বললেও অসঙ্গত হয় না।

সাধারণতঃ তিনটি কারনে স্বল্প শিক্ষিত বাঙ্গালী শিক্ষকেরা গ্রামাঞ্চলে যেতেন।

১) জীবিকা নির্বাহের জন্য।

২) আদিবাসীদের মধ্যে দীক্ষাদান ও ধর্ম প্রচারের জন্য।

৩) ও ব্যবসা মনোভাব নিয়ে।

কোন বাঙ্গালী শিক্ষক পার্বত্য অঞ্চলে গেলে তাকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হত। বিছানাপত্র শিক্ষক মহাশয়কে সঙ্গে নিতে হত না। সরলমতি আদিবাসীরা থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিত। আদিবাসীদের রান্না না খেলে রোজ সিধে দিয়ে দিত। সঙ্গে থাকত প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী দুধ, মাছ ও ফল ইত্যাদি। ছাত্রের অভিভাবকেরা কে কবে শিক্ষক মহাশয়কে খাওয়াবে বা সিধে দেবে তা তারাই পরামর্শ করে স্থির করে নেয়। ছাত্ররা শিক্ষক মহাশয়ের স্নানের জল তুলে দিত। ঘর বাট দিত। এমন কি কাপড় ও কেচে দিত। ইহা ছাড়া বেতন তো ছিলই আদিবাসীরার মাসে মাসে শিক্ষককে বেতন দেবার সামর্থ্য ছিল না। টাকার পরিবর্তে সাধারণতঃ ধানই দেওয়া হত। সেই ধান বছরে দু'বার করে দেওয়া হত। আউস ও আমন মরশুমে। ইহা ছাড়া শিক্ষকেরা পার্বত্যাঞ্চলে বিনা পয়সায় অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন অথচ প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বেতন আদায়ের বেলায় ষোল আনাই হিসেব করে আদায় করতেন। এভাবে দেখা গেছে অনেক কপর্দকশূন্য স্বল্প শিক্ষিত বাঙালী শিক্ষক কয়েক বছরের মধ্যে আঙ্গুল ফোলে কলাগাছ হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ তখনকার বাঙালী শিক্ষকদের মধ্যে প্রায়ই ছিলেন কায়স্থ ব্রাহ্মণ অথবা আচার্য শ্রেণীর। তারা একদিকে যেমন শিক্ষকতা করতেন অপরদিকে আদিবাসীদের দীক্ষা দিয়ে শিষ্য করে নিতেন। দীক্ষার পরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক হত গুরু শিষ্য। গুরুর আসন রচনা হল উপরে সাজানো গোছানো জায়গায় আর শিষ্যের আসন নীচে। আবার শিষ্য গ্রহণের সময় গুরুকে বড় রকমের দান দক্ষিণা দিতে হত। দক্ষিনায় খুশী নাহলে তিনি দীক্ষা দিতেন না। দীক্ষার জন্য ধরা বাঁধা অর্থ দিতে হত। এভাবে বিশেষ এক শ্রেণীর "গুরু" সেজে সমগ্র পাহাড়াঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে নিরীহ আদিবাসীদের দীক্ষা লওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। গুরু মহাশয় একটা গ্রামে আস্তানা গেড়ে বসতেন এবং সেখান থেকে বছরে দু'তিনবার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রদক্ষিণ করতেন। শিষ্যদের দেখাশুনা করার ভান করে। শিষ্যের বাড়ীতে পৌঁছা মাত্রই সাষ্টাঙ্গভাবে শিষ্যরা গুরুকে প্রণাম করত। ধূপধুনা হুলুধ্বনী ইত্যাদি দিয়ে গুরুকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যেত। এবং গুরুর চরণযুগল ধুয়ে সেই জল শিষ্যরা "অমৃত জল" বলে পান করত। প্রণাম করার সময় প্রত্যেক শিষ্যদের কমপক্ষে একটাকা করে গুরুর চরণে দিতে হত। আর কোন শিষ্যের ঘরে প্রবেশ করলে যখন তখন কমপক্ষে দশ টাকা ঊর্ধ্বে পঞ্চাশ ও একশ টাকা গুরুর চরণে দিতে হত। ইহা ছাড়া জুমের নতুন ফল, নতুন চাউল, গাছের প্রথম তরিতরকারী গুরুকে প্রথম খেতে

দেওয়া হত। এভাবে দেখা যায় যে, গুরু নিজ বাড়ীতে ফেরার সময় শিষ্যরা দলে দলে কেহ বিন্নী চাউল, কেহ খাসা চাউল, তরিকারী, কাপড় আসবাবপত্র ও টাকা বহন করে পাহাড় পর্ব্বত নদী নালা ভেঙ্গে গুরুকে গন্তব্যস্থানে অথবা যান বাহন যোগ্য স্থানে পৌঁছে দিতে হত। এভাবে পৌঁছে দেবার সময় দল বল দেখলে তাদের বরযাত্রী বলে ভ্রম হত।

তৃতীয়তঃ, অনেক বাঙালী শিক্ষক ব্যবসা মনোভাব নিয়ে পাহাড়াঞ্চলে শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলেন। কয়েক বছর "টিউশনি" করে হাতে পুঁজি (Capital) হওয়া মাত্রই শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ধান পাট, তুলা তিল ইত্যাদির ব্যবসা সুরু করে দিতেন। অথবা শিক্ষক থাকা অবস্থায়ই দাদন ঋণ দিতে আরম্ভ করে দিতেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় তখন থেকেই পাহাড়াঞ্চলে দাদন প্রথার চালু হয়। এভাবে প্রচুর টাকা হস্তগত করে অবশেষে শিক্ষকতার মুখোশ খুলে দিয়ে ঐ এলাকায় মহাজন সেজে বসতেন। ও পরে নিজের আত্মীয় স্বজনদের সেখানে এনে পরিশেষে বটগাছের মতো শিকড় শাখা প্রশাখা গেড়ে বসতেন। এভাবে পাহাড়ে কন্দরে ছড়িয়ে পড়ল মহাজনী দল। আর মহাজনদের নানা ছলনায় পড়ে নীরিহ আদিবাসীরা দিনকে দিন হাতছাড়া হতে থাকল খেত-খামার জায়গা অবশেষে বাস্তুভিটাও।

"হাটবাজার"

১২৬০ ত্রিপুরাব্দে দেখা যায় সারা ত্রিপুরাতে বাজার ছিল মাত্র একুশটি। এর মধ্যে পাঁচটি ছিল পাহাড়াঞ্চলে। জিনিষপত্র বেচা-কেনার সমস্যা ছিল পাহাড়াঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে দুরূহ কাজ। বাজারগুলি ছিল অনেক দূরে। বাজারগুলি সপ্তাহে একবার বসত। পাহাড়াঞ্চলে লোকেরা নিজেদের সুবিধার্থে মাসে একবার বা দু'বার দলবদ্ধ হয়ে হাটে যেত। জিনিষপত্র একসঙ্গে বেশী করে কিনে আনত। যারা অবস্থাপন্ন তারা আবার খুব কম বাজারে যেত। ক্রয় ক্ষমতা তাদের বেশী বলে একসঙ্গে অনেক জিনিষ কিনে পাঁচ মাসের জন্য মজুত করে রাখত। সহজ পচা জিনিষগুলি ব্যতীত সব জিনিষ এক বছরের জন্য মজুত রাখা হত। তাছাড়া অনেক জিনিষই তাদের বাড়ীর থেকে কিনতে হতনা কেননা লবন, কেরোসিন, রাব, চুণ, সিদল, শুকনো মাছ ও আসবাবপত্র ব্যতীত বলতে গেলে তাদের আর কোন জিনিষই তারা উৎপন্ন করত। যেসব জিনিষ তারা বাজারে বিক্রী করত এগুলির মধ্যে ধান, পাট, তুলা, তিল, তামাক পাতা মরিচ ও সরিষা ইত্যাদি। তরি-তরকারী দুধ ইত্যাদি তাদের মধ্যে বেচা-কেনা হতনা। সেগুলি আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে খাওয়া হত। তরিতরকারী ও বিভিন্ন খাদ্য ক্রয় বিক্রয়কে তারা লজ্জাকর মনে করত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভোগ্যপন্য ও আনুষাঙ্গিক সামগ্রীর দাম খুব কম ছিল।

গোলা ভরা ধান, ঢোল ভরা চাউল ছিল তাদের প্রত্যেকের। ধান কেনার জন্য মহাজনকে অনেক দূরে গিয়ে অনুরোধ করতে হত। খুশী হলে মহাজন আসত। আসলেও পিড়িতে ধান ভেঙ্গে দেখত চাউল ভালো

কিনা। চাউল ভালো হলে মনপ্রতি আট আনা, খারাপ হলে মনপ্রতি চার আনা। মহাজনেরা যে দাম বলত সেই দামেই বিক্রী করতে হত। পুরান ধান বিক্রী না করলে নূতন ধান রাখার জায়গা থাকতে না, গোলা খালি করতে হবে। ধান বিক্রি করার পর আবার মহাজনের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে হত। মহাজনেরা ধানের গোলায় ঢুকে মালিকের অনুপস্থিতে মন মন ধান মেপে নিয়ে যেত। পণ্য সামগ্রীর দাম ছিল যেমন—সিদল একসের এক পয়সা। কাপড় (মার্কিন) দুই আনা গজ। মরিচ একসের এক তামা পয়সা। নারিকেল তৈল একসের দুই আনা, বড় মাছ (সাইজ অনুযায়ী) এক পয়সা। তিল মনপ্রতি ছয় আনা থেকে এক টাকা।

"ত্রিপুরী ও অন্যান্য আদিবাসীদের স্বভাব চরিত্র"

আদিবাসীদের চরিত্র লক্ষ্য করলে সহজে ধরা যায়—তারা কত সরল, সৎ অতিথি পরায়ণ ও সত্যবাদী। তাদের স্বভাব চরিত্র দেখে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Topographical Survey Party Deputy Superintendent capt. Badglay তার রিপোর্টে লিখেছেন "সাবলীল চরিত্র ও সরল, কর্মঠ ও বলিষ্ঠ কিন্তু হিংস্র নয় তাহারা অন্যের ব্যথায় অশ্রুপাত করিত। কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তা লঙ্ঘন কোনক্রমেই করিত না, সচরাচর এ রকম জাতি দৃষ্ট হয় না। কর্মঠ ও বলিষ্ঠ দেখিলে বীর্যবান মনে হয়" ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে Political Agent রিপোর্টে লিখেছেন,—

ত্রিপুরী জাতিরা খুবই সরল ও সৎ। কোন জিনিষের মালিকানা লইয়া দুই দাবীদার দাঁড়াইলে স্বেচ্ছায় মীমাংসা করিত নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে।

এই মীমাংসা সাক্ষ্যস্বরূপ কাগজে পত্রে কোন নজির রাখিতে হইতনা—বাদী ও বেবাদীর মধ্যে পাহাড়ী প্রথায়—দা, চাউল ফুল ও নদী বা ছেড়ার জল হাতে লইয়া শপথ গ্রহণ করিত। শপথে পারস্পরিক প্রীতি সম্পর্ক স্থাপনের কথা সবশেষে উল্লেখ থাকিত।

এই শপথ কার্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে হত। প্রথম পক্ষ শপথ গ্রহণের পর অপরপক্ষ শপথ গ্রহণ না করলে অথবা ইতঃস্তত করলে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হত। তখন তাকে মামলার জিনিষের সমস্ত দাবী ছেড়ে দিতে হত। ভগবানের প্রতি এতো বিশ্বাসী ও সরল প্রকৃতি ভারতে অতি বিরল।

T H Lewin নামে আর একজন বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক লিখেছেন "Tripura women exhibit a very different Character from those of Bengal, generally and in daring moral prowess remaind one of the families in Rajputra or the Mara tha Country through we have no account of any equealing Ahlyabai in Venovolence

ত্রিপুরার মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারত কিন্তু তিনি বলেন—"Tripura Girl is never known to go astry out of her own clan and

illegitimate birth also is hardly known among them."

সেকালে ত্রিপুরীগণ নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। নভেম্বর মাসে নবান্ন উপলক্ষে যে নাচগান হত তা অবিরাম দু'তিনদিন চলত। এ ছাড়া চৈত্রের শেষে মহাবিষুব সংক্রান্তি দিন থেকে সাত দিন সাত রাত্রি ব্যাপিয়া আনন্দ আহ্লাদ চলত। তিনি আবার বলেন—"The Tripuri commemorate by a fastival the closed of the past year and welcome and merry making is indulged in for a period of Seven days"

বলা বাহুল্য এই সব গানের আসরে বহু কলসী পাচুয়া মদ উড়ত, স্ত্রী পুরুষ মিলে মদ খেয়ে নাচ গানের আসরে সব সময় অপ্রীতিকর ঘটনার ঘটা স্বাভাবিক—কিন্তু সেকালে ত্রিপুরীদের তা ঘটতনা। অন্য আর একটি জায়গায় তিনি বলেন—"Drankness among them, however, does not take an amorous or pugnacious direction it Generally expends itself in Vehement dancing untill such time as the head becames greedy and the dances hi dour of what he has drunk

ইহা ছাড়া আদিবাসী রমণীরা বিশেষ করে ত্রিপুরী রমনীরা খুব সরল স্বভাব ও ফুল প্রিয়। তাদের শরীরে স্বর্ণ ও রূপার অলংকার খুব বেশী দেখা যেত না। গলায় পুতির মালা অথবা জুমে উৎপন্ন এক ধরণের বীচি ও রামকলার বীচি সুতায় গেঁথে মালা হিসেবে ব্যবহার করত। দূর থেকে দেখলে ইহাতে সামান্য বীচি বলে মনে হয় না। কুমারী মেয়ে ও সধবা রমণীরা খোঁপায় এতো ফুল গুজে যে ফুলে ফুলে খোঁপা দেখাই যায় না। ইহা ছাড়া কানেও মেয়েরা ফুল পড়তে ভালবাসে। যে কোন উৎসবে, পূজা পার্ব্বনে এমন কি জুমে বা ক্ষেতে যেতে পুরুষ ও রমণীরা কানে অথবা খোঁপায় ফুল পড়ে যায়। ফুল যে তাদের কত প্রিয়বস্তু জুম ক্ষেত্রে গেলে সহজে অনুমান করা যায়। জুমে বিভিন্ন তরিতরকারির বীজ বপনের সময় ফুলের বীজও তারা বপন করে। টংঘরের পার্শ্বে অথবা জুমের ভেতরের রাস্তাগুলির পার্শ্বেই ফুল গাছগুলি থাকে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বিভিন্ন রকমের ফুলগুলি ফুটলে অপরূপ সাজে সজ্জিত বাগান বলে মনে হয়। আদিবাসীদের মধ্যে শুধু বড়রাই ফুল ভালবাসে বললে ভুল করা হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফুলের কদর আরও বেশী। মা ভাইবোনেরা জুমে যাবার সময় ফুল ছোট ছোট শিশুরা জুম ফুল আনার জন্য কাকুতি মিনতি করে। কি কি ফুল তারা তার নামগুলি তারা বড়দের বলে দেয়। দিনের শেষে ক্ষুধার্ত শিশু মায়ের হাতে জুমের ফুল (যেমন 'ছত্রবংগ', খুমচাক্, 'খুমচাকা' খুনজুপ্রা') দেখে মায়ের দুধ খেতেও ভুলে যায়। ফুল হাতে নিয়ে নির্ম্মল হাসি হেসে আনন্দে মাকে স্বাগত জানায়। বাস্তবিকই কতোইনা মধুর ছিল তাদের অতীতের জীবন। ধনে মানে প্রতি-

পত্তি ও বীরত্বে ঐশ্বর্যশালী সেই আদিবাসী আজ সিগ্ধ প্রকৃতির শান্তির কোল থেকে বঞ্চিত। এক শ্রেণীর লোকের কুটিল চক্রে তারা আজ নিঃস্ব নিস্তব্ধ, নিশ্চল, নিজস্ব সংস্কৃতি ধ্বংসোন্মুখ। সবদিক দিয়েই কোনঠাসা করে নিরীহ ও সরল আদিবাসীদের অর্থ নৈতিক জীবনকে পঙ্গু ও দুর্বল করে দিয়েছে।

বিশেষ এক শ্রেণীর গ্রাম্য মহাজনেরা। তা না হলে যে সব লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে (এখন বাংলাদেশ) উদ্বাস্তু হয়ে নিঃস্ব হয়ে ছেঁড়া কাঁথা সম্বল করে ত্রিপুরায় এক বিঘা জমিতে আশ্রয় পেয়েছিল তারা আজ দ্রোন দ্রোন জমির মালিক, গোলা ভরা ধানের মালিক, গোয়াল ভরা গরুর মালিক। আর যেসব নিরীহ ও সরলমনা আদিবাসী তাদের ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে আশ্রয় দিয়েছিল তারা ঐ শ্রেণী লোকের ঘরে দিন মজুরী খাটছে, তাদের হুকুম তামিল করছে। এভাবে আজ আদিবাসীরা সর্বসাকল্যে কোনঠাসা। এমন করে হয়তো একদিন স্মৃতির অতল গহ্বরে চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যাবে এই সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়।

উৎসবে আনন্দে পার্বণে
প্রিয়জনকে দেবার মত
গৃহসজ্জায় নিত্য ব্যবহারে

রমনীয় রুচির জন্য
ত্রিপুরার শিল্পীদের
বাঁশ বেত কাঠের কাজ
তাঁতের শাড়ী মণিপুরী লিসাংফি

আপনাকে মুগ্ধ করবে।
ত্রিপুরার প্রাচীণ শিল্পকে বাঁচাবার দায়িত্বে
আপনিও আমাদের
সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রগুলিতে আসুন।

প্রিয়দর্শিনী

সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র
শিল্প দপ্তর। ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা : কলকাতা : দিল্লী

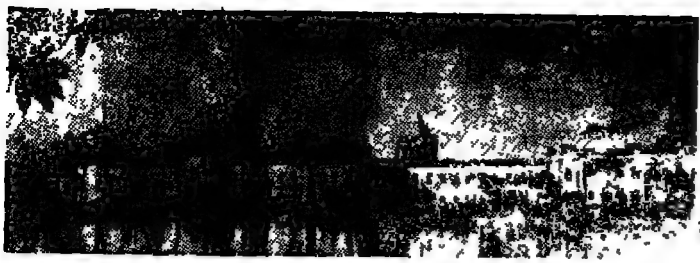

রাজধানী আগরতলাগী মৈহৌরোল ১স্থং মৈতৈ

রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ

"কিলবিছু বীরতাং সারমেকং" হায়বা ওয়াতৈ সংস্কৃতনা য়েকপা রাজচিহ্ননা প্রতীক ওয়রাবা ত্রিপুরা রাজা, তখেন লৈবাকনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনা "বীরতাং সারমেকং"বু—বীর্য্যকেই সার বলিয়া জানিবে হায়বা তখেন লৈবাককী নোংপাক চিংশাদগী নেংচুপ তম্‌দা কুমথা পকপাগা লোয়নানা তুরেন ১স্থং চতা মচা মচাশিং থেকনা কোয়না চেনথারকপা, উ. ওয়া হৈরাং লৈরাংনা নিংথিজরবা ত্রিপুরা তখেনগী রাজধানী আগরতলা হাওতা তুরেনগী মপানদা ১৮৪৪খৃঃ (১২৫৪ ত্রিপুরাব্দ) মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য না লিংখৎপিরমমী হায়। রাজমালাদা "রাজধানী আগরতলা" গী ওয়াস্থ থেংনৈ।

"এগারশ সত্তর সন হয়েত তখন
আগরতলা রাজধানী করিল স্থাপন"

রাজমালাদা হায়রিবা এগারশ সত্তর (১৭৬০ খৃঃ) ত্রিপুরা সনগী রাজধানী আগরতলাদি হৌজিককী "পুরাতন আগরতল" সিবু হায়নরি, থংনরি। হায়রিবা রাজধানীসি তখেনগী ১৭৪ শুবা নিংথৌ কৃষ্ণমাণিক্যনা শেমগৎ লম্বানি। মহারাজা রাজধানী শেমগৎ-পাগা লোয়নাগা "চতুর্দশ" দেবতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্র' না চিংবাসী হায়াগী রাজধানী "উদয়পুরদগী" পুরকথী। মতমতদা সমসের গাজীনা লান্দারকপাদা যুবরাজ কৃষ্ণমনি লানগী পৌশিন শিনবাগী রাজধানী উদয়পুর পাদোকতুনা মাইল ২০ রোমগী আওয়াং হাওতা তুরেন মপান "আগর" উগী নিংথি-তবা উমংদা নোংমা নিনিগী ওয়না লৈবা নংথি। মতমতদাগী চৌনা মফমসিং রাজ-পানী শেমনাবাগী ওয়াখন তৌখিবাগী মরম্না যুবরাজনা নিংথৌফম ফংত্রিবা ফাওবা, মফ-মসি অতৈথাদোকখিদে।

লান থেংনবাগী মতেং লোনাবাগী দমক কুইনা, আসাম, কাছার, হিরম্ব, মনিপুরদা চৎ-লুবা মতুং লান ওম্মতনা ১১৭০ ত্রিং (১৭৬০ খৃঃ) লাংবন (আশ্বিন) গী বিজয়া দশমী তুমিৎ কৈলাগড (কসবা) দা রাজ অভিষেক তৌতুনা

"মারাজ কৃষ্ণমাণিক। মিংথোনদা চহি ২৩ পানখি। কৈলাগড় (কসবা) চহি খরগী রাজধানী ওয়রমমী। রাজ্যাভিষেক লোয়বাগা হায়রিবা আগরতলাসিবু "রাজধানী" ওয়না লাও থোকপগা লোয়নানা উদয়পুংদগী পাত্র, মিত্র, ভায় শেন, অফিস, কাছারী পুয়মক পুরকখী। মহারাজকী মহারাণী জাহ্নবী ইতিহাসতা পনদগা য়াত্রবা অমনি। কৈলাস সিংহগী রাজমালাদা মহারাণী জাহ্নবীগী মমিং সিজা তমফা হায়নম্ব, নিংশিংগুখী।

হায়রিবা মিংথোনসি মৈতৈগী মিংথোন নত্তনা অতৈ জা তগী মিংথোন নত্তে হায়রবগা "জাহ্নবী" ওয়কে "সিজা তমফা" কনানো, কনাগী চন্নুনো? কদায়দগীনো হায়বসি ভসি কাওবা অমম্বদা লৈরি। মতমসিদা মহারাণী জাহ্নবীনা কুমিল্লাদা রাণীর দীঘি, কসবা আখাউড়া মনাক রাধানগরদা "রাধা মাধব" স্থাপন তৌহনা নিংথিজরবা মন্দির প্রতিষ্ঠা তৌরমমি। রাধামাধবকী মমিং পৌহনা রাধানগর খুন/লেকায় মিংথোন ওয়খিন্ন হায়। মহারাণী জাহ্নবী ধারা লৈতে। মতমসিদা (১৭৬০ খৃঃ) মনিপুরগী নিংথৌমচা অন্তশাই কৈলাগড় (কসবা) দা লৈরম্মীন্ন হায়।

মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য ১৭৮৩ খৃঃ নোংগা খিবদা ১৭৮৫ খৃঃ ফাওবা মহারাণীনা চহি অনি রাজকার্য্য পরিচালনা তৌখি। কুমার রাজধরবু ইংরেজকী রেসিডেন্ট লিক সাহেবকা তায়হনা ১৭৮৫ খৃঃ দা রাজ্যাভিষেক তৌরবা মতুং মপুরোয়বা নোংগাখিবা মহারাজকী চাকনা লৈরিবা চিতাদা নোক্লানোক্লা চোংশিন হনা মতুং ইনখি, সতীধর্ম তাকখি।

মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র

মনিপুরগী রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজনা তীর্থলেংবা মতমদা (১৭৯৮ খৃঃ) তখেন কোন্নুং রাজধানী আগরতলাদা লেংশিন লকতুনা মচা ইবেমা হরিশ্বরীবু তখেন নিংথৌ রাজধরদা থাজরম্বা মতমহুদাগী কোন্নুং মনাকতা সরুংবম্ হনজবম, খুমনথেম, লাইপুবমনা চিংবাসি মচা ইবেমাগী থৌগনদা লৈহৌবা "মেখলী"গী খুন মতুং ইন্দুনা "মখলীপাড়া" হায়হনা হৌজিকন্ন সাক্ষী ওয়না লৈরি।

মনিপুর নিংথৌ মচিন মনাওঁ নিংথৌফম লৌনা লান্দা-নবদা ভমদগাশিং মণিপুর থাদোকতুনা কাছাড়, সিলেট রোমদা হায় দোকরকপা ১মুং আওয়া লান্দারকপাদা মনিপুর আওয়ানা খুৎচনবা, আসামন্ন আওয়া (বার্মা) না খুৎ চনবানা (১৮১৯—১৮২৬ খৃঃ) মৈতৈশিং ইমা লৈপাক মনিপুর থাদোকতুনা কাছাড়, সিলেট, তখেন (ত্রিপুরা) খুন্দারবাম্বু চহি "৭ খুন্তাকপা" হায়নরি।

মতমসিদা মহারাজ রামগংগাগী মচাইবুঙো বড়ঠাকুর কৃষ্ণকিশোরদা আসামগী রাজকন্যা রত্নমালাবু 'তেথাওলেমা) আগরতলাদা

থাজরযমী। (২১শে ডিসেম্বর ১৮২২খৃঃ) য়াম্না চাওনা হোংখি হায়। মৈতৈ মহুংদা রত্নামালাবু তেথাও লৈমা হায়না খংনৈ ১সুং লৈমাগী লোয়নারকপশিং পুরাতন আগরতলা রাজধানী গী নোংপোকতা খুন্দাহনখিবহুবু হৌজিকসু, আসাম পাড়া, তেথাও লৌবুক হায়না লৈরি। তেথাও লৈমাগী স্মৃতি ওয়না হৌজিকসু পুরাতন আগরতলাগী তুরেন মপানদা ফুরা লৈরি। মতমগী ইরৈদা লৈরিবা স্মৃতি ফুরাসি তুরেনদা চংখিবা কনানসু খংহৌরোম। অতদি ওয়রাগা তেথাও লৈমানা লিংখৎলম্বা "কালা বিনোদিনী" যুগলদি হৌজিককী রাজধানী আগরতলাগী রাধানগর রাধামাধবকী মন্দিরদা লেংশিন্দুনা লৈরি। যুগলদি ওয়ত্রে। ইবেম। "রাধা" দাক ওয়বানা লৌখৎপা য়াত্রে। বড়ঠাকুর কৃষ্ণকিশোর মগং মগং ওয়না স্বদক্ষিণা (জমাতিয়া) মৈতৈ বামন লৈমা, মনিপুর মারজিৎ মহারাজকি নিংথেম চনু—চন্দ্রকলা, অখিলেশ্বরী, ১সুং বিধুকলাবু রানী, মহারানী হাপখি।

ত্রিপুরা মহারাজ রামগংগা বৃন্দাবনদা নোংগাখিবাদা (১৮২৬ খৃঃ—১৪ নভেম্বর) মনাও নিপা যুবরাজ কাশীচন্দ্র রাজদণ্ড পায়খি ১সুং ১২৩৭ ত্রিং ফাল্গুন (১৮২৭ খৃঃ মার্চ্চ) সিংহাসনদা ফমখি।

মহারাজ কাশীচন্দ্রসু মৈতৈ নিংথেম চনু কুটিলাক্ষীবু পাটেশ্বরী ওয়না লৌখৎখি। মচা ইবুঙো কৃষ্ণচন্দ্র য়াম্না আতাং ওয়না নোংগাখী। চহি অনি নিংথৌ ওয়রাগা ১২৩৯ ত্রিং পোয়হু ২৩ (১৮২৯ খৃঃ) মহারাজ কাশীচন্দ্র নোংগাখি।

যুবরাজ কৃষ্ণকিশোর ১২৩৯ ত্রিং পোয়হু ২৯ রাজ্যভার লৌবা মতুং ১২৪০ ত্রিং সাজিবু-দা (১৮৩০ খৃঃ মে ১০) সিংহাসনদা ফমহনা মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মিংথোনদা রাজ্য তাকশেনবা হৌরে। মহারাজ কৃষ্ণকিশোরগী রাজ্য অভিষেক পুরাতন আগরতলাদা ওয়খি। মতমহুদা ইংরেজকী লর্ড বেন্টিকনা শিবা "মহারাজ" সনদ পুহনা টমসন সাহেব অভিষেকতা য়াওরখি। অভিষেক মতমদা মহারাজনা ইংরেজ সরকারদা সনা ১সুং নুপাগী মুদ্রা ৬৩ নুপা ৮ আনা নজর পিখি।

মনিপুরগী নিংথৌরোল অমা অনিগা তাম্রশাসন ওয়নাবা, লানজায়া ১সুং অতৈ অতৈ মরমনা মৈতৈশিং তথেনগী মফম কয়াদা চোয়না চোংনা লৈরবসু ভাগ্যচন্দ্র মহারাজগী নিংথেম চনুবু মহারাজ রাজধরদা পাজরম্বানা তথেনদা মৈতৈ খুন্দাবা হৌরে হায়বা য়ায়। মগং মগং ওয়না মৈতৈশিং কুমথা মনাক সোনামুড়া, বিশালগড় কসবা, বিষগাঁও, বড়জলা, মুটিয়া, তৌরৌ, বাজারঘাটনা চিংবাদা মৈতৈ খুন্দাবে। নিংথৌ কুম্বংদা মৈতৈ লৈমাশিং ১সুং অতৈ অতৈ মৈতৈনা অয়াম্বা ওয়রে। কৃষ্ণকিশোরদ শিকার য়াম্না পাম্বা ওয়বানা মতম লৈবা খিবিকতা চিংলক, মাংলকতা কোয়না শিকার চংপনি। করিগম্বা মতমদা শজী, সনাও, কনিগুম্বা মতমদা উচেক শিকার তৌই।

মতমহুদা হৌজিককী রাজধানী আগরতলা জলাভূমি, জলাশয়, কুম, পুলৈগী জঙ্গলনি মওং মওংগী ভানু, উচেক শজী, শতায় য়াম্না লৈবনা শিকারগী য়াম্না করবা মফম ওয়রে। মফমসিবু 'ছায়দ্রা" হায়না কাইসু

হায়। শিকার লাকপাদা হৌজিককী প্যালেস মমা'দা লৈরিবা দীঘিগী নোংচুপ থংবদা হৌরিবা চাওরবা উজাও অনি ' শকুন্তলা বৃক্ষ' হায়না ওসি ফাওবা থংনরিবাসিগী মথাদা কৃষ্ণকিশোরগী ওয়হাককী পোথাকম ওয়রমমি। হায়রিবা দীঘি অনিগী নোংচুপ থংবা দীঘিসি চাওরাবা ইশিং পাট, ওয়না লৈরমমী। অম্বম তৌনা চংথোক চংশিন তৌরকপদাগী অহিং হুংদাং পোথাবা ১স্থং রাণী মহারাণীশিংস্ত পোথাকম ওয়বা রাবগী ওয়াথনদা ইগী য়ুম মচা অমা অনি পাতকী আওয়াংথংবদা শারে। মফমশি শেমদোকতুনা রাজধানী শেম্বা য়াগনি ১স্থং নগর শেম্বাদা অকবা অমা ওয়নগনী হায়বা ওয়াথনসি কৃষ্ণকিশোরগী পুকনিংদা থনখি মারে। মরমসিনা নৌনা খুন্দারকপা মৈতৈ থরবুদি "ছায়ন্দ্রা" গী মনাকতা লম পিত্তনা খুন্দাহনবা হৌখিমারে। আগরতলা সরগী আওয়াং নোংচুপতা মৈতৈ কীর্তনীয়াগী লৈকায়/খুন ' বড়জলা" হৌজিকস্ত য়ুমনাক ৩০ রোম মৈতৈ লৈরি। অহানবা খুন্দাবদা ধনসিংহ, দেবসিংহ, চন্দ্র সিংহ, জগদীশ্বর মখোয় মচিন মনাওশিং আওয়া লান'জন লকতুনা পুরাতন আগরতলা মনাক কাওয়াবন মৈতৈ লৈকায়দা থুংলখি হায়। লম্ নিরুবদা নিংথৌনা হৌজিককী বড়জলাদা খুন্দাহনখি হায়।

জলাগী নোংচুপ থংবা মপান্দা মখোয় মচিন মানাও ৭/৮ না খুন্দাবা হৌবা মতুং মথং মথং ওয়না অতৈস্ত লাকখিবনা চাওরাবা খুনজাও য়ুমনাক ১৫০ রোম ভুরামথী বড়জলা খুন।

থর লৈরগা "ছাইন্দ্রা" হায়বা মিংথোন হোংদোকতুনা কৃষ্ণমাণিক্যনা শেমলম্বা রাজধানী 'আগরতলা' গী মিংথোন লৌহনা ১৮-৪৪ খৃঃ দা অনৌরা রাজধানী "আগরতলা" শেমগৎখি, নুতন হাবেলীস্থ হায়। মতমহুদাগী আগরতলাবু পুরাতন আগরতলা হায়গী রাজধানী হৌজিকস্ত রাজকীর্তি, ধর্ম, সাহিত্যগী সাক্ষী ওয়না লৈরি। ঐতিহাসিক নৃতত্ত্ববিদশিংনা নত্রবস্থ হৌরকলি বাশিংনা কাওদনবা, সাক্ষী ওয়না তখেনগী কুলদেবতা "চতুর্দ্দশ দেবতা" চকিগী আবাচ/ইতাগী থা পানথক লকপা ৮ নি দা মুমিং নিপ্পানি চংনা "খারচি পূজা" তৌবা ওসি ফাওবা লেপত্রি। খারচি পূজা তখেনগী জাতীয় পূজানি। নুতন হাবেলী রাজধানী আগরতলাদ দালান, প্রাসাদ লৈত্রি। লৈতে লমবেন, থোং। উ, ওয়া, ১স্থং ইনা য়ামনা নিংথিনা শাবা শংগায়না রাজ পাট, কোম্বুং শেমখি। য়ামন চাওরাবা খুনজাওগী মীশিং নত্রবাস্থ মতমহুদা রাজধানীদা মী ৮৭৫ লৈরমমী হায়।

পাক চাওবাবা ইশিং, কুমথরা, উ, ওয়া নাপি শিংবীনা থল্লবা জংগলগী 'আগরতলা' অহুগী মতমদা হাওড়া তুয়েন পুরাতন আগরতলাদগী নোংচুপতা থেকনা কায়ন। মাইল ৫ রাম চেনথারকতুনা হৌজিককী আগরতলাগী ধলেশ্বর, বনমালীপুর মৈতৈ খুন/লৈকায়গী থা থংবদা চেনথারকপাহনা সেন্ট্রাল রোডকী নোংপোক থংবদা থা পাংনা চংখুগা গোল বাজার মথকতা চংখিহনা নোংচুপ পাংনা চংখুগা মোগড়া কসবাদা তাখিবা হাওড়া তুরেননী।

থলেশ্বর, হাওলী/বনমালীপুরগী মৈতৈশিং হাওড়া তুরেন মপানদা অহানবা খুন্দাখিবনী। আগরতলাগী আওয়াং খাটাখালসি কালা-পানি স্থ হায়। নোংপোংতগী চেনথারকতুনা হৌজিককী সেন্ট্রাল জেইলগী নোংচুপতা থা পাংনা লাকলগা তুলসীবতী স্কুলগী নোংপোক থা ওয়না লাকলাগা, নোংচুপ রোমদা তিতাস তুরেনদা ত খি। রাজধানী লাওথোকপাগা লোয়নানা ভায়শেন অমা অনিবু অহানবা খুন্দাহনবাদা মৈতৈ বামন লৈমা পূর্ণকলাবু অহানবা ওয়না য়ুমকম পিচনা লৈমাগী মনায় মশন লোয়ননা লৈহনবাসী হাওড়া তুরেন আওয়াং তোরবান হৌজিককী থলেশ্বর সনসম্ কামিনী মন্ত্রীগী য়ুমকমসিনি হায়। হৌজিকস্থ বামন লৈমাগী য়ুমকম, পুখরী হায়নরি।

মসিগী নোংচুপতা অতৈ অতৈ ভায়শেন শিংগু লৈহনবা হৌখি। অতৈস্থ নোংচুপতা চোংথাম ভৈরব নিংথৌগী ফমনায়বা কোবরা উপাধি ফংলবাবু লৈহনখি।

মহারাজ কৃষ্ণকিশোর রাজধানী স্থাপন তৌরম্বা চহি ৫ রোমদং শবাদা মতমচাদনা ১৮৪৯খৃঃ অহিংদা (১২৫৯ ত্রিঃ বৈশাখ) বহুতাহনা নোংগাখিবা মতমদা স্থদক্ষিনা মহারাণীগী (জামাতিয়া) বীরচন্দ্র, ঈশান চন্দ্র উপেন্দ্র থচাইমুত্তোশিং থরমমি। মনিপুর মহারাজ মারজিৎ কি মচা ইবেমা অখিলেশ্বরীগী মচা ইবুঙো নীলকৃষ্ণ চাওরে ১স্থং মচা ইবেমা উর্মিলাবু মহারাজ জয়সিংহগী মতনিপা মৈতৈ নিংথেমমচা তিলকতা থাজরমলে।

মপাবুং মহারাজ নোংগাখিবগাদা মচা ইবুঙো ঈশানচন্দ্র মানিক্য রাজাভার লৌহনা ১২৫৯ ত্রিং ২০ মাঘ (১৮৫০খৃঃ ১লা ফেব্রুয়ারী) ১৮০ শুবা তখেন মহারাজ ওয়না রাজ্যাভিষেক ওয়খি। রাজ্যাভিষেক মতমদা ইংরেজ সরকারদা ১১১ সানাগী মুদ্রা পিবা নংখি। মহারাজ সিংহাসনদা লেংশিনবগা লোয়নানা রাজ্যগী লুপা লাখ ১১গী শেন তোনবাস্থ য়াওরে।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মৈতৈ চন্থ মোয়রাংথেম মুক্তাবলী, কৈশামচন্থ জাতিশ্বরী, খুমনথেমচন্থ চন্দ্রেশ্বরী ১স্থ, ময়াংচন্থ রাজলক্ষীবু মহারাণী ওয়না লৌখংখি।

ঈশান চন্দ্র মহারাজকী মচা ইবুঙো নবদ্বীপচন্দ্র (মন্ত্রী ওয়রমমী) না মহাককী আত্ম জীবনীদা ইরাম্মী—ঈশানচন্দ্রগী অহানবা মহারাণী রাজলক্ষ্মী, অতৈ মহারাণী অহুমদি মনিপুরী ক্ষত্রীয় ব শীরনি।

অহানবা ময়াং মহারাণী থারালৈতে। মৈতৈ মহারাণী কৈশামচন্থ জাতিশ্বরীনা লুপী ৩ ১স্থং নিপা অমা (লেখক)। খুমন লৈমা চন্দ্রেশ্বরীগু থারা লৈতে। মোয়রাংথেম চন্থ মুক্তাবলী কুমার ব্রজেন্দ্র পোকট। অতাং ওয়না নোংগাখরে। আওয়ালানগী মমাংদগী মনিপুর খাদোকতুনা (বাংলাদেশ) শ্রীমঙ্গলগী খাজিপুরদা খুন্দাহনা লৈখিবা মোয়রাংথেম গোবিন্দগী মচানিপা অহন মোয়রাংথেম যোগেন্দ্রগী মচানুপী য়াইমা মুক্তাবলীবু আগরতলাদ পুরকতুনা মহারাণী ওয়না লৌখংপা মতমদা মপুওয়া শোভানন্দবুস্থ লোয়নারকখি। মোয়রাংথেম শোভানন্দবু থলেশ্বর বামন লৈমাগী আওয়াং নোংপোকতা য়ুমকম্ লৌকম পিচনা লৈহনখি।

মচানিপা নবদ্বীপ চন্দ্রনা মহাককী আম্ব জীবনী (আবর্জনার ঝুড়ি) দা মতমহুদা মহারাজকী আওয়াবাগী মরমদা হায়রি —

আয়গী লমবেন ওয়াংলাহুনা আওয়াবা কোকপাগী লমবেনদি কুসীদ জিবিগি মথুংতা লৈরে। শেন চাওনা মশং য়াম্না খন কৌবাদী লায়রে। নোংমা নোংমাগী অতুম নংশীল্লকপনা নোংমাগী খংচকী দমক ভায় শনদগী হৌরহুনা মনায় মশম্নাগ লুপাদা সিকি ভদ লৌহুনা লুপা পিরে।

১৮৫০ খৃদা রাজকুক বিপিন বিহারীদা রাজকার্য্য শিন্নরে। রাজগুরুকী মথৌনা মথৌশিংনা রাজগী আয় হেনগৎলকলে। নিংথৌগী আর্থিক কিভম কগৎলকলে। স্নাকোহুদা চেককি প্রাসাদ হৌগৎলে। মতমসিদা হৌজিককী 'লক্ষ্মী নারায়ণ' মন্দিরগী থা, কাপাপানী/কাটাখালগী আওয়াং তার্থানদা খুদ বিপিনবু মকম পিহুনা লৈহনখি।

কাছাড় সিলেট, ভাগগাহকী মৈতৈশিং তখেন নিংথৌগা ভায়শেন ওয়বাগা ১খুং নোনা খুন্দাবাগী মকম য়েংওকপদা নিংথৌ মনাক, নিংথৌগী লৈপাকতা অনৌবা আগরতলাগী মাইল ১০/১৫ গী মহুংদা মকম মফমদা তুরেন মনাক য়েংহনা বামন ১খুং লাইগা লোয়নানা মৈতৈ খুন্দাবা হৌরে।

ত্রিপুরা নিংথৌগী মচা ইবুঙো অয়াম্বাশিং যুবরাজ, বড়ঠাকুর না চিংবা লোয়না মৈতৈ চম্পুশিংবু কোম্নং মহুংদা পুশিনবা মতমনি। সিলেট, ভাগগাহ রোমগী মৈতৈ চম্পুশিং কৈসাম, খুমনথেম, মোংয়রাংথেম, নিংথেম শাগৈনা লুচিংহনা কোম্নংদা রাণী মহারাণী ওয়রে। মনিপুরগী স্নাখা হিনাও তাবাগু মচা ইবেমাশিংগা ১খুং অতৈ ভায়শেনগা লোয় নানা মথং মথং ওয়না ধলেশ্বর, বনমালীপুরদা খুন্দারে। খুন্দারিবা অয়াম্বা নিংথৌগী নকনাবা ভায়শেন (মকুংক, মশেন, মবায়)ভাকতনি মথোয় অয়াম্বা নিংথৌনা খুমকম পিবা ১খুং "চৌথায়" ফংবা ভাকতনি। চৌথায় হায়বদি খুমিং মহিনীগী দমক চানবা চেং, থুম, থাও, হৌওয়ায়, সিদা পিবাহুবু "চৌথায়" কৌই। মসিগী মথকতা থাগী লুপা ৫/৫ অহেনবদা লুপা ১০ ২০ ফংভি। য়াম্না নকণাবা, থর নকনাবাগী হিসাবতা লুপা হেন্দোক হেনজিন তাই।

মতমহুদাগু হৌজিককী কলেশ, মৈ তনা পুকচং হায়বা লায়নানা খুংগং অমামম্ তুমমি হায়বাহুগী মবম্ অনাবাসিগু য়াম্না কিনরমমী। মৈতৈ খুল্লকতা অহনলমনদগী মৈতৈ খুন অমামম্ কায়বাগী ওয়াবী হৌজিকগু তাবা ফংগনী। সোনামুড়াগী নশছড়দা মৈতৈ খুংগং য়াম্না চাওনা লৈংগদ লায়নাসিনা খুন কায়নাখি হায়।

কৃষ্ণকিশোর মহারাজকী মতমদা আগরতলা (পুরাতন আগরতলাদা) লায়নাসিগী মরমদা শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তিদা হায়রি—

ত্রিপুরার মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মনিপুরের রাজবংশের কন্যা বিবাহ করেন।[৩] ত্রিপুর বংশীয় রামচন্দ্র ঠাকুর মনিপুর হইতে আগরতলা প্রত্যাবর্তন কালে বিষ্ণুমঙ্গল চৌধুরীর (প্রতাপগড় সিলেট) (কাছাড়ের প্রতাপগড় তখন সিলেট অন্তর্গত) আতিথ্য গ্রহণ করেন। চৌধুরীর আতিথ্যে তিনি তুষ্ট

হইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহাকে পরামর্শ করেন। তদনুসারে বিশ্বমঙ্গল লোকজন সহ আগরতলায় গমন করেন। মহারাজ তাহাকে বিশেষ সসম্ভ্রম সহকারে বাসের জায়গার নির্দ্দেশ দেন। তাহার অনুসঙ্গী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ২৫ ও তাহার জন্ত উপাদান সমেত ৮০ মুদ্রা মূল্যের ভেট প্রেরণ করেন। ঐ সময় রাজধানীতে ওলাওঠা হওয়ায় তাহার সংগী কয়েকজনের মৃত্যু হওয়ায় অতি সত্বর প্রত্যাগমন করেন।" ১২৬৭ ত্রিঃ/১৮৫৭ খৃঃ নভেম্বর ১৮ ভারততা সিপাহী বিদ্রোহগী মৈরিক অমা চিটাগোংদাগী তৌরকখি। মতমতুদা সিপাহী বিদ্রোহী কাবু খর ত্রিপুরাদা চংশকতুনা আশ্রয়

মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য (১৮১৯ খৃঃ-১৮৫০ খৃঃ)

লৌরে। মথোয়গী ওয়াখনদা ত্রিপুরা নিংথৌ মথোয়বু মতেং ১মুং আশ্রয় পিগনী। মতমতুদা মহারাজ ঈশানচন্দ্রগী ফিতম য়ম্না কবো ওয়বানা ইংরাজকী বিরুদ্ধাচরণ তৌবা বিদ্রোহী সিংবু মতেং পিবা তত্তাংখি ১মুং রাজাদ বিদ্রোহী লৈহনদে হায়বা মিংথোন থাকনাবা বিদ্রোহী শিংবু মফম পিদে। বিদ্রোহীশিং খর কাছনা ইংরাজতা শিংখরে। খর অমা কাছাড় রোমদা চেনখে। তৌবাবুদি বিদ্রোহী শিংবু কাছাড় কাওবা গোকুল ঠাকুর থাছনা তানখি।

গুরু বিপিন বিহারীগী থৌশিননা রাজাগী আর ফরকলে, শাসন খর ফরকলে। মমাংঙ নিংথৌ শিনা পিরম্বা লাগেবাজ, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর মথং মথং ওয়না খাস তৌবাগী প্রস্তাব নিংথৌদা হংগংপাছ নিংথৌনা য়ানিংত্র বাহু শীলমোহর নমতুনা নিংথৌবু দস্তখং তৌকলী। মতৌ অশুম মথং মথং ওয়না আয়াম্বা লম্ সরকারী খাস থালহনা রাজ্যগী আয় হেনগংহল্লীবা মতমদা নোংমাদি ব্রহ্মণ পুরোহিত লাইরাবা অমগী ব্রহ্মোত্তর খাস তৌনাবা তৌবদা মহারাজনা গুরুদেব অসিকম্বা শৌদাং তৌবিগন্ত তাহনা তৌহনা তোয়না তায়রজবাদা গুরুদেব না তায় 'করিগী ওয়ারি বানা ঐকাসনা তৌগাদৌনা তৌরি, মহাকনী

পাপ পুয়মক ঐশাকপা পুগনী"। গুরুদেবকী ওয়াহৈসিনগী য়ানিংদাবা ওয়রাবস্থ দস্তখৎ তৌখি। দস্তখৎ তৌবা মতমদা খৌওয়ার নিকপাগা লোয়নানা মথুংস্থ নিকখি। হুমিং খরনি লৈরগা মহারাজনা মশাগী চিঠি ইগে তৌবদা মুখৎ স্থৎ খংনা য়াম্না নিকপনা চিঠি ইবা ওমত্রে। মতমহুদাগী "বাঙ" লৈনানা কম্ম দা অহুম লৈবা তাখরে। মতমসিদা চেকনা শাবা রাজ প্রাসাদস্থ লোয়রাহনা ১২৭২ত্রিং শ্রাবন ১২ (১৮৬২খৃঃ) রাজ প্রাসাদ সংকাহনা মচা, মস্থ, রাণী, মহারাণী লোয়নানা প্রাসাদতা লেংশিনলে। লাইনক খিবদি লেংশিনবা নোংমা লৈরগা ১২৭২ ত্রিং ১৩ শ্রাবন অয়ুক পুং ১০ তাং মতমদা গুরু নিংলবা মহ রাজ ঈশানচন্দ্র মানিক্য চহি ১৩ রাজত্ব তৌরগা চহি ৩৪ শুবাদা নোংগাখরে। মতমহুদা মচা ইবুঙো অতন মোয়রাংথেম চন্দ্রমহারাণী মুক্তাবলী না পোকপা চহি ৫, কৈসাম চন্দ্র জাতিশ্বরী মহারাণী না পোকপা নবদ্বীপ চহি ১০গী নাব লকনি। মহারাজ ঈশানচন্দ্র নোংগাখিবাগা মনাও ইবুঙো বীরচন্দ্র না রাজাগী রাজক্ষমতা পায়রে।

মহারাজকী মনাও ইবুঙো বীরচন্দ্র না রাজ্যভার লৌরবস্থ "রাজপাট" সিংহাসন কংত্রি। মহারাজ কৃষ্ণকিশোরগী মহারাণী মৈতৈ মহারাজ মারজিৎকী মচা ইবেমা অখিলেশ্বরী না পোকপা কুমার নীলকৃষ্ণ ১স্থং চক্রধ্বজনা ইংরাজগী আদালততা যুবরাজ ১স্থং বড় ঠাকুরগী দমক ওয়াকৎলে।

ত্রিপুরাগী লৌনবী মতুং ইন্না যুবরাজ ১স্থং বড় ঠাকুর কংকম খোকই হায়রে। ওয়াকৎকী মতুং ইন্দুনা মোকদমা লোয়ত্রবা কাওবা বীরচন্দ্রবু (de-facto) ওয়না রাজ্য শাসন তৌনবা ইংরাজগী তাইসরণা শিয়রে। চহি ৯ রোম মোকদমা তৌবা মতুং [১৮৬৯ খৃঃ ১৫ই মার্চ] খিত্তি কাউন্সিলনা কুমার নীলকৃষ্ণ ১স্থং কুমার চক্রধ্বজ অনিমশকী আপীল লৌকম খোকত্রে শায়রে। মরমসিনা ১৮৭০খৃঃ ৯ মার্চ মহারাজ বীরচন্দ্রবু নিংথৌ ওয়না ইংরাজনা খিলাত পিবদগী সিংহাসনদা লেংশিনলে। মতমহুদা মহারাজ না ইংরাজতা স্বর্ণমুদ্রা ১২৫ নজর পিখি। বীরচন্দ্র মহারাজকী মতমদা ইংরাজ সরকারনা অশানবা ওয়না পোলিটিকেল এজেন্ট (A. W B. POWER) বু ত্রিপুরাদ থারকপী (১৮৭১ খৃঃ জুলাই ৩)

মহারাজ বীরচন্দ্রনা রাজ্যশাসন পায়বাগী মতম পর লৈরগা গুরু বিপিন বিহারীবু নজরবন্দী থমলে (১৮৬৩খৃঃ) ১স্থং মহাকনী মহুং ব্রজমোহন ঠাকুরদা রাজ্যগী থৌবুরেন ওয়না শিন্নাব মতমসিদা ১৮৬৬খৃঃ ত্রিপুরাগী আওয়াং নোংপোকতা কুকী সর্দার সুকপাইলাল ১স্থং বনপইলালনা লুচিংহনা কাচাড ত্রিপুরা ১স্থং মনিপুরগী মকম মকমদা প্রজাবু অত্যাচার তৌবগা লোয়নানা আক্রমন তৌখি। মতমসিদা মনিপুর মহারাজ মারজিৎকী মচা ইবুঙো কাহ্নাই সিংহ মনিপুরদা নিংথৌ ওয়বাগী থৌরাংলি। কুকী মরামগী মতেং লৌনবা হোৎনাখি।

মহাকনী মথৌনাবু কুকীশিংনা য়াম্না রাখিবনা মহাকনী মতেং শিখি। তথেম নিংথৌমচা নীলকৃষ্ণ কাহ্নাই সনাগী মচনগী মচা ন। নীলকৃষ্ণ তথেনদা নিংথৌমচা ওয়নাস্থ ক'রস্থ কংত্রবানিনা মরাম্থং কাহ্নাইগী মতেংদা কুকিশিংগা লোয়নানা মনিপুরদা লান্দাখি।

কাহ্লাই সনা মায়থিনা কাংখি। কুকিশিংনা কাক ভুগী খঙল পরগ-মাদা অত্যাচার তৌহনা মীয়াম হাংখিবাগী থৌশন্দু কুকীগা মরিলৈ-মনাগী দমক রাজকুমার নীলকৃষ্ণনা তৌহনবনি হাওনা ইংরাজনা সন্দেক তৌখি। মতমসিদা রাজকর্মচারী ওয়াখীরায় ঠাকুরনা প্রজাশিংদা ওৎপা, মৈনা, অত্যাচারনা থাংবা গায়কত্রবনা পরীক্ষিৎ কৌবা জামা-ভিয়া সর্দার অমানা লুচিংতনা পার্ব্বত্য প্রজাশিং বিদ্রোহ তৌখি, মহারাজ বীরচন্দ্র বুদ্ধি, লাশিংনা কুকীশিংগী বিদ্রোহ দমন তৌহ-মখি। বিদ্রোহী ওয়রিবা জামাভিয়া শিংগী মতক কক্তুনা নিংথৌগী মপুকনিং পেলহনবাগী দমক আগবকপাদা পুরকতুনা রাজদব-বারদা পেশাতৌখি। মহারাজ বীরচন্দ্রস্থ বিদ্রোহী তৌবা কাংবুবু অকিবা উৎনাবগী দমক কক্তুনা পুরকপা মংকাক লম্পাকতা থেৎতুনা ময়ামবু উহনখ। মতমদগী ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট মেজর গা হকী রিপোর্টতা নিংথিনা ইরমখী।

The head of these Jamatias were cut off and are now hanging upon Terroren at Agartola

রাজ্য ডাক শেনবাগী থৌবুরেন ওয়ন ব্রজমোহন ঠাকুরদা শিরবদা নিংথৌগী ভায়শন ঠাকুর লোকশিং মথোয়না তৌনিংবতা তৌবা (থেক্ত চারিতা)গী অপনবা লৈতরে।

মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য (১৮৫০ খৃঃ ১৮৬৩ খৃঃ)

নিংথৌকমগী মরমদা মোকদম ওয়রিবাগী মতমসিদা হায়রিবা ভায়শন ঠাকুর লোকশিং মহারাজ বীরচন্দ্রগী মিচংদা লৈব নিনা মহারাজস্থ মথোয়গী সানারোয়দা লৈরী। মতমদগী বিবরণদা হায়া নিংথিনা ইহি—

He was powerless to control either his immediate dependents or his subjects, and anarchy and canfusion prevailed at the capital

থিতি কাউন্সিলদগী রাজকুমার নীলকৃষ্ণগী আপীল লৌদ্রে হায়না লাওথে কপা (১৫ই মার্চ ১৮৬৯ খৃঃ) মতমদগী মহারাজ বীরচন্দ্র

সিংহ সন কংগনী [illegible] অংগ্রেম্ব [illegible] ও রশেন, ঠাকুর লোকপী অয়ামনা থৌদাংদা খুং থিংতিনবা তৌরে। অহানবা ওয়না শাশনতার 'শয়ন্নমা বন্ধা ব্রজমোহন ঠাকুরবু থবকতাগী লৌথোকলে (পঞ্চায়েত) ১মুং কোরদো কাজিমুনা থমখে, (১৮৬১খৃঃ এপ্রিল)। বীরচন্দ্র মহারাজ থিলাত কংবাগা (১৮ ০ খৃঃ) মচা ইবুঙো রাধাকিশোর ' মৈতৈ চন্দ্র তোনগম রাজেশ্বরী না পোকপা) বু যুবরাজ অভিষেক তৌরে। মতমসিদা (১৮৭১ খৃঃ) মহারাজ কুমার নবদ্বীপচন্দ্র রাজাগী দাবীদার ওয়না ইংরাজ সরকারগী মকমদা মোকদমা তৌরে। মুকদমাসী কুমিল্লাগী ইংরাজগী কোর্টতা ওয়াকখি: ১৮৭১ খৃঃ জুলাই তাং ০ A. W B Power পলিটিকেল এজেন্ট ওয়না লাকপা মতমদা রাজধানী আগরতলাগী মরমদা বিবরণ অমদা হায়রি—রাজধানী আগরতলা মরায় ওয়বা হায়বাহুনী। আয়তন ১মুং মীশিং অথুক রামদে, লমবেন, থোং লৈতে। নিংথৌগী ভায়শেন থর ১৩ং মখোয়গী ভায়শেন না আগরতলাগী বাসিন্দানি। ১৮৭১ খৃঃ দা ঠাকুর দীনবন্ধু অমুক মন্ত্রী ওয়রে। আপীল আদালত শেমলে ১মুং প্রজাদা লম পিবাগী (বন্দোবস্ত) মপু মন্ত্রী ওয়না গৌরচন্দ্র ঠাকুরদা শিন্নরে। ম্যাজিষ্ট্রেট ১মুং কৈশুম শংগী মপু ওয়না পার্ব্বতী চরণ ঠাকুরদা শিন্নরে। পাহাড় আদালত হায়বাদি (চিংমী প্রজাগী) বিচারগী থৌরমন্ত্র পার্ব্বতী ১মুং সুবা জগমোহনদা সিন্নখি।

পলিটিকেল এজেন্ট পাওয়ারবু চেয়ারম্যান হাপতুনা আহানবা পৌরসভা (মিউনিসিপ্যাল) শেমখি (১৮৭১ খৃঃ)। কোয়ার মাইল ৩ মিউনিসিপ্যালগী সীমানা ওয়রমমী। ১৮৭৪খৃঃ আইন পাশ তৌহুনা টেক্স লুপা ৮২৫, বার্ষ্য তৌখি। অহুবু মিউনিসিপ্যাল মন্ত্রংদা লৈবা অরাম্বি নিংথৌগী ভায়শেন ১মুং কর্মচারী ওয়বানা মিউনিসিপ্যালিটিগী খাজনা পিদবনা রামখি। লুপা ২৪ আদায় ওয় হায়। বেতন ১মুং অতৈ অতৈ মরমদা ৯৯২।০ খরচ ওয়। ১৮৮২ খৃঃ কৈলাসহর উপবিভাগ শেমলে ১মুং বাবু দুর্গাপ্রসাদ গুপ্তবু সুপা ওয়না শিন্নখে, খর লৈংগা উদয়পুরবু উপবিভাগ শেমখে। মতমসিদা কৈলাসহরদা লোকস খা ৫৬৭৪ লৈরম্মী। লমগী খাজনা লৌথৎপাগীদমক আগরতলা, বিশালগড়, ঈশানচন্দ্রনগর, বামুটিয়া, কৈলাসহর, ধর্মনগর, বক্সনগর, ১মুং উদয়পুর তহশীল কাছারী শেমখি। ১৮ ৪খৃ মহারাজ বীরচন্দ্র গভর্ণর জেনারেল নর্থব্রুক উনবা ঢাকাদা লেংবা মতমদা ঢাকাদা মৈতৈ নিংথৌ মহারাজ দেবেন্দ্রগী স্না কোয়ুদা ভায় শেন উনখি। মৈতৈ মহারাজকী মচা ইবেমা "রত্নমঞ্জরীবু" মিৎয়েং তাখিনদা আগরতলাদা (পুরাতন আগরতলা) পুরকখী ১মুং মৈতে মহারাসকী মকোক চিংহুনা "রাধামাধব তা মহারাস কৎখি হায়, মতমহুদা মোয়রাংখেম ওবা বাবুনীনা রাসধারী ওয়খি হায়। মতমসিদা ১৮৭২ খৃঃ ত্রিপুরাগী মীশিং লিশিং হুমকুতরা মতা লৈরমমী ১মুং স্কুল ২ (আগরতলা ১মুং কৈলাসহর) দা ছাত্র/ছাত্রী ১০০ লাইরিক তম্মি।

১৮৭৫ খৃঃ আগরতলাগী নূতন লাবেলী বঙ্গবিদ্যালয়দা ছাত্র ৭২ লাইরিক তম্বাশিংগী

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী (১৮৬১ খৃঃ—১৮৯৬ খৃ.)

(জন্ম নভেম্বর ১৮৬১ খৃ. মৃত্যু ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃঃ)

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য (১৮৯৬ খৃঃ—১৯০৯ খৃঃ)
(জন্ম—জুলাই ১৮৫৬ খৃঃ, মৃত্যু মার্চ ১৯০৯ খৃঃ)

মহুংদা নিংথৌগী ভায়শেন ৩৩, বাংগালী ২০, মণিপুরী ৮, হিন্দুস্থানী ৮, মুসলমান ৩, লাইরিক তম্মী। ১৮৭৩ খৃঃ অহানবা হাসপাতাল লিংথংখি, চহিসিদা অনাবা মী ৩,০৩৪ বু লায়না য়েংখি, ইংরেজী ডাকতার ষ্টরক্ সাহেব মেডিকেল অফিসার ওয়রমমি। ইংরাজ ডাকতার পুরকলবাম্ মৈতৈ মায়বাগী কৈজাদা ফমহুনা পুকশুহুনা লায়েংবা থোরম তোকতে। ওথা য়াম্বেম হুন্দু মায়বা, খুমনখেম তম্ মায়বাশিং নিংথৌকোহুং কাবা লেপ্পা লৈতে। মতমসিদা অনা নিপ্পান (পয়সা য়াংথৈ) পিরবদি চেং মন অমা ক ভি। বণবি অমা লুপা ৫, শমবোংকী বন অনি লুপা ১৫। মজুরী পয়সা তরুক অনা অনি লৈরমমী। Captain Badglay, Dy Supdt Topographical Survey Partyগী রিপোর্ট অমদা ১৮৫২ ৫৩ খৃঃ দা কৈলাসহরগী "দেউ" তুরেনদা জাল অমা পুহুনা ভা ফাবদা ঘন্টা অমদা ভা মন অনি অহুম কংভি হায় ১স্থং ভাগী ওজন সের মণ্ডা তরুক, য়াম্নাম্ চাওই হায়। মতমসিদা কৈশুমশং (জেইলখানা) স্ত লৈরে। রাজ্যগী পুলিশ ষ্টেশন ৫ লৈরে। ১) আগরতলা, ২) বিশালগড ৩) ঋষ্যমুখ ৪) মাধবনগর ৫) সরবঙ্গ নগরঙ্গ। (১৮৭৪-৭৫ খৃঃ) মতমহুদা জেইলগী কয়েদীশিং মতম মতমদা ছুটি লৌহনা ময়ুমদা চংলি। ময়ুমদা নোংমা নিনি লৈরগা অমুক লাকট।

নিংথৌগী সৈন্য বাহিনী (লানমি) ৩৫০ লৈরম্মী, বাংগালী ২৫ মুসলমান—৯৫, গুর্খা—৬৫ হিন্দুস্থানী—৮০, আসামীয়া (তেথাও) ১২, মনিপুরী—৩০, ত্রিপুরী—৪৩ (১৮৭৪ খৃঃ) ১৮৭৫ খৃঃ অক্টোবর ১দা আগরতলাদা অহানবা পোষ্ট অফিস লিংথংখি, মতমসিদগী হৌনা ত্রিপুরাগী বৈশাখী মেলা সজিবু মেলা হৌখি। মেলাদ কংদবা পোং য়াওদে। উগী কাংথোন কোনলিক, ফিরোন, অচৌবা লাইরাবা পুম্নমকগী চহিগী লৈকম্ ওয়খি।

ঈশানচন্দ্র মহারাজকী মচা ইবুঙো কুমার নবদ্বীপ যুবরাজ ১স্থং বড়ঠাকুরগী কম্ লৌহনা মোকদ্দমা তৌনাবাগা লোয়নানা আগরতলা থাদোকতুনা কুমিল্লাদা লৈখে। মহাককা লোয়নানা কৈশাম, ১স্থং সনসম কাংবু ভায়শেন পুম্নমক কুমিল্লাদা চংখরে। মতমহুদা সনসমগী হেমবর্ণ ১স্থং কৈশাম মদন বামুটিয়াদা লৈরম্মী। মখোয়স্থ কুমিল্লাদ চংখি।

মতমসিদা কসবা, মাইল ১৬, কুমিল্লা মাইল ৩০ তুরেন লমবেন হিনা চংলি, পুরাতন আগরতলাদা কোহুং কাবগী দমক মাইল ৫ বোম হৌজিককী প্যালেসকী নোংপোকতগী চুমনা পাওয়ার হাউস, জেইলখানা, দাপ্তা (চন্দ্রপুর) দা হাওডা তুরেন লানলাগা চুমনা থোং লমবেন ১স্থং হাওডা তুরেনদ হি" গী লম্বেননী।

মতমসিদা হাওলী (বনমালীপুর) ধলেশ্বর দা মৈতৈ লৈমা মহারাণী শিংগী ভায়সেন মনায় মশন অয়াম্বানা অচৌবা মৈতৈ খুনজাও ওয়রে। লৈমা অমামমগী লায়কম অমামম লৈতবা য়াদে হায়বাহুম বনমালীপুরদা (হাওলী) খুমন লৈমা থাংরো মহারাণী (মনমোহীনি) গী লাইকম, কৈশাম চন্দ্র মহারাণী জাতিশ্বরীগী লাইকম (ধলেশ্বর), তোনজম পাওনবম রাজেশ্বরীগী লাইকম (ধলেশ্বর), মোয়রাংখেম চন্দ্র মুক্তাবলী মহারাণীগী লাইকম (ধলেশ্বর), মহারাজ বীরচন্দ্রগী অয়েকপম থাইগী লাইকম

(খা শলেশ্বর), তৌরৌ মহারাণী তুলসীবতিগী মপামগী লাইকম পুম্নমককী পাগী লুপা ১০/২০ নিংথৌনা বরাদ্দ তৌবনা লাইসেবা চথৈ।

মচাইবুঙো রাধাকিশোরগী অকয়ায়কা ১স্থং নিংথৌ কম খুবমগী দমক তোনজম মহারাণী রাজেশ্বরীনা "পাখংবা" গী খুভম ভাকপাদা বনমালীপুর মৈতৈ খুনজাওগী নোংচুপ থংবা হাওড়া তুরেনগী আওয়াং তার্ব্বানদা টিনগী শং মচা অমদা প্রতিষ্ঠা তৌখি।

কাছাড়দগী লাইরিক পিবা ওয়া অমনা পুজা তৌবা হায়ে মথং খারোমা, চন্দ্রিকা মথংদা কাছাড়দগী তামসিংহ পেনা খোংথানা সেবা তৌই। ১৯১৬ খৃঃদা ঢাকা লৈমা মহারাণী রত্নমঞ্জরীনা চেককী মন্দিরগী যাত্রা হুনতুনা মন্দির শাবা হৌখি। কুমার নীলকৃষ্ণ মনায়নুপী ভাগ্নগাছ নিঙোন ১স্থ মচাগুপী পুংনা কুমিল্লাদা লৈখরে। কুমারদি কুমিল্লাদা নোংগাখি।

রাজকার্য্য, বিচারায়, ফৌজদারী পুম্নমকতা বাংলা লোন শিক্ষিয়বাসি নিংথৌনা য়াম্না পামখী, মসিগী মরমদা সারকুলার পিত্তনা কর্মচারী, প্রজাবুনিংশিংবি (১৮৮৪ খৃঃ)। মতমসিদা ভানুমতি মহারাণীগী মপুওয়া স্নাখ্যা কোকচাওয়া (নরধ্বজ ঠাকুর) বু খলেশ্বর তোনজম রসমোহন ঠাকুরগী নোংচুপতা "লাখেরাজ" কৌবা মীনাহ লম্ হুমফম্ কানি তরুক গণ্ডা তরা মাথোয় পিত্তনা বিশালগড দাগী পুরকলে। মহারাজ ঈশানচন্দ্রগী খুমন লৈমা মহারাণী চন্দ্রেশ্বরীগী মপুওয়া খুমনথেম কির্ত্তীধ্বজস্থ মবায় ইবুঙো কোকচাওয়াগী মতুং উন্নুনা বনমালীপুরগী তার্ব্বান মপানদা চোংথাম ভৈরবকোবরাগা থংনা হুমদাথরে। ঢাকা লৈমা (মহারাণী) রত্নমঞ্জরীগা লোয়নাহুনা মচিন মনাওশিং নিংথেমমচা অমুম্না (চিত্রগুপ্ত) নিংথেম মচা দমনজিৎ ১স্থং মচন নুপীস্থ পুরকতুনা খা খলেশ্বর তুরেন মপান নিংথৌ থাইগী হুমফম মনাক, কসবাদগী [কৈলাগড] হোঙকপা কৈশাম দারোগাগী হুমফম মনাকতা লৈহনখি। মতমসিদা রাজধানী মথকতা থেকনা কোয়না চেনবা কাটাখাল থৈদোকতুনা কোম্নুংগী আওয়াংদা পুখরে ১স্থং কাটাখালগী আওয়াংদা পুরাতন আগরতলাদগী "রাধামাধব" পুরকতুনা স্থাপন তৌখরে। পুরাতন আগরতলা কোম্নুং ১স্থং কোম্নুং মনাকতা লৈরম্বা মৈতৈ ১স্থং ব্রাহ্মণ সিংবুস্থ রাধানগরদা পুরকখি। পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র, মীনেশ্বর সার্ব্বভৌম, দর্পনারায়ণ [নারণময়ুম] ১স্থ খোঙাম লৈমা তুলসীবতিগী ' ভাযশেন তৌরৌদখী পুরকতুনা খুন্দাহনগী। 'রাধামাধব' কী মমিং লৌহনা "রাধানগর" মিংথোন ওয়রে। মতমগুদাগী মহারাস, বসন্তরাস, হৈগ্রু হিদোংবা, ঝুলনরাস রথ না চিংবাবু রাধানগরগী নোংচুপ আওয়াংদা খুন্দারিবা" বড়জলাগী" কাংবুনা সেবা তৌবা হৌখি। রাধানগরদগী "রাধামাধব" পুরকতুনা হাওড়া তুরেন (হৌজিককী গোলবাজার) দা হৈগ্রু হিদো বা উৎসবতা নোংপোকতা বনমালীপুর, খলেশ্বর, চন্দ্রপুর (দাপ্তা) কাওবা, নোংচুপতা হৌজিককী নেহেরু ব্রীজ কাওবা হাওড়া তুরেন দা হিদোং হন্নী, নেহেরু ব্রীজ মনাকতা পোলিটিকেল এজেন্টকী য়ুম লৈরম্বী। হৌজিকস্থ টিনগী য়ুমহ লৈরি। হাওড়া তুরেন হিদেন হিদেনদা হৈরাং লৈরাং কৎপাহ্ অহন

লমনসিং ওয়ারী ওয়না হৌজিকসু লিনারী। মতমসিদা যুবরাজকী রাণী থোঙাম তুলসীবতী না লুচিংহনা নুপীগী স্কুল হৌগৎখি। মতমহুদা প্যালেসদিথীগী নোংপোকতা ইগী শং অমদা নুপী শিংবু লাইরিক তম্বীরম্মি। স্কুলশি মহারাণী তুলসীবতী স্কুল (নুপীগী) হায়না হৌজিকসু লৈরি।

কর্ণেল মহিম ঠাকুরদি বীরচন্দ্রবু বাংলাগী "বিক্রমাদিত্য" নি হায়। বৈষ্ণব সাহিত্য কাব্যরসিক, সঙ্গীতজ্ঞ, ললিতকলা বিশারদনি, মহারাজকী মতমদা (১৮৭৬ খৃ.) "রাজকুমার সভা" শেমহনা কবি সাহিত্যগী মরমদা সভা ফমমী, মতমহুদা ভারতকী জ্ঞানী গুনীশিংগী তিয়ফম ওয়খি রাজদরবারদা। পুং, ঈশৈ জগোয়, রুদ্রবীন, পাখোয়াজ, না চিংবা মরম পুম্নমকতা। স গীত, সাহিত্য কবিগী স্বর্গরাজ্য গুম্না শেমগৎলম্বা রাজধানী, হালী উৎসব, ঝুলন উৎসব না মুখরিত তৌনা থম্বা আগরতলানি।

১৮৭৬ খৃ:/১২৮৬ ত্রিং ২৭ আষাড় আহানবাগী ওয়না উকিলশিংগী পরীক্ষা লৌবা হৌখি। চহিসিদা ত্রিপুরাদ অহানবা ওয়না মী লাংপাবু ফাঁসি পিখি।

মহারাজকী মচাইবুঙো ১ ১সং ৩ শুবাবু পিদা-হনা ৪ শুবা মচা ইবুঙো ভানুমতি মহারাণীগী মচা ইবুঙো অহন কুমার সমরেন্দ্রবু "বড়ঠাকুর" উপাধি পিখে (১৮০৮ খৃ:)। মরমসিগী অমুক ইনৌ নৌনা মচিন মনাও মশেন হুন্তায়নদবা হৌরে ১সং মোকদমা হৌরে। ১১৮৮ ত্রিং আষাঢ় ১৭ (১৮৭৮ খৃ:) তমখিরবা চৎনরিবা আইন (মি-য়োনবা) দাস প্রথা, দাস দাসী য়োনথোক য়ানশিন থিংবা আইন পাশ তৌখি। মতমসিদা চহি ৫০ শুরবা মহারাজ ভানুমতি মহারাণীগী কনিষ্ঠা ভগিনী ধর্মেশ্বরীগী মচানুপী খুমনথেম চম্পু মনমোহিনীবু মহারাণী ওয়না কোয়ংদা পুশিনলে।

১ ৯২ ত্রিং/১৮৮২ খৃ. মহারাজ বীরচন্দ্রগী মহারাণী ভানুমতি নোংগাখি। পুরাতন আগরতলাদা মহারাণীগী আলোয়বা কর্ম তৌখি। ভুংশরবা মহারাণী নাংগখিবদা থমোয় য়াম্না শাকাখি। মচা ইবুঙো যুবরাজ-তা রাজকার্য্য শিন্নরম্মগা মহারাণীগী কর্মমতোম লোমনাবাগী দমক নবদ্বীপ, বৃন্দাবনদা তীর্থ এমন তৌখি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথনা মতম-সিদা অঙাং ওয়না "ভগ্নহৃদয়" কবিতা কাংহনা মহারাজতা কংখি। মতমহুদাগী কবিগা ত্রিপুরা নিংথোগা মরি লৈনাখ। মতমসিদা চিটাগো, আখাউড়া শিলচর রেললাইনগী থবক তৌগৎখি।

চহিসিদা খুমন লৈমা মনমোহিনী মপাবুং নোংগাখবা খুমনথেম কীর্ত্তিধ্বজগী স্মৃতীদা ১ঠ স্থাপন তৌরম্বা হৌজিক আগরতলাদ নোং পোকতাগী সহর চংঙকপাদা "মঠচৌমুহনী"গী চায়রিবা মঠকী ফলকতা সংস্কৃতনা শিলা-লিপীদা ইরি—

শ্রী মনোমোহিনী দেবী মাধবে ত্রিপুরেশ্বরী চক্রে যখন ভেগ্নীন্দ্রামঠ পিতৃবনে পিতুঃ অসৌ কীর্ত্তিধ্বজো নাম প্রণতঃ ক্ষত্রিয় ক্ষমী শশিখাগ্নি ধারাযাচদিগদিনে দিবম ব্রজৎ।

হায়বদি-ত্রিপুরেশ্বরী শ্রীমনমোহিনী দেবী (১৩০২ত্রিং) সাজিবুদা ইপাইবু ভাগী মোংকমদা মঠ শারি। মহাককী মপাবুং জিতেন্দ্রীয়, ক্ষমারান

ক্ষত্রিয় কুলোৎপন্ন কীর্ত্তিধ্বজ ১৩০১ (ত্রিপুরা সন) আষাঢ় ১০দা স্বর্গারোহন ওয়খি।

পেলেসকী মমাং নোংচুপকী অচৌবা দীঘি "কৃষ্ণসাগর" কৃষ্ণকিশোরগী মমিংদা মহারাজ বীরচন্দ্রনা শেমগৎলম্মী। ১৮৭৬খৃঃ "চীফ জাষ্টিজ" কম হাংদোকতুনা যুবরাজ রাধাকিশোরদা শিন্নখি।

সদস্য ৪ লৌনা শেমথী (১৮৮৮খৃঃ) অনৌবা মন্ত্রী পরিষদ। স্নাথ্যা কোকচাওম্না (নরধ্বজ ঠাকুর) সদস্য অমনি। ত্রিপুরাগী রাজকার্য্য শাসন পরিষদতা মৈতৈদা স্নাথ্যানা ইহান চানবনি। মচন মহারাণী নোংগাবা মতুং পুরাতন আগরতলাগী নোংপোক হাওড়া তোরেন ওয়াংমাদা স্নাথ্যা ধ.লেশ্বরদগী হোংদুনা "স্নাগীথুন" বৃদ্ধনগর শেমদুনা খুন্দারে। স্নাথ্যাগী "গোপালস্ত্রী" (মহারাণী ভানুমতীগী) সেবা তৌনাবা বিশালগড়দগী সার্ব্বভৌম মীনেশ্বর ভট্টাচার্য্যবু পুরকখি।

মতমসিদা থোঙাম লৈমা তুলসীবতীগী মচে অনিবু নয়ানীমুডাদগী কোম্নুংগী আওয়াং রাধানগরগী নোংপোকতা খুন্দাহনখীবা অভয়নগর খুননি। ওয়ারেকপম রাঘব, চিঙাবম তমন না লুচিংদনা খুন্দাখি। মতমসিদা রাজকুমার বুদ্ধমন্তদ (অঙৌম্না) মহারাজকী মনাওম্নুপী খুমন চন্ন লৈমা শবীবু থাজখি ১ম্নং খুন্দাহনখি।

১৮৯৮খৃঃ কবি সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রজাপালক মহারাজ কলিকাতাদা নোংগাখি। মহারাজ বীরচন্দ্র ইংরাজী, উর্দ্দু, বাংলা, সংস্কৃত মনিপুরী মমালোন হৌনা খংবা, হৈবা অমনি।

যুবরাজ রাধাকিশোর চহি ৪০ শুবাদা ত্রিপুরাগী ১৮২ শুবা নিংথৌ (১৮৯৭খৃঃ) ওয়রে।

মহারাজ রাধাকিশোর ১ম্নং বড়ঠাকুর সমরেন্দ্র সিংহাসন (গদী) লৌনা অমুক মোকদমা হৌরে। অসিনা মরম ওয়হনা স্নাথ্যা কোকচাও স্নাগী মথকতাম্ন মহারাজকী অথাবা মিংয়ে লাকপানা স্নাথ্যাগী মথকতা মৈতৈ সংস্কৃতি থৌরম শিন্নরম্বা পুন্নমক লৌথোকতুনা মহারাজকী মমাইবেমা মহারাণী রাজেশ্বরীগী মবুং মপুওয়া রসমোহন ঠাকুর ১ম্নং যুগল সিংহ ঠাকুরদা শিন্নখে। থর লৈরগা স্নাথ্যা কোকচাওম্না রাজ্য থাদোকতুনা থংনবা বৃটিশকী শিবনগরদা লৈখি। ১৯০৪খৃঃ চহি ৬০দা নোংগাখি।

মহারাজ রাধাকিশোর নিংথৌ ওয়বাগা লোয়নানা আওয়া ত্রিপুরাদা ইকংনা ফৌথোক ওয়াংপনা রাজাদা অ ওয়াবা থেংনাবা লোয়নানা অঙকপা চন্নবা "যুহার" হাবা জুন ১২, ১৮৯৭খৃঃ থেংনখি। মতমদুদা প্যালেসকী থায়বোক নিংথায়খি হায়। মরমসিনা ১৮৯৯খৃঃ (১৩০৯ ত্রিং বৈশাখ ১০) হৌজিককী উজ্জয়ন্ত রাজ প্রাসাদকী ভিত্তি স্থাপন তৌনা হৌগৎখি। মহারাজ রাধাকিশোরনা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকী মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হাসপাতাল, কলেজ, মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, বাংগালী বোর্ডিং, ঠাকুর বোর্ডিং, মণিপুরী বোর্ডিং মেডিকেল স্কুল শেমগৎলম্মী।

১৮৯৯খৃঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অহানবগী ওয়না ত্রিপুরাদা লাকখি। মতমদু বসন্ত উৎসব শ্রীপঞ্চমীগী মতমনি। কবিগুরু কুঞ্জবনদা বসন্ত উৎসবনা অভ্যর্থনা তৌখি।

১৯০০খৃঃ মচা ইবুঙো যুবরাজ বীরেন্দ্র

কিশোরবু নো চুপ লম এলাহাবাদ কী নেপালী জ বাহাদুরগী মচানুপী অমগা পুন্সী লৈ পরেংনা পুলহনবা হৌবনা ত্রিপুরাগা নোংচুপ লমগা মরি লৈনবা হৌখে। ত্রিপুরা কোন্নংদা মৈতৈগী তাংকক অমা ওয়খিয়ে।

মতমসিদা আগরতলাগী নোংপোক হাওড়া তুরেনগী আওয়াং মপান ১মুং দাপ্তা তুরেনগী নোংপোকতা রেশম শিরগী দমক "রেশম বাগান" হৌগৎপা ছুগী স্মৃতি পুহনা হৌজিকসু "রেশমবাগান" হায়না লৈরি। মোগেশ চৌধুরীবু জাপানদা ট্রেনিংগী থাকুই। ১৯০৫ খৃ. রেশমলং, দেশী ১মুং বিলাতী মওোংদা ক্লাই সাটাল ইয়ংদা ফি শানাবা তম্বাগী স্কুল লিংখৎখি।

রাধাকিশোর মহারাজ জ্ঞানগী সাগরনি হায়বা য়ায়। ভারতকী মমিং চৎলবা জ্ঞানী গুণীগী মতেংদা করিদৌ হৈদাগু মতুং হনখিদে। ভারতকী চাওরাবা বৈজ্ঞানিক জগদীশ বোস মহারাজকী মতেং য়াওরবদি বৈজ্ঞানিকসীগি প্রতিভা কোংদোকপা ওমমগজা চিংনানিভায়নি।

মতমহুলা হৌজিককী মহারাজগঞ্জ বাজারদা হাওড়া তুরেন চেল্লি। তুরেন মপানদা লৈরম্মী ইগী শং অমদা উডবার্ণ আর্টিজন স্কুল। ১৯০৪ খৃঃ গভর্ণর উডবার্ণ ত্রিপুরাদ লাকপা মতমদা হৌদোকলম্মী উগী মিস্ত্রী, য়োংকী মিস্ত্রীগী স্কুল। মহাককী মমিংদা থোনখিবা

মহারাণী মনমোহিনী (থুমন থরোলৈমা)

উডবার্ণ আর্টিজিন স্কুল। আওয়াং থংবদা লৈরম্মী কোর্ট, কাছাড়ী, আদালত। হৌজিকী মিউনিসিপ্যাল অফিসকী মমাংদা ফমমী থৈদেল। কাঁসারী পট্টিতা চাঁদিয়ানা থৈদল হিনজাং নাপী য়োনফম্। তা, অতঙ, তা অকংবা হৌজিককী থোবপট্টিদা (তু বন মপ ন) পরেং শানা ফমহনা য়েংলমি। কৌ, চেং হৌজিককী সেন্ট্রাল রোড মথকতা য়াল্লমি। য়ুমশাকৈশা লৈরম্মী ত্রিপুরাগী অফিস কাছাড়ী গী ছুটি। নাংমায়জিং লৈরম্মী ছুটি ইংরাজকী অফিস। নোংমায়জিং য়ুমশাকৈশা লৈরম্মী হৈদেনগী ছুমিং। নিংথিজনা শেমশারব

খগোননা চিংবা টমুটম্, গাড়ীদ বানারসকী মনম ভাশিরবা খাদিকা হিদাককী খুদোন কানহনা রাজধানীদা রাজদর্শন পিবা ওয়না লৈংথোকপা অহানবগী ওয়না চৌদোকপিখি মহারাজ রাধাকিশোরনা। আতর ১মুং হংশিরবা হিদাককী মনমনা নিংথৌ লৈংথোকলে খংনবী প্রজাশিং। লমবেনগী নাকন অনিদা থোকলকপ প্রজা মরাম রাজদর্শনগী দমক। ১৯০৩খৃঃ অহানবগী ওয়না ত্রিপুরা টৈ গেজেট ফোংবা হৌখি। ১৯০২খৃঃ ভারত সম্রাট এডওয়ার্ড VII কী দরবারগী দমক হিন্দীদা মহারাজ রাধাকিশোরনা লৈংবদা ভায়শেন থোকলাবা মহারাজ চূড়াচাঁদকী খোংথন লিবিখি। মত্ত মপু উনাহনা ত্রিপুরাদা লৈ ভক্তনাবা থাঙোন কৎখি। মতমসিদা ঠাকুর বোর্ডিং, বাঙ্গালী বোর্ডি, মণিপুরী বোর্ডিং মথং মথং ওয়না লিংশহনা অপাপাগী মৈতৈ অতাংশিংবু লৈহনখি বোর্ডিদা। ধলেশ্বরগী নোংপোক আশ্রম হায়নাবসিদা লৈরমমী ত্রিপুরাগী অহানবা মৈতৈগী ছাত্র বোর্ডিং। মকমসি গোপালস্নাগী শংগাহনি। গোপালস্ন, লালাস্না, চিনিস্নাগী মপাবুং চামাইদগী মচেম রানী তরিৎমঞ্জরীগা লোয়নানা লাকপাদা মহারাজ বীরচন্দ্র না লৈহনখিবনী। কুমিল্লাদা মৈতৈ পুলিশ ইন্সপেক্টর ওয়রম্বা কৈশাম মঙ্গলনা বোর্ডিং স্নপাঃ ওয়রমমি। মতম থর লৈরগা উমাকান্ত একাডেমীগী নোংচুপতা বোর্ডিং হোংদোকখি। কৈলাসহর, কমলপুর বায়চিয়াদগী মৈতৈ ছাত্রশিংস্ন লৈরমমী, বোর্ডিংদা। মথংদা খোয়াই ১মুং কৈলাসহরদা লিংথংখি মৈতৈ বোর্ডিং।

মহারাজ রাধাকিশোরগী এডিকং ওয়না লৈরমমী ঠাকুর মহিমচন্দ্র (১৯০৪)। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী থৌগন তৌহনা মনিপুর রৌকই (১৯১২) ঠাকুর মহিমচন্দ্র।

নিংথৌগী পৃষ্ঠপোষকনা মৈতৈগী ইশৈ, অগোয় মপুং কারবা মতমনি। খুন খুনগী লাইকমগী মাওপনা কেন্দ্র ওয়না নৃপী করতাল কীর্তন, রাস, নিংথৌগী কুরূপ, মহারাণীগী কুরূপ পায়নাহনা সংস্কৃতিগী থৌরমদা পোথাহনবা লেপহনবা লৈতবা মতমনি। লৌকম, খুমকমদা নৌনা খুন্দারবস্ন মৈতৈগী সংস্কৃতি থৌরমদা পু তম্বা, ইশৈ তম্বাশিনা হৌজিককী ভায়ার সেকেণ্ডারি পাশ তৌবা, ডিগ্রী লৌবাশি গুম্বা ওয়না তৌরমমী। মনিপুরদা পুং তম্বা ইশৈ তম্বা চৎখি ভায়বশি অয়াম্বনি, অহনশিংনা লুচিংহনা খুন্দারবস্ন অয়াম্বা মখোয়দি মৈতৈ মচাগী লৌদাং মুক্তা, থাং, তাগী মরমদা মমায়বা থেংনাবাদা মপুংজেং পুবা তম্বাগী মথকতা সংস্কৃতিগী পুং, ইশৈ, কীর্তনগী মরমদা ওবাগী থাকতা লৈবানা অয়াম্বনি। মরমসিনা নৌনা খুন্দারবস্ন মশা মশাদা সংস্কৃতী লোয়নাবনা সংস্কৃতি থৌরমদা ওয়াৎপা ওয়দে। নিংথৌগী ভায়শেন ওয়হনা কোম্বংগা মরি লৈনাবনা মখোয়গী সংস্কৃতিগী প্রভাব কোম্বংদা য়ামনা নিংথিনা তাপি।

মনিপুরদা (১৮৯১ খৃঃ) ইংরাজগা লান থেংনাবা মতমদা পুং ইশৈ তম্বা চৎখিবা ত্রিপুরাগী অহন ওবাশিংদাগী লানগী ওয়ারী হৌজিকস্ন তখেনগী খুম্নকতা শোম্নরি। কসবা খজনগরগী পুংয়েবা ওবা লোয়তাম লৈকোল লানগী ওয়ারী লিবিবা অমনি।

বাংগালী হিন্দুগী "বার মাস তের পার্ব্বন" হায়বাগুম, মনিপুর শ্রীগোবিন্দগী সেগাদা ঋতু ঋতুগী কীর্ত্তন, রাস চিংবানা থৌগন তৌবাগুম ত্রিপুরাগী কোম্বুংদাম্ব থৌরমসি লেপ্পা লৈতনবাগী দমক মৈতৈ লুচিংবাশি দা শিরবদা স্নাখ্যা কোকচাওদ অহানবা ওয়না শিন্নখি।

মৈতৈ মহারাণী ওয়না নিংথৌগী ভায়শেন ওয়রে হায়রবগু পুং, ইশৈ, জগোয় হৈরে, খংলে হায়রাবগু মৈতৈগী নট কীর্ত্তন পালা ওয়াদা করিদৌঙদগু হাওনিংথৌ মচা, মগুশিং পুশিনবা তৌদে। নিংথৌ, নিংথৌমচাবু সম্মান মতিক চানা পিরবগু সামাজিক থৌরমদা মথোয়দি মৈতৈ গুয়া বৈষ্ণব ধর্ম

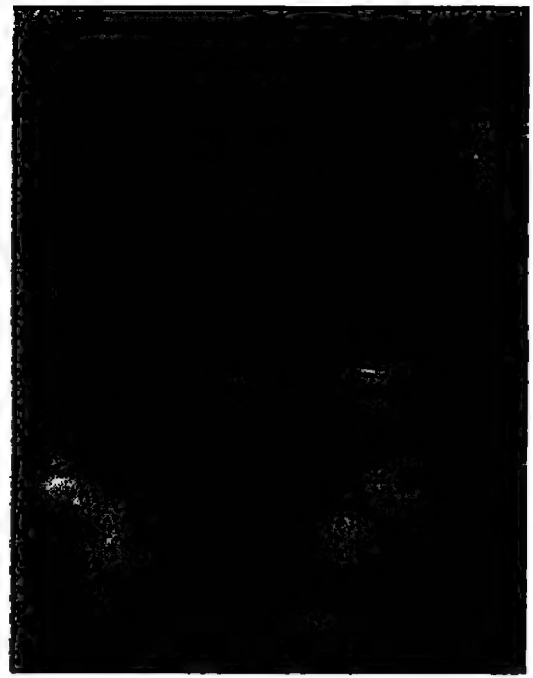

মহারাণী রত্নমঞ্জুরী (নিংথেমচগু চাকা লৈমা)

চৎপা নত্তবনিনা তোঙানন থমমি। মৈতৈ শোন, মৈতৈগী শাজং চংলাবা শাও, তেথাও, কুকীশিংবু শেংদোকতুনা মৈতৈ কুরূপতা সমাজতা লৌথৎতবা নত্তে। অতম্না লৌথৎখিবাগী মচা, মগুশিং মশিং য়ামদে হায়বা য়াদে। অদু ওয়রে হায়না তৌনিংবতা তাগে লৌথংনিংবা লৌথৎকে হায়বদি য়াদে হায়রাগী খুদম আগরতলা মৈতৈ মরকতা স্নাখ্যা কোকচাও স্নাগী 'শ্যামগী দল' গী ওয়াথোক হৌজিকগু ওয়ারী ওয়না লিনা য়। 'চিংমী' শ্যাম' কৌবাবু স্নাখ্যা কোকচাও স্নানা অতম্বানি হায়না কনাবুগু তানদনা লৌথৎপাদগী ওয়াথোক থোকপানী হায়। লৈপাক্ষ ওয়াথোক ওয়না খুন খুন লৈকায় লৈকায়দা কুরূপ, কুরূপ দলাদলী কয়ামুক শাখীখি হাববাদ থংনবা য়ুমদগী মৈ লৌনদে হায়। অতম্না স্নাখ্যা কোকচাওস্না মচন ইবেমা মহারাণী ভারমতিগী তাম্বুক আগরতলা, সাতভুবিয়া, বিশালগড়, শিবনগরদা লৈরিবা মৈতৈ প্রজা শিংবু স্নাখ্যাগী মৈতৈ মুডাদার (তহশিলদার) শিংনা নি থৌ অতম্বাগী প্রভাব বিস্তার তৌচনা স্নাখ্যাগী দলদা য়াওনাবা হাংনাবাদা স্নাখ্যাবু য়ানিং দাবা কাংবুনা রটিশকী লমদা চন্দুনা খাংবাগী ওয়ারী হৌজিকগু অহন লমন্না শোয়খি। শামুটম্না সাতভুবিয়াগী তহশিলদার ওয়রম্বা ক্ষেত্রিমহুম হোবেশ্বর, বাবুচাঁদ, বলভদ্র,

কলগা ধবজনগর (বিশালগড়)গী ভাঙোম থামা মথোরগী মমিং পনবাগায় ।

শাস্ত্রগী বিধি লৌনা শ্রাদ্ধ শোনবদা চেং ১মুং চাকলী মরমদা ব্রাহ্মণ শিংগী ব্যবস্থা লৌনা দলাজলী, মকম কুইনা লৈরমমী। হৌজিকসু চেংনা ১মুং চাকনা শ্রাদ্ধ শোনবা য়াওনরি। রাধাকিশোর মহারাজকী মতমদা ১৯০১ খৃঃ/১৩১০ ত্রিং ভারতকী মকম মকমদা সেলাস তৌবাদা ত্রিপুরাদসু সেলাস হৌখি। আগরতলাদা মি ৬৪১৫ লৈরে হায় ।

১৯০৮ খৃঃ আগষ্ট ১৯ যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী অনিগুবা মচা ইবুঙো বীর বিক্রম পোকলে। মনিপুর মহারাজ স্যার চূড়াচাঁদ লেংবিরকখি আগরতলাদা মনায় মশন মরাম পুহনা ভায়শেন উনাবা (১৯০৯ খৃঃ) ।

মনিপুর মহারাজকী সম্মানদা আগরতলাদা অচৌবা দরবার কমখি। দরবারদা মকম মকমদগী জমিদার, তালুকদার মরাম য়াওরখি। আগরতলাদা হৌজিককী রূপছায়া, চিত্রকথা সিনেমা হোল, হকার্স কর্ণারনা চিংবাসী "খোসবাগান" হায়বা চাওরাবা লম্পাক ওয়না মেলা তিনকম, শাকম ওয়না লৈরমমী। লম্পাকসিদা মনিপুরগী শগোন কাংজৈ, কাংজৈ, থাং তা মুক্তাগী নিংথিজরবা থৌরম উবা কংখী ত্রিপুরাগী মীয়াম মনিপুর নিংথৌগী থৌজাননা। ইনিংথৌ চূড়াচাঁদ মহারাজ মবুথৌ পাখংবগী খোংগুন লিহনা "পাখংবা" দা খুদোন কাহনা পূজা কংখি। নিংথেম পালা ওবা মরামগী নিংথিজরবা মৈতৈ সংকীর্তন শ্রবন দর্শন কংখি, তখেনগী মৈতৈ, প্রজা। ইনিংথৌ মহারাজ চূড়াচাঁদ মচা মন্ত ভায়শেন খোংগুন লিবা ওয়না থলেশ্বর, বনমালীপুর মৈতৈ লৈকায়দা লেংশিনবিরমমী। মৈতৈ বোর্ডিংগী দমক মহার জনা মতেং পিবিরমমী লুপা ৫০০ ।

মনিপুর মহারাজকা লোয়নারকপা "বিষ্ণু" গী মন্দির পেলেসকী আওয়াং থংবদা শাবাহুবু অহিং অথেংবদা মৈনা চাকখি হায়। মীয়ামগী মতেংনা মুথংলে। খুতকতা অহিং নোংশোয়বা মন্দির শাহনখি। নোঙাল্লগা "বিষ্ণু" মন্দির মমাঙৈদৌনা লৈরমলে। থন্টা

(নরধ্বজ ঠাকুর (কোকচাওম্না)

৫/৬ মমাংদা মৈনা চাকখিবাগী খুদম করিম্ন ফংজনদ্রে। ত্রিপুরা মহারাজকী—ইনজিনিয়ারবু থক্ত, থক্ত হায়নাখি ।

"মোইরা তোনজাও কারুবা" মৈতৈ শগোন লাবা (টাটু) লুচিংবা ওয়না শগোন কয়াম্ন খুদোন তৌরম্মী ত্রিপুরা নিংথৌদা। মহারাজ রাধাকিশোরম্ন ত্রিপুরাগী "শামু" খুদোন তৌখি মনিপুর মহারাজদা। মনিপুরদা "তখেনদা" হায়না খংনখি। মহারাজবু থৌগন তৌন লোয়নারকপা মৈতৈ থরদি তখেনদা লৈহৌরে। মৈতৈনা মৈতৈবু শক খংবা হায়-

বহু ওয়বানরা মনিপুরগী শগোন কনাম্ব শিজিন্নবা ওমদরে। থোয়দোকনা 'মোয়রাং তোনজাও কারুবা' দি অভৌন্না (রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত) নত্তনা অতৈ কনানাম্ব লাকশনবা ওমখিদে হায়।

মনিপুর নিংথৌ লেংখিবগা মহারাজ রাধাকিশোর তীর্থ যাত্রাদা বানারস য়ৌখরে। লাইগি নোংদম হাওয়া গাড়ী এক্সিডেন্টনা মার্চ ১২, ১৯০৯ খৃঃ বেনারসতা কৃষ্ণখুয়া ফংখি।

চহি ২৫ শুবা যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর মার্চ ১৩, ১৯০৯ খৃঃ রাজগদ্দি ফমদুনা রাজ্য শাসন পাম্বখি। ১৯০৯ নভেম্বর ২৫, রাজ অভিষেক তৌদুনা ত্রিপুরাগী ১৮৩ শুবা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ১৯০৯ খৃঃ দগী ১৯২৩ খৃঃ রাজ সিংহাসনদা চৈতং বিরহী। মনিপুর মহারাজ চূড়াচাঁদ রাজ অভিষেকতা ত্রিপুরাদ অমুক লেঙকখি।

মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মপানুং মবুংথৌ নিংথৌশিংহম মরম পুম্নমকতা মহন লৈবা নিংথৌনি। মহাককী শিল্পীগী খুদমদি ওসি ফাওবা প্যালেসকী নোংপোক থংবা "লাল মহল" কুঞ্জবনগী প্যালেস লৈরী। লালমহলগী শিল্প নৈপুণ্য, কুঞ্জবন প্যালেস মপানদগী উবদা থাক অনি শুবা প্যালেস হায়গনি, ভংসংবদি নত্তে।

লর্ড কারমাইকেল ১৯০৮ রোনালসে ত্রিপুরা পরিদর্শণ তৌবা মহারাজকী মতমসিদনী। মতমতদা আগরতলা উদয়পুরগী মরকতা হাওডা তুরেন মথকতা চাওরাবা য়োংকী "থোং" কারমাইকেলগী মমিংদা হাংদোকখি। শা, উচেক, শজী, শঙায়, ক ওক শওোম ময়াম য়োকতুনা চড়িয়াখানা (zoo) শেমথী থোসবাগান মনাকতা। হায়রিবা "থোসবাগান" লম্পাক ত্রিপুরা নিংথৌদগী (ক্রম) লৈরাগা জামাই (অভাংইবুঙো) নিংথৌদা আটনপোং ওয়না দান তৌখি, নেপালগী জ বাহাদুর, ত্রিপুরা মহারাণী প্রভাবতী দেবীগী মপাবুংনা। মখোয়গী হৌনাবিনী হায়।

১৯১০ খৃঃ সনসম্ কামিনী কুমার সিংহ পুলিশ সুপাঃ ওয়না রাজকার্যদা সরুক য়ারে।

মহারাণী তুলসীবতী 'থোঙামসিমা তুলসীবতী)

ত্রিপুরা (তখন) গী রাজকার্যাদা নোংগাখ্রবা স্নাথনা কোকচাও স্নাগী (মন্ত্রী) মথং সনসম্ কামিনী কুমার না অনিশুবা ফম্নায়না ওয়খি।

আওয়া লানগায়বাদা মনিপুরদগী থোকলংপা মৈতৈ ময়ামছগী খর অমা আগরতলাগী আওয়াং সোনাই তুরেন মপান্দা খুন্দাখিবা হৌবদা "লিমাবমনা" হৌদোকখিবা খুন লৈকায়নু বামুটিয়াগী "লিকমান খুমন" হায়না খংনরি। মনাকতা ধর্মগড়, বাজালঘাট, সাতভুবিয়া দা মৈতৈশিং খুন্দাখি। ময়ামসিবু

লৌহনা "বামুটিয়া পরগণা মিংথোনদা হৌজিকন্থ লৈরি। মহারাজ রামগংগা না বামুটীয়া পরগণাসিবু "বৃন্দাবনদা" "রাসবিহারী" গী মখিংদা সেবাগী দমক দেবোত্তর তৌগনবী। লিমাবম চরণসিংহবু নিংথৌনা তহচিলদার থাপমমি হায়। বামুটীয়াগী লৈকায় অমাদা সনসম্ মুকুন্দস্ থুন্দাবদা য়াওখী। মচা ইবুঙো হেমবর্ণ লানজেনবা মতম লমথাং তোংজৈ মরিন্দা পোকপনি হায়। থুমনথেম চন্দ্র চন্দ্রেশ্বরী মহারাজ ঈশানচন্দ্রগী পাটেশ্বরীগী মরিদগী সনসম্ নিংথৌগী ভারশেন ওয়খি। মহারাজ ঈশানচন্দ্রগী মচা ইবুঙো কুমার নবদ্বীপচন্দ্রদা (কৈশাম লৈমা জাতিশ্বরীনা পোকপা) সনসম্ চন্দ্র নিরুপমাবু থাজখি। ঈশানচন্দ্র মহারাজ নোংগাথিবা মতুং বীরচন্দ্রনা নিংথৌকম লৌখিবদা মনাও ইবুঙো নবদ্বীপ চন্দ্রগা হুতায় নদহনা ত্রিপুরা। আগরতলা। থাদোকতুনা কুমিল্লাদা লৈখি। বামুটীয়াগী সনসম্ হেমবর্ণ মণ্ডনিপাবু মতোমদা থাদোক নংদাহনা মচা মণ্ডশিং পুহনা মহারাজকুমারগ লোয়নাহনা কুমিল্লাদ লৈখি। সনসম্ নবকুমারগী ইবেমা অরামবম্ চন্দ্র চন্দ্র কলানা 'সনসম কামিনী কুমার ১৮৮৩ খৃঃ ওয়াকচিংদা পোকলে। রাধাকিশোর মহারাজনা নবদ্বীপ বাহাদুরবু অমুক আগরতলাদ পুংকপা মতমদা সনসম্. কৈশামগী ইমুংস্ থাও কলে। মখোয়বু হৌজিককী জেইল-খানাসিগী মফমদা লৈহনগা মতুং থলেম্বর বামনলৈমাগী মুমকমদা লৈহনখি। সনসম্ কামিনীকুমার ১৯০৯ খৃঃ মন্ত্রী ওয়খি ১মুং বীরবিক্রম মহারাজকী মতম কাওবা মন্ত্রী ওয়রয়মী। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরনা "রাধামাধব" কী মণ্ডপতা অধিবাস হৌহনা কৎপা "মহাধুমেন" ওয়া ওসি কাওবা অতৈ দর্শন, ভাবা কংজি হায়। তৌবাবুদি মসিগিন্থ মমাংদা বামুটীয়াদা আওয়া আকিয়াবদগী ইংরাজগী পেন্সন কংনালাকপা অহন অমনা "ধুমেন" কৎখি হায়, মথং মহারাজ রাধা-কিশোর না রাধানগরদা ধুমেন কৎখি। রাধাকিশোর মহারাজনা নিংথৌখুবম (১৮৯৬খৃঃ) কংলগা "ইবুধৌ" পাখংবা হারাওখিন্থ হায়। বীরেন্দ্র কিশোর মহারাজগী ধুমেনদা ১৯১৬খৃঃ মনিপুরগী ওয়াশিং স্নাখা থাংকোকপা, ওয়া শম্বান তুরানবা, স্নাখা নিতাইপাদ, চাওবাচন মৈচাম্বা ত্রিপুরাগী ওয়া হাও। ওয়া যোগেন্দ্র, মযেংবম পাতন সারাংবম্তেন, অহৈবম কোব্রা ওয়া শিবজয়, ভাংবম ইবেতম্বীনা চিংবানা "মহাধুমেন" মপুং কাহনখি হায়। মাইল ১০/১৫ রোম থাপ্পাদগী নোংমা মমাংদা ভাবোক বৈষ্ণব ময়াম আগরতলাদা লাকপনা মৈ চাকখিবা মতুং নৌনা শাবা "রাধামাধব" কী অচৌবা মণ্ডপতা মফম চনখিদে। পাকখন খনখি হায়। কাটা থালগী তোর্বানদা বৈষ্ণব মহামগী প্রসাদি থৌরাংবদা ব্রাহ্মণ ৫০ রোমনা অহিং মুংখিল থায়দনা হোৎনাখি হায়। আগরতলাগী মি লিংশিং ৬ রোম লৈজবগি মথকতা মৈতৈ লিশিং ৪ রাম তিন-খিবা অঙকপা ঐতিহাসিকনী। মহারাজ রাধাকিশোরগী মতমদা মৈতৈ মহারাজকী মতৌ ত্রিপুরাদা "নিংথেম পালা" লিংথৎতুনা পুংয়েবা, ঈশৈ শকপা, দোহার, খোম্বাং বাবু থাগী লুপা ১০ ৫, তৌনা পিহনা 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ১মুং নিংথৌগী কর্ম ক্রীয়াগী কীর্তনগী

দমক শিল্পখি। যুবরাজ বীরেন্দ্র কিশোর মৈতৈগী পুং মতিকচানা হৈবনা মপাবুং মহারাজ রাধাকিশোরনা নিংথেম পালা লিংথং পাদা মচা ইবুঙো যুবরাজস্থ "যুবরাজ পালা" লিংথংত্তুনা পুং থোনখে থৌরাংলি। রস তত্ত্ব থংলকা মহারাজনা মচা ইবুঙোদা হায়— মৈতৈগী কীর্তন-ভাব কীর্তন রস পদগী কীর্তনদা ঐখোয় শাক্তনা পুং, ঈশৈ শকপা য়েবা ১স্থং কায়রাগা অপরাধীগী মশকনী হায়না খিংলি।

(১৯১৯ খৃঃ অহানবা লানজাও মতমদা ত্রিপুরা নিংথৌ বীরেন্দ্র কিশোরস্থ ইংরাজগী লান মতেং ওয়না লানমি থাবদা মৈতৈ মচা লানমিস্থ য়াওনি হায়। মতমতুদা মৈতৈ খুনজাও লৈপাক তিন্নতুনা লানখে নবাগী ওয়া তানাবতুগী ওয়াগী তাব ক ভি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাবু মহাককী ময়ুম ওয়না তৌখি। রাজনীতি, রাজ্যশাসন, রাজ্য ডাকশেনবা, সাহিত্য, সংস্কৃতি মতমদা ত্রিপুরা নিংথৌগী ডাকম অমা ওয়না কনিবু লৌশিনখি।

কবিগী ইংগিতনা সমরেন্দ্র দেববর্মাবু ভারত ওয়াংমা আমেরিকাগী হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিদা লাইব্রিক তম্বা থাখি। কবিনা পাম্বাগী রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অতৌম্না)বু শান্তিনিকেতনদা মৈতৈ জগোয় তম্বীবা থাখি মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরনা (১৯১৬ খৃঃ)। শান্তিনিকেতনদা মৈতৈ জগোয় তম্বীবা অহানবনী, জগোয়দা নত্তনা কিয়োনশাবা ১স্থং অতৈ অতৈ কুটিরশিল্পস্থ শান্তিনিকেতনদা হৌদোকলগী অতৌম্নানা। মথংদা পাঙনবম্ ওয়া নবকুমার, রাজকুমার চন্দ্রজিৎ, থোঙাম বসন্ত, সিলেটকী নীলেশ্বর মুখার্জি শান্তিনিকেতনদা জগোয় তম্বীখি ১স্থং মৈতৈ জগোয় নৃত্যনাট্যদা রূপ পিগা হৌখি।

ত্রিপুরা নিংথৌগী বসন্ত উৎসব অচৌবা উৎসব অমনি। বসন্ত মচুগী কিংথেনা নুপী, নিপা পুম্নমক বসন্তবু অভ্যর্থনাদা অচৌবা উৎসব ওয়না শিনখানৈ। প্যালেসকী আওয়াং থোড়া আশাবলগী শগোনশং লম্পাক তা মৈতৈগী "হনত্রে হুমফম্" হায়না ওয়া মকনা নিংথিনা শারবা 'কাংক্রম" লংহনা শানবা "থোংকাত্তৈ শানবিবা নাশারোল তমজরাং ওয়না মচু তাদনা শানবা উবদা হুঙায়তবা কোংদোকহুনা কাচাড়গী নৌনা লাকপা থোঙাম পার্থনা নিংথৌগী য়াথং লৌহনা নিংথিনা শান্নবাদা নিংথিংবা মিংকী কুম্মৈ ওয়খি। ১স্থং নিংথৌগী অপেনবা ওয়খি। রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অতৌম্না) নাথাং শৌশাহনা অয়ুংবা লম্বু মকক ৭ (তাবং) ককপা কাওবা তুদবা থাংগী লীলা অঙকপাগী ওয়ারী মৈতৈ খুন্নকতা লৈবি। এম, বি বি কলেজকী আওয়াং লমপাক ১স্থং হোস্টেল মনাকতা তোনজম মহারানী রাজেশ্বরী গী ময়াম্বা রসমোহন ঠাকুর (টিলাগী চিংথক বসন্ত উৎসব পঞ্চমী মেলাদা লৈগী হুমায়, লৈ, নাচম লৈপরেংগী মংওাং মওোংনা "একজিভিশনকম" উৎসব তৌবাহু তৌজিকস্থ রসমোহন টিলাগী মেলা হায়না খানরি।

মেলাদা লৈপরেংনা তাওরি। পাখং লৈশাবীনা লৈপরেং শিল্পবাগী ওয়াথোকস্থ থোকলি হায়। অসিগুম্বা কৃষ্টি, সংস্কৃতিগী থৌরমনা উৎসব তৌবদা "কবি রবীন্দ্রনাথপুস্থ বার্তোন তৌনা য়াওহল্লী মহারাজ বীরেন্দ্র

কিশোরনা।

ভারত সম্রাটকী দিল্লী দরবারদা (১৯১০ খৃঃ) খুদোন পিনবা ত্রিপুরাগী মমিং চংলাবা শামু ময়াগী লিকক, যষ্টি ১মুং অতৈ অতৈ মশক নায়রবা পোং, চৈ কোওয়া (সুপারীগী চৈতুনা চিংবা শেম, শানবা রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অতৌস্না) ১মুং মনিপুর শিংজমৈগী ময়াঙুংশিং স্যাথা লৈকোনস্না, গোলামজ তম্না চিংবাদা শিন্নখি হায়। দিল্লী দরবারদা অতৌস্নাবুস্ত য়াওহনখি হায়। মতমসিদা র জকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহগী মনাও ইবুঙো বাবস্না খৃষ্টান ওয়খিদুনা মেমগা লোয়ননা H L Leonard মিংথোন দা রেংগুনদা য়াম্না চাওনা ঘড়িগী দাকান তৌরি। সাহেব আগরতলাদা লাকখি। মেচ্ছনি হায়না সাহেববু খুমনশেম কীর্তিধ্বজগী মমাং শংগোয়দা থমমি। টেবিল মথকতা চাক পিজবদা মতম কুইনা মৈতৈ চিনজাক চাদবনা হিনজা দা মোলোক শাবাবু "মুংশা শারে" হায়। মনাও ইবুঙো সাহেবনা থৌশিনদুনা ইংরাজ সরকারনা কয়েদীগী SPECIAL "জাতকড়া" তালা শানবা অতৌস্নাবু রেংগুনদা কৌখি। মতমসিদা আগরতলা রাজধানীদা লৈবা মৈতৈশিং নিংথৌগী মঙানা চাওনা লৈরাবস্ত মমাংগী নিংথৌগী "চৌথায়" অতৈ লৈত্রে। নিংথৌগী নকনাবা তারশেন খর "খরপোষ" ক'বা, খরা অমা রাজা সরকারগী ১মুং নিংথৌগী পারিষদ ওয়না থাগি শেন ফংবা নত্তনা অতৈ মীওোয় আওয়াবা ওয়। মৈতৈ রূপী ফিরোন শাবা, কা খন শাবানা ওয়াম্বা ওয়। মুঠাদা অনা অহুম, শিকি পিবা লংনা কাংখন (খুহুপ 2½ × 8) অমদা সিকি অহুম লুপা অমা পিবা মতমনি।

মৈতৈ কাংখন মমিং চংলাবা কাংখননী। যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎকী মনায় লুপী ইবেমা অমস্ত কাংখন শাহুনা শেন তানবাদা চোংথা-মগী পুংযৈবা ওয়া গোকুলচাঁদকীদা লৈরমমীস্ত হায়। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা ত্রিপুরাদ অহানবাগী ওয়না "কৃষি ১মুং শিল্পগী" একজিবিশন হৌদোকখি (১৯১৮ খৃঃ)। তাপানী তাঁততা কাংখন শাবা, ইন্শাবাগী মংমদা মেডেল ফংখিবা রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অতৌস্না) নি।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা ধলেশ্বর ১মুং বনমালীপুর মথকতা চেনবা হাওড়া তুরেন থৈখিদুনা হৌজিককী ওয়াটার সাপ্লাই লৈরিবাসিংগী থা রোমদা পুখিদুনা জগড়িয়া মড়াদা তুরেনগা শমন তনখি। গোল-বাজারদা। তুরেন মপানদা হৌজিক গোল-বাজারা লৈবম্বা আফিস আদালত পুম্নমক লায়না নীনা শাবা দালানদা হোংজিনখি। উড্রারন অর্টিজন স্কুলগী মমিং ওনথোকতুনা "শিল্পাশ্রম" মিংথোনদা হৌজিককী জেইল রোডকী নোংপোক থংবা ধলেশ্বরদা হোংজ-নখি, রাজকুমার বুদ্ধিমন্তনা সিনিয়র সুপাঃ ওয়না মতমনি। উ শুবা, থাং শাবা, কোন হৈবানা চিংবা তম্বীবদা চাজশিংবু থাদ লুপা ২, ৩, বুত্তি পিরমমি। মনিপুর, কাছাড়দগী মৈতৈ মচা লাকতুনা তম্বাস্ত য়াওরি। মনি-পুরগী য়োম্বী পালাদা তোড়োগী লীলা আগরতলাগী, ত্রিপুরাগী মৈতৈ শিংনা ওয়ারি ওয়না লিনাবা হৌজিকস্ত অহনশিংদগী তাব ফংতি। মনিপুরগী কাগী পালা, লীলা আগর-

তলাদা লাকপাদা অহা-নবগী চাং য়েংবা হায়-বসি "তোনজম ময়ুম" (রসমন ঠাকুর) থুমনথেম ময়ুম, (কির্তীধ্বজ ঠাকুর) নিংথেম ময়ুম (অঙৌস্না) দা শোয়বা য়াত্রবনী। চাং য়েংবা মতুং অতৈ অতৈ থুল্লকতা চথখি। হৌজি ককী বনমহোংসবনি হায়না উ, হৈবা', লৈরাং থাবাসী উৎসব ওয়না তৌত্রাবস্ স্নাখ্যা অঙৌ স্নান থারম্বা বট পাম্বী

রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত (অঙৌস্না) ১স্থং সিংহা কাবকলৈ।

অনি হৌজিককী ত্রেফট টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার মমাং জেইং রোড্ মথকতা সাক্ষী ওয়না লৈরি।

মহারাজ শৌরেন্দ্র কিশোর মচেননুপী কুমারীশিংনা "নুপী করতাল" শকপদা পু থোন-বদা "লোকখোনদা" বেটারীনা থানবা 'বাদ্য" ময়াম লৈপরেংথম ভানথনা লৈতংবা, পুংগী মরু মনাওদা থুং থাবা থুদিংগী "বাদ্য" ময়াম তুনা থংপ্রেক থংপ্রেক ভানবাগা লোয়নানা "কোকিলপ্রিয় তালগী উংশিন্নবা মতমদা নিংথৌবু থোগন তৌনা তুং ইন্নিবা অঙৌস্না (রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত)বু রাজকুমার বাজাও, সনা য়েম্ হায়না স্নাথং তৌবা, মহারাজকী পালানা মহারাণীদগী হেন্নে হায়হনগে হোং-নাবা। মহারাণীনা স্নাখ্যা নিতাইপাদ ১স্থং মতিক চারবা পরুম্বা পাঙনবম নবকুমার-কুমুদবন্ধু চিংবানা মহারাজগী পালানা করি হেনজবগদে হায়তুনা মহারাণী প্রভাবতীবু থোগৎতুনা "নুপী করতা-গী থৌরমশিংগ ভসি নিংতমাদে চাওখৎ। হায়বা মতমসিদা মৈতৈগী সংস্কৃতি অমুক চাওখৎলমমী হায়বাগী মঙানদু মযুথরকপা নত্তনা অতৈ ভানখৎত্রে।

মতমসিদা স্নাখ্যা নিতাইপাদস্না, (রাজকুমার জীতেন্দ্র) মণিপুরগী শ্রীযুত চুড়াচাঁদ মহারাজ কা শুভায়নদবা ১স্থং মহারাজকী "মানা" হায়-বাক্ত লৈবা মতম স্নমা ওয়নানা কহিগরুগী মনি পুর থাদোকতুনা, নবদ্বীপ, কাছাড়, ঢামাই, বড়ইতলী, ত্রিপুরাদা পোথা পোথানা সেবক শিংদা সেবা ফংহনবা মতমনি।

স্নাখ্যা নিতাইপাদ স্নানা (রাজকুমার জীতেন্দ্রজিৎ) হৌজিককী বাংলাদেশকী 'ছোট ধামাই" জুরী পোঃ দক্ষিন ভোগস্থ হায়বা

মফম শ্রীনাওয়াং সিংহগী য়ুমদা চহি পরগী দমক সংস্কৃতিগী "রাজপাট" হাপন তৌখি-মারে। মফমসিংগী আগরতলা, কৈলাসহর মতমথরগী কাকাড়, লক্ষীপুরদা লেংহুনা মৈতৈ সংস্কৃতি সেবা তৌবাগা লোয়নানা সংস্কৃতি সেবীশিংবু ঈথোপিবীবা মতমনি।

মচাইবুত্তো শিংগী ওয়াপন ১মং শ্রীশ্রীঅনু প্রভুগী সেবাগী ওয়াথরগু মংক মংকতা শ্রীধাম নবদ্বীপতাম্ব লৈরবা নত্তে।

ত্রিপুরাগী নিংথৌ বীরচন্দ্র মহারাজ মতম দগী মৈতৈ সংস্কৃতি ঈশৈ ১মং অগোয়দ কোয়ংগী মথোংদা রূপান্তর ওয়বাগী খংথা হৌরাবস্থ মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা স্নাথ্যা জিতেন্দ্রজিৎ হম্বা রসজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞনা আগরতলাদা লেংবিরকপাদা ত্রিপুরাগী সংস্কৃতি জগৎতা অনৌবা রূপান্তর ওয়বা হৌগি হায়না হায়। মৈতৈগী পুং ঈশৈ ওবা গুরু শিংগী খুৎতগী "কোরবেক" না সেবক শিংগী নাম কংবা ওয়রম্মী। মহারাজকী মতমদা কোরবেকশিংগী অমা অনি ছাপা মংথকনা "উনম্" চৌখিবা (১৯২৬—২৪খঃ) ইবুত্তো ইবেমাগী লীলা "বিপ্রলব্ধা" লাইরিক অমা অনি কনাগুম্বা ওবাশিং সাহিত্যিকশিংদা লৈরম্বা হায়। নিংথৌ বীরেন্দ্র কিশোর ১মং স্নাথ্যা নিতাইপাদ শিল্পী অনিগী "মিলন" ত্রিপুরাগী সংস্কৃতি জগৎ 'মৈতৈ সংস্কৃতি ঈশৈ ১মং অগোয়" দা অনৌবা রূপ, শকতম্ "নৃত্যনাট্য" কোংদোকখী হায়বা হায়।" "বৃন্দাবন বিলাস" "চাঁদ কুমুদিনী" নৃত্যনাট্যদা বাংলাগী "নৃত্য-নাট্য" রীতিগী মহুংদা মৈতৈগী 'রসকীর্তন" খুবাক ঈশৈবু নাট্যদা রূপান্তর তৌবাহনা পরবর্তী অধ্যায়দা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকী "শাপমোচন, চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যগী শকতমগী লাকখী। পাঙনবম ওবা নৃত্যগুরু নবকুমার, পাঙনবম ওবা কুমুদ ঠাকুর ওবাশিং স্নাথ্যাগী কৃপা কংবনা বিশ্বকবিগী নৃত্যনাট্য গী মশকপু "রূপ" পিবদা অচৌবা থৌদাং লৌবা ওমখী এবং ভারতকী সংস্কৃতি জগৎতা অনৌবা মতান পুংকখি। নৃত্যনাট্যগী নেপথ্যদা স্নাথ্যা নিতাইপাদকী অবদান কনানবু খংজবনু

নৃত্যগুরু ওবা পাঙনবম নবকুমার

সংস্কৃতি জগৎতী "খণী" নি। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ১মং কবি রবীন্দ্রগী থোয়দোকনা হংশিজরবা ওয়রাগা নোংগাথ্রবা মহারাজ রাধাকিশোর ১মং খোঙাম লৈমা রূপমঞ্জুরীগী মচা ইবুত্তো মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর গী থৌশিনদগী অতৌম্নাগী মথং পাঙনবম ওবা নবকুম রবু শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র সান্নিধ্যদা থাখিবনী (১৯২৬ খৃঃ)। স্নাথ্যা জিতেন্দ্রজিৎকী মহুংদা ত্রিপুরা নিংথৌমচা ১মং মন্ত্রী মহারাজ কুমার নবদ্বীপ বাহাদুরনা ইবিরম্বা (১৪ ভাদ্র

১৩৩৩ ত্রিং ১৯২৩ খৃঃ) চিঠিদা হায়রি—"ভাগ্যচন্দ্রের সময় হইতে বহু বঙ্গীয় গায়কী মহাশয়েরা, বৈষ্ণবপদ কীর্ত্তন সম্প্রদায় সমভি বাবহারে মনিপুরে গিয়েছেন। তাহাদের নিকট হইতে উক্ত সঙ্গীত শিক্ষা ও বৈষ্ণব রস শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া মনিপুরী গায়কগন যে একটি স্বদেশীয় কীর্ত্তনের সুর (air) সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গৌড় মনিপুর প্রণালীর সমবায়োৎপন্ন অপূর্ব্ব পরিণতি। আমি এই সঙ্গীত আবাল্য শুনিয় আসিতেছি। স্ব। জীতেন্দ্রজিৎ এই সঙ্গীতে যথেষ্ট কৃতিত্বের প্রমাণ ও পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুর স্বা জীতেন্দ্রজিৎ সিংহকে একটি স্বর্ণ পদক প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে নবদ্বীপ বাসের সুযোগ পাইয়া বঙ্গদেশ প্রচলিত মনোহর সাই কীর্ত্তন ও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

চিঠিদা হায়রিবা বর্ণপদককী মরমদা অতনশিংগী ওয়াদিদগী তাবদী—মতমহদা স্বাখ্যাদি বনমালীপুরদা অতৌস্না (রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত) গী শংগায়দা লৈরমমী। স্বাখ্যা না শংগায়দগী লেখথোকখি ভৈদা মচা মনায় কনাগুম্বা অমনা "মেডেলসী" থৈদোকখী হায়। ১৯৩০/৩১খৃঃ মনিপুরগী সম্রামবুংহনগী থৌবা-দগী মহারাজ চুড়াচাঁদকী "ইনলোকপা" মানা তৌগা লোয়শনবদু স্বাখ্যা নিতাইপাদ স্বাগীস্ত লোয়শিনখিমারে। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা (১৯১৬খৃঃ) T. C S কী নিগমাবলী লৌখহখি।

১৯১৫খৃঃ (১৯১৫ ত্রিং) মহারাজনা ষ্টেট কাউন্সিল শেমখি ১সুং ১৯১৮ খৃঃ কাউন্সিলগী ব্যবস্থাপক সভা (Executive Council) শেম্বাজবু "দরবার" মীংথোন থোনখি। মতম-সিদা মপা মতান মহারাজকুমার নবদ্বীপ বাহাদুরবু মন্ত্রী কম পিদুনা রাজ্যশাসন শিন্নখি। মতমসিদা ১৩২৬ ত্রিং (১৯২৯বাং/ ১৯১৬ খৃঃ) কৈলাসচন্দ্রগী শ্রীব্রজগোপাল সিংহ না ' মনিপুরী ও কুকীত বাংগী লাইরিক কোংথী নিংথৌলী মতেংনা। শ্রীব্রজগোপাল বিষ্ণুপ্রিয়া শাংগনী হায়। মতমসিদা বিপুরাগী চিংমাংদা 'চা' বাগান লিংথংপা হৌখি।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর মমাসিজা ঢাকাচৈমা ঢাকেশ্বরীগী হায়) মহারাণী রত্ন মঞ্জরীগা লোয়-ছুনা মনিপুরদা লেঙ্কুইন্ হায়। (১৯১২ খৃঃ) মহিম কর্ণেল, সনসম্ নবকুমার, পাঙনবম্ ওয়া কুমুদ ঠাকুরনা চিংবাস্ মহারাজ থৌগন তৌবা চৎলি। ডায়শেনগী মথকতা লৈপাককী নিংথৌ অমাগী মতিক থোকপা অভ্যর্থনাদা মহারাজ চুঁড়াচাঁদনা আওয়াংপা ওয়ছনদে। মসিগী মরমদা ত্রিপুরা নিংথৌগী মতিকচারবা A D C কর্ণেল মহিমচন্দ্রনা মহা-ককী "দশীয় রাজা" লাইরিকতা "মনিপুর চিত্র" ইবিরম্বদা হায়রি—মনিপুর আমাদের কুটুম্ব রাজ্য। মনিপুর বলিতে গেলে আমা-দের কুটুম্বিতার তীর্থ স্থান। কাজেই তীর্থে যাইতে গেলে

রাজেন্দ্র সঙ্গমে

দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে

কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ দিনবেশে মনিপুরে প্রবেশ করি নাই। কারণ আমি গিয়াছিলাম রাজপারিষদ রূপে আমাদের মহারাজের সহিত। মনিপুর অধিপতি একবার রাজ

অতিথি রূপে আমাদের রাজ্যে পদার্পণ করে-ছিলেন। সে স্বর্গীয় রাধাকিশোরের আমলে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় অতিথির প্রাপ্য প্রতি দর্শন বর্ত্তমান মহারাজা মনিপুর রাজ্য যাইয়া আদায় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মনি-পুরে কি বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সে রাজকীয় আড়ম্বর সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার কোন দরকার নাই কারণ আমি চিত্রকর চিত্রই সাহিত্যিকগণের নিকট দিবার ইচ্ছা।

নংথৌ কোন্ন দা মৈতৈগী সংস্কৃতি থৌরম রাস, জগোয়, কীর্ত্তনদা নিংথৌ, মহারথী, কুমারী, নিংথৌমচা যাওনা তৌরাবস্থ বর্মীয় সমাজকী 'রক্তী, নীতিবু থাকতুনা উৎসব তৌনা বগী দমক বীরচন্দ্র মহারাজকী হাকচকতগী ঈশৈ ওয়া স্ন কোকচাওদা (নরধ্বজ ঠাকুর) শিন্নখি। নিংথৌ মাচন মনাও ভুতাহনদবাগী মৈশাদী স্না কোকচাওদা 'শন্নবা পবক কৌথোক তুনা তোনজম যুগল ঠাকুর ১মুং তোনজম রসমোহন ঠাকুরদা শিন্নখি মহারাজ রাধা-কিশোরনা (১৮৯৭ খৃঃ)। মতমসি কাওবা ত্রিপুরা নিংথৌনা মৈতৈগী সামাজিককী মরমদা মিংয়েং তাবিরমদে। মৈতৈ মথামস্ত চোয়না চোয়না থাপনা থাপনা লৈবনা সামাজিককী মাঙলে, শেংলে, ইনথোকাল কাংবাসি থোর দোকনা কন্দামারে। অতুবু মথং মথং ওয়না খংমাবা, চাম্নবা, চংথোক চখিন তৌনারকপনা সামাজিককী ওয়াথোক থে কপা হৌর মারে ১মুং পাওসি নিংথৌগী মকমদা য়োবনা মসিগী মরমদা পথাপ অমা পুরকনাবগী দমক মনিপুর মহারাজগী ব্যবস্থাকারিনা পাক্তি পিবা শুম ত্রিপুরাদস্থ মনিপুরীগী দমক পাক্ত ১মুং ব্যবস্থা পিনবা শ্রী মীনেশ্বর সার্বভৌমবু ব্যবস্থাকারী হাপথিয়ে (১৮৯৮ খৃঃ)।

ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা পিরগাত্তা সমাজকী অনুশাসন ওয়দে তাবনা সামাজিক অনুশাসনগী মরমদা য়ে শিন্নবগী মপুওয়না রাজকুমার চিত্রগুপ্ত, রঘব সিংহ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সিংহ ঠাকুর ১মুং রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত সিংহবু রাজাবাসী মণিপুরী জাতগী "সমাজপতি" নী হায়না লাওথোকপিখি কোনংগী মেমো অমদা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর না (১৯২১ খৃ)। মহারাজকী থাখং লোহুনা মখোমনা চিচার ১মুং সমাজকী অনুশাসন তৌবাহুবু মৈতৈনা ইনদাবা, য়ানিং-দা।। য়াবোয় তাব। দেশ ১মুং সমাজকী যাওন মতু ইরা মহারাজ বীর বক্রম কিশোর না "মৈতৈ সমাজ সম্প্রদায়গী ওয়ায়ে-বিচার" পথাপ শিনবিহুনা (১৯২৯ 'মং) ১৩'৯ ত্রিং সদস্য ৯না শেম্বা লৈপাক কেন্দ্রীয় সভা শেম্বিখি—২৬ ০ ৩৯'মং।

১। শ্রীবুদ্ধিমন্ত সিংহ রাজকুমার—সমাজপতি।

২। শ্রীকুমুদবন্ধু সিংহ ঠাকুর—

সহকারী সমাজপতি।

৩। শ্রীকামিনী কুমার সিংহ ঠাকুর - কর্মকর্তা।

৪। শ্রীনীল সিংহ, ৫। শ্রীইন্দু সিংহ, ৬। শ্রীকালামাধব শর্মা, ৭। শ্রীসুবলচন্দ্র সিংহ, ৮। শ্রীগোকুলচাঁদ সিংহ, ৯। শ্রীনবীনচন্দ্র সিংহ

অষ্টাদশ শতাব্দী লোয়রমদায় ১মুং উনবিংশ শতাব্দী হৌগৎলকপাদা তাবতকী "গুরুগৃহ" বিদ্যাবু থাদোকতুনা নোংচুপ সভ্যতা ইংরাজগী স্কুল, বিদ্যালয় শিক্ষা লৌথৎলকপা মতমদা ত্রিপুরাস্থ "পাঠশালা" অনি লিংথৎতুনা তাত্র ১০৩গা বিদ্যারম্ভ তৌখিমারে (Bengal

administrative report 1874—75)। সংস্কৃতিগী থৌরম মথকতা ১মুং জ্ঞান, বিদ্যাগী মরমদাসু ত্রিপুরাদা মনিপুরীগী থৌদাং ইতিহাস না তাকখনী।

কৈলাসহরদা অহানবা পাঠশালা বিদ্যালয়দা ওবা ওয়বা শ্রীমতি জানকী সিংহ নুপী ওয়না অহানবা ১মুং মণিপুরীদা অহানবনী। মশক মতৌ মগুনদা মহাকগুম্বা লৈতে হায়না তায়। মতমহুদগী চহি ১০ মনুংদা ত্রিপুরাদা পাঠশালা (অহানবগী স্কুল) ২৫ শুরে ১মুং ছাত্র ছাত্রী ৭০০ লাইরিক তম্বাগী মহুংদা ঠাকুরলোক ৩০, ত্রিপুরী ৫২, মণিপুরী ৫৪, হায়রি। মথংগী চহিদাদি ৬৪ ছাত্রী পুম্নমক মণিপুরীনি হায়। Bengal administrative report)। ত্রিপুরবু ডাক শেনবা শেখগং শাগৎপাদা মণিপুরীসু ত্রিপুরী আদিবাসী শুম্না চক্লিকয়া মমাংদগী থৌদাং মাংনা আদিবাসী ত্রিপুরীনা মণিপুরীবু মখোয়গী শাগৈ ১মুং ডায়শেন ওয়বানা ত্রিপুরী, মণিপুরী অমস্তানি হায়না খল্লি।

প্রজাপি বু উচ্চশিক্ষাগী দমক নত্রবস্তু লাইরিক খর কৈহনবা মথোনি হায়বসি নিংথৌ বীরচন্দ্র ১মুং মস্তকচারবা মচা ইবুঙো যুবরাজ রাধাকিশোরগী ওয়াখনদা নিংথিনা লৈ হায়বসিগী মরমদা দরবারগী রেকর্ড অমদা ১৩০১ ত্রিং (১৮৯২ খৃঃ) নিংথিনা তাকলি। স্কুল লিংথৎপাগা লোয়নানা স্কুলগী ওয়াশিংবু আগরতলাগী বঙ্গবিদ্যালয়দা চহিগী ওবা ৮ ট্রেনিং পিবদা ওবা ২ মণিপুরী, ২ ত্রিপুরী, ২ বাঙ্গালী, ২ কুকী ওয়দাবা হায়দে হায়। মতমাসদা ইবেমা থোঙাম তুলসীবতী যুবরাজ রাধাকিশোরগী রাণী ওয়না লৈরে। কোয়ুং মহুংদা নুপী ডায়শেন, ১মুং নুপী মচা শিংবু লাইরিক তম্বীবা হৌরে। খরলৈরগা হৌজিককী পেলেস, মমাংদা লৈরিবা দিঘী অনিগী নোংপোক পংবা "রাধাসাগর" দিঘীগী নোংপোক থংবা মপানদা ই'গী শং অমদা হৌগংখিবা তুলসীবতি স্কুল (১৮১৬ শকাব্দ—১৮৯৪ খৃঃ) তসি মহারাণী তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয় হায়না লৈরিবাসিনী। থোঙাম মহারাণী তুলসীবতিনা পামজাবা মতুং ইন্না ভারতবর্ষদা লৈত্রগা বেতন য়াওদনা, টিউশন ফি য়াওদনা লাইরিক তম্বায়াবা বিদ্যালয়নি। নিংতম্বা মতুং ১৯৪৯ইং ত্রিপুরা ভারত-ভুক্তি ওয়বা মতমদা ইংরাজকী শিক্ষানা মপুং ফারবা আই, সি, এস অফিসার শিংনা ভারতীয়নি, ঐগোয় ইংরাজকী মথা পোনহে, ঐগোয় ইশানা ডাক শেনজারনী, শাসনগী চুপলী পাংবে হায়না "ব্যারোক্রেটস" শিংনা দিল্লীদা ফমহুনা লৈরগা" ত্রিপুরাদা নুপীগী স্কুলদা টিউশন ফি য়াওদানা লাইরিক তম্বা ফংতি হায়বা তাবদা অতকপা চনখি। ওয়থোকতবা ওয়ানি হায়। ১মুং ফিস লৌনবা য়াথং তাওপাবিকই। অদুবু রাজাবাসীগী ওয়ায়েংতাগী কি লৌবা তোকপনা তসিসু ছাত্রী পুম্নমক ফিস য়াওদনা লাইরিক তমলি। বিশালগড় ঢাকাবাড়ীগী ওবা লৌনাওজম যোগেন্দ্রনা মাইল ২ রোম থাম্না খজনগর কসবাগী "বাঙ্গাদিঘী" গী থা থংবা মপানদা বটপাত্রী মথাদা লৈবা চিংথামগী মগুপতা লাইরিকশং হৌগন্তুনা লাইরিক তাকপিবাগী "কসবা পাঠশালা" (১৯০৫ খৃঃ) লিংথংপা বটপাত্রীত হৌজিকসু সাক্ষী অয়না লৈরি।

স্কুলসিদা তম্বা ওজাগী ছাত্র খুমনথেম্ মাধব

স্কুলসিগী ওয়া ওয়রমমী। হৌজিক অবসর কংহুনা ওয়া খোয়না শেমগং শাগচবা অন্তাংশিংগী লীলা দর্শন তৌবাগা লোয়নানা "নাম" শোনহুনা মতম তাম্বরি। লাইব্রিক তম্বা শং (বিদ্যালয়) দা লাইব্রিক তম্বা হৌবা মতমদগী ত্রিপুরাগী ঠকুরলোক ত্রিপুরী, ১মুং পার্ব্বত্য জাতিগা লোয়নানা মনিপুরীস্থ বেতন কিস্ রাওদনা লাইব্রিক তম্বা য়াবগী অধিকার লৈরম্মী। লাইব্রিক তম্বাদা নত্তনা মনা (পুরস্কার) পিবাদস্ প র্ব্বত্য জাতিগা চপ্মাগানা পিবাগী মরমদা মতমহুগী ১৩২৩ ত্রিং (১৯১২ খৃ) সরকারগী গেজেট অমদা হায়রি—

বিগত ১৩২২ ত্রিং সনের ৭ই আশ্বিন তারিখে নিম্নবাংলা স্কুলের ৪র্থ ও ৫ম (ক) শ্রেণীর এবং পাঠশালার ২য় ও ৩য় (ক) শ্রেণীর বর্ত্তমান সনের পাঠ্য তালিকার ৬ষ্ঠ ও ৭ম (ক) শাখা এ রাজ্যবাসী মনিপুরী, মগ এবং ত্রিপুরী, কুকী রিয়াং প্রভৃতি যাবতীয় পার্ব্বত্য বালক বালিকা-দিগণের পুরস্কার পরীক্ষা সংক্রান্ত সারকুলার প্রচারিত হইয়াছে।

অহুগা ছাত্র বেতনগী মরমদা—

১৩২৬ ত্রিং (১৯১৬ খৃঃ) ১লা বৈশাখ গেজেট অমদা হায়রি উমাকান্ত, বিলোনীয়া, কৈলাসহর উচ্চ শ্রেণীর (H E School) ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে কুমিল্লা জেলা স্কুলে প্রচলিত ছাত্র বেতনের অর্দ্ধেক হারে দিতে হইবে। কেবল ঠাকুর, মনিপুরী, ত্রিপুরী ও পার্ব্বত্য জাতীয় ছাত্র সমূহ পূর্ব্ববৎ বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিবার অধিকার হইবে।

লাইব্রিক তম্বাদা নত্তনা লোনগী মরমদা ত্রিপুরী লোনগা লোয়নানা মনিপুরী লোনস্থ রাজ্যদা তমহবা, খংদবা রাদবা অমা ওয়না তৌরমী। পুলিশকী ডিপার্টমেন্টেন পরীক্ষাগী মরমদা সরকারনা কোংবা ১৩২৯ ত্রিং (১৯১৯খৃ) ১৫ই চৈত্র মেমো নং২৫৯ হায়রি—বাঙ্গালী বা হিন্দুস্থানী কার্য্যকারকগণ মধ্যে ত্রিপুর ভাষার ও মনিপুরী ভাষার যাহারা পারদর্শিতার সহিত পাশ করিতে পারিবেন তাহাদিগকে ২৫ বা তদ্মূলের কোন জিনিষ পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাহাদের মাতৃভাষা ত্রিপুর বা মনিপুরী তাহাদের পক্ষে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।

৪র্থ বিষয়—(মৌখিক)

১। ত্রিপুরা ভাষা
২। মনিপুরী ভাষা) Optional

মতম থর স্না হকচাং ইরাগা চহি ৪০ শুরবা মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর ১৩৩৩ ত্রিং শ্রাবন ২২ (১৩, আগষ্ট ১৯২৩খৃঃ) নিংথৌকাবা কুমিৎয়ুংগা মতু পুং ১৩৩৮ মতমদা অনন্তধামদা লেংনিয়ে। যুবরাজ বীরবিক্রম না রাজদণ্ড পায়রে। নাবালক ওয়বাগী মরুয়া শাসনভার মহারাজ কুমার নবদ্বীপ চন্দ্রবু সভাপতি ১মুং মহারাজ-কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর সহ-সভাপতি ওয়হুনা শাসন পরিষদ না পুখি।

১৯২৮ খৃঃ জানুয়ারি ২৯ (১৫ মাঘ-১৩৩৭ ত্রিং) ত্রিপুরাগী ১৮৪তবা মহারাজ বীরবিক্রমগী রাজ্যাভিষেক ওয়খি।

অভিষেকগী দমক মহারানী তুলসীবতি স্কুলগী আওয়াং থংবদা হৌজিক ছাত্রী বোর্ডিং লৈরিবাসিদা অচৌবা পুখি, মেনসিনহুনা অভি-ষেক প্যাণ্ডেল শাগংখী মার্টিন কোম্পানীনা।

অভিষেক মতমদা বড়লাটকী প্রতিনিধি ওয়না বা লা গভর্ণর জেকসন সাহেব য়াওবিহুনা

খিলাভ পিরখী। মোহর ১২৫ গভর্নরদা নজর তৌখি মহারাজনা। অমুক পুং ৮-৪৫ মিঃ উজরত্ত রাজপ্রাসাদতগী "শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণনা" মাং চিংবিহুনা ১মুং লক্ষ্মীনারায়ণগী মাংদা "মৈতৈগী কীর্ত্তন" না লুচিংহুনা অভিষেক মণ্ডপ কাওবাগী রাজকীয় প্রোশেসন অঙকপনি। মোংপোক ভারতত্তা রাজকীয় থৌরমদা অসিগুম্বা উৎসব মমাংদসু ওয়খিদে। থাপ্ল থাপ্লব মকমদগী খোংনা হিনা লাকপাসু য়াওরি। মতমহুদা "আখাউড়া" রেলষ্টেশনদা টিকেট ৮০,০০০ য়োনখি হাব। রাজাভিষেককা লোয়নানা কোয়ংগী মোংপোকতা লৈবা উজীর বাড়ীদা "ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেস" হায়না বেসরকারী ছাপাখানা তৌগংখী (১৯২৮খৃঃ)। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাদা লাইসেন্স পিহনা আগরতলাদা পৌহনবা তৌনী "ভাওয়া" গাড়ী (১৯২৬ খৃঃ)। লাগী লুপা ২৫ কর পিবাগী পথাপত্তা "ত্রিপুরা সুন্দরী টকীজ" ১মুং "ত্রিপুরা টকীজ" হায়বা সিনেমা হোল অনি কোপনা কুপ্লুনা তৌগংখী মতমহুদা (১৯২৯ খৃঃ)।

১৯৩০ খৃঃ লিখংখি অহানবা ১মুং রাজাদা অমত্তা ওয়রাবা "ধর্মশালা"। লোয়নানা স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরগী কামনাদা প্রতিষ্ঠা তৌখি "শিবমন্দির" মহারাণী প্রভাবতিনা তৌজিককী মহারাজগত বাজার মনাকত্তা।

রাজাভিষেককী মতুং থর লৈরগা [১৬ জানুয়ারী, ১৯২৯ খৃঃ] বলরামপুর মহারাজকী মচাইবেমাবু পুরকখী মহারানী ওয়না ত্রিপুরা কোয়ংদা।

ভারতত্তা স্বদেশী আন্দোলনদা কংগ্রেসনা লুচিংতকলে। নিংথৌ ওয়রাবসু স্বাদেশীকত্তা য়ুংদা কুপনা লৈ হায়বগী খুদম নিংথিনা পিবিবা মহারাজ বীরবিক্রমনি। ১৯২৮ খৃঃ কলিকাতা কংগ্রেস একজিভিশনদা ত্রিপুরাগী কৃষি, শিল্পগী একজিভিট পিহনা মহারাজনা থাবিখি এগ্রিঃ অফিসার ১মুং রাজকুমার বুদ্ধিমন্তবু। রাজকুমার বুদ্ধিমন্তনা শেমশাগা নৃপী তরুককী খুবাক ঈশৈ পালা ১মুং পুংথৈবা অনি বয়গী মতেংনা জগোরশাবা "ডাম্বিংট্রুপ" ১মুং দারোয়ান পুলিশকী "মথবাকত্তা" ঘড়ি থেতপা, ঘন্টা খুদিংগী কাংশি য়ৈহনা পুংজা তাকপাহ দর্শক ময়াম অঙকপা চনখি। প্রদর্শনীনা ভারতকী জননেতাশিং ১মুং মীয়ামশিং "ত্রিপুরাবু" মশক খংবাগা লোয়নানা মথোয়ব ত্রিপুরাদা চিংশিনবা তমখি।

মহারাজ বীরবিক্রমনা অহানবগী ওয়না লিংগৎপিনি "ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাঙ্ক" (১৯২৫খৃঃ)। প্রজাশং চাহি অনিগী ১০০ (চামদা) লুপা ৫ সুদ পিহনা লুপা পুবা কংনবা শিনবীখি। ত্রিপুরাগী মশাগী লানমী শেমগত্তুনা 1st Tripura Bir Bikram Rifle সেনাদল, লোয়নানা "অর্ডালী গার্ড" ১মুং "জঙ্গীবাহিনী" দগী আয়াবাশি লৌহনা শেমখী 2nd Tripura Jungi Infantry

লৌকম নিল্লহনা, উমংলাকমন শেংদোকহনা অনৌবা খুন্দাহনবগী খবক পায়খংলি ১মুং কৈলাসহরগী বল ট, কুলাই হাওড়না অহানবা ওয়না পায়খংলি। অনৌবা খুন্দাহনবদা মৈতৈনা অয়াম্বা ওয়না তোই। তৌজিক "বীরচন্দ্রনগর" হাওড়, কুলাই হাওড় হায়বাসিনু অমানি।

সনসম কামিনী কুমার পুলিশ সুপাঃ ওয়না থবক তৌরাবস্থ মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরনা পুলিশকী থবক তৌহনদাহুনা প্রজাপালন, শাসনগী থবক শিন্নহুনা বিভাগীয় অফসার ওয়না থবক শিন্নখি। মহারাজ বীরবিক্রমগী মতমদা রাজ্য ভাকশেনবা, পালনগী মন্ত্রণালয়দা নায়েব দেওয়ান মথংদা "মন্ত্রী" ওয়না থবক পুহনখি। মহারাজ বীরবিক্রম না ত্রিপুরী, বাঙ্গালী, মুসলমান সমাজগী শেমগৎ শাগৎপাগী থৌরম পারথংপাদা মৈতৈ, মণিপুরী সমাজকী অলিখিত অনুশাসনবু" "মণিপুরী সমাজ ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত নিয়মাবলী" শেমহুনা "লৈপাক কেন্দ্রীয় সভা" লিংথংনি মন্ত্রী সনসম কামিনীকুমারনা মহারাজগী থাথংদগী।

মহারাজ বীরবিক্রম মপাবুং মহারাজনা রাজ্য শেমগৎশাগৎপাগী থৌরম থোংগুনংদুনা রাজ্য মহুংদা রেললাইন, অফস, ইশিং থকনাবা, শিল্প, বাণিজ্য, লমদেন থোংগী মরমদা থবক পারথংনাবা হোৎনাখি।

মেলাগড রুদ্রসাগর ইশিং মরায়দা লৈরিবা নীড়মহল মহারাজ বীরবিক্রমনা শারম্বা পেলেস নি (১৯৩৩ খৃঃ)। ত্রিপুরাদা অহানবা ওয়না B. A B L. পাশ তৌনা লাকপা মৈতৈ চন্দ্রহাস সিংহনী, মথং বাবুচাঁদ সিংহ। মথোয়বু মথং মথং ওয়না ডিভিশনাল অফিসার ওয়না রাজ্যগী কমনায়বা ওয়না থবক পুহনখী মহারাজনা (১৯৩৬ খৃঃ, ১৯৩৮খৃঃ)।

চন্দ্রহাস সিংহ স্নাথ্যা স্না চহি অহুম (নরেন্দ্রজিৎ সিংহ) গী মতুমিলানি। স্নাথ্যা চহি অহুমগী মচাইবুংতা ত্রিভুবনজীৎ ত্রিপুরা লিংথোগী ভায়শেন ওয়হুনা মচাইবেমা কমলাগা আগরতলাদা লাকখিবনী ১মুং থলেশ্বর স্নাথ্যা কোকচাওম্বংগী মুমকমদা থুম্নাখিবনী। চন্দ্রহাস সিংহ মতমকুইনা ডিভিসনাল অফিসার ওয়বা মতুং ত্রিপুরাদা অহানবা ডিষ্ট্রিক্ট জজ ওয়খি।

আগরতলাগী সনর খা লোংপোকতা লৈবা টিলা (কলেজটিলা ১মুং রসমনটিলা) বু ইউনিভারসিটি লিংথংপাগী দমক "বিদ্যাপত্তন" গী ভিত্তি স্থাপন তৌখি বিদ্যাপত্তন টিলা মিংথোনদা (১৯৩৮ খৃঃ)। হৌজিককী ("মহারাজ বীর বিক্রম) কলেজ" সী ইউনিভারসিটিগী মচেৎ অমানি ভায়বা য়ায়। চহিসিদা তোংগখি শাবা কলেজকী বিল্ডিং।

মহারাজ বীরবিক্রম পারিবদশিং লোয়নানা পৃথিবী পরিক্রমা তৌবদা ইটালীগী মুসোলিনী, ১৯৩০ খৃঃ জার্মানগী হের হিটলার [১৯৩৬খৃ] গুম্বা অথোয়বা মীওয়াশংগা শকথ মাকপংনখী। পৃথিবীগী অনিশুবা লানজাও হৌরকপা মতমদা ১৯৩৯ খৃঃ আমেরিকাদগী মমালৈপাকী দমক অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ওয়না হেংগুন রোমদা কোয়না লাকতুনা মমালৈপাক হৌরকখি। মতমহুদা রাজ্যদা অমত্তং ১মুং অহানবা ওয়বা "রেডিও" গী লাউড স্পীকার না প্যালেসকী মথকতগী মহারাজকী ঈ পাও থংহল্লী থৌরাংনা ভায়বা প্রজা মরামদা। মহারাজপু সমুদ্রগী ইশিং লমবেনদা থাইড তৌহনা পুহকপা আমেরিকাগী সাহেব ত্রিপুরাদা উবাকংখী মণিপুরীগী অথোয়বা সংস্কৃতিগী নিপাখুবাক চোলোমদগী থংহৌদনা করতাল পাং ওনখিবাদা "নোংথাকপাগী" মথোনগুম করতাল মরামগী চপমায়না মথোন। মহারাজ বীরবিক্রম সাহিত্য শিল্পকলা

১স্থং সংগীতকী মথকতা শান্নবা খোংনাবদ্‌স্থ মিংয়েং তাদবা নত্তে। মপাবুং মহারাজনা লিংখৎলম্বা ফুটবলগী "বীরেন্দ্র ক্লাব" টিম ত্রিপুরাদস্থ মমিং চংলাবা টিম অমা অয়হনখি। মৈতৈদা বীরহরি সিংহ, ওয়াংচাওবাব মীওয়ৈ কমথ্‌বাবু ফুটবলদা "ব্যাক" ওয়না তাকপাদা শিংথানবা অমানি। ফুটবলগী দমক মহারাজ না কম পিবিখী লানমিগী" জমাদার"।

মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা "মল" "কুস্তি" "মুক্কা" য়াম্না শিংথানরবা শান্নবা ওয়না লৈরম্মী। মহারাজ বীরবিক্রমগী মতমদা নরেন সিংহ, মোহন সিংহ, করম সিংহ, লৈরম্মী কুস্তিগীর ওয়না। মখোয়বু নিংথৌনা থাগী তনথাস্থ পিরম্মী হায়। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মতমদা মৈতৈ মল্লবীর "মুক্কা" শান্নবাস্থ লৈরমমী হায়। মহারাজ বীরবিক্রম না বলরামপুরদগী পুরকখী "৫২" আঙ্গুলী খুতুপ অহমরোম ওয়াংবা "রুস্তম" হায়ন বামন নিপাবু মথংদা কুমিল্লাদগী পুরকখী "অবিনাশ" ফুট ৭ ওয়াং চাওখি।

মহারাজ বীরবিক্রমগী মতম (১৯২৪—৪৭খৃঃ দা রাজধানী আগরতলা য়াম্না নিংথিনা শেম শাগৎপা মতমনি।

রাজধানী নত্তনা রাজ্যগী অতৈ অতৈ লমথেন, থোং অফিস, কাছাড়ী, দালান পাকা শাগৎখি।

লানজাও লোয়বাগা নোংপোক ভারত "বাঙ্গালা"দা হিন্দু মুসলিমগী অচৌবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মথং মথং ওয়না ওয়খিবা মতম নি। রাজনীতি, সমাজনীতিগী খোলাও লাওরবস্থ মীওয়ৈবাগী চংজকম, ভাজকম, হিংকমগী মকমথিবাসি লেংবা য়াদবনী। য়াম্না খোংনাবা, লুঠ তৌবনা থাংবা য়াত্রবাদা হিংকমগী চংজকম অমা নকনা লৈরে হায়বাসি উহনা চাকা, নোয়াখালীগী হিন্দু ময়াম নিংথৌ লৈবাক ত্রিপুরাদা চংজকখি। নিংতম্বা মমাংদগী লাকথংপা নোংপোক বাংলাগী রিফিউজী হিন্দু শিং ভসি নিংতমলাবা মতুং চক্রি ৩০ রোম শুরবা কাওবা মখোয় ত্রিপুরাদ লাকপা লেপত্রি। ত্রিপুরাদি লৌমপু য়োংনা তাল্লে। আশ্রয় লৌববা মখোংনা য়ামলে। লানজাও মতুং বৃটিশ ভারত ১স্থং নিংথৌপানবা লৈপাকশিংগী জনতা য়াওহৌখী। ত্রিপুরাগী মৈতৈ সনসম্ কামিনী কুমার সিংহগী পৃষ্ঠ পোষকনা রাজকুমার রনজিৎ, রাজকুমার মাধবজিৎ, রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ গুম্বানা মৈতৈ ময়াম খোমহনা লিংখৎখী ত্রিপুরা রাজ্য মনিপুরী শিক্ষা সমিতি (১৯৪৫খৃঃ)।

মৈতৈ খুংগংদা লাইরিক তমকমশং স্কুলগী দমক ইরাং পুরকখি শিক্ষা সমিতিনা লোয়নানা ইমালোন মনিপুরীনা লাইরিক তম্বাগী খোলাও পিবা হৌখি।

১৯৪৭ইং আগষ্টতা ফোংখি ত্রিপুরাদা অহানবা মৈতৈলোন থা থায়গী চেকোং "খোঙেল" রাজকুমার মাধবজিৎনা ইডিটার ওয়খিহনা।

মহারাজকী মনাও ইবুঙো মহারাজ কুমার হেমন্ত কিশোর দেববর্মা গোয়াই বিভাগকী ডিভিশনাল অফিসার ওয়না লৈরিবা মতমনি। মপাবুং মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরগী মচাইবুঙোনী হায়বাগুম মৈতৈগী "পুং" থোয়দোক হেনদোকনা পাম্না তৌই। মহারাজ-

কুমারগী মতমদা খে য়াই ১সুং থংনবা বৃটিশ কী "বিবগাও"গী মৈতৈ মরাম মৈতৈগী সংস্কৃতি খুবাক ইশৈ, ইশৈ, কীর্ত্তননা চিংবা অরেপ্পা লৈত'না চথবদা আওয়া আনা কাওখিবা মতমনি। ধর্মনগরগী ওবা ফানজৌবম গোলাপ "পুংয়েবা" মহারাজকুমারগী মতেংদা শি'থানবা অমানি। মনিপুরগী ওবা পুরেন 'যদুনাথ"কী "দ্বাদশ রাজমেন" বু "মৃদঙ্গলহরী" মিংথোনদা পুংলোনসিবু তাল, মাত্রা হাপতুনা হাপা তৌথোকখি মহারাজ কুমারনা ওবাগী মতেং লৌহনা (১৯৮২ই)।

মতমসিদা নোংগাখিবা মনিপুর মহারাজ চূড়াচাঁদকী শ্রাদ্ধ কর্মদা পোপাংপুহনা মহারাজ কুমার হেমন্ত কিশোর, মহারাজ কুমার যতীন্দ্র (ছুটুবী কর্ত্তা) রাজকুমার বুদ্ধিমন্ত, চন্দ্রহাস সিংহবু থাখী ইম্ফালদা মহারাজ বীরবিক্রমনা (১৯৪২ইং)।

ভারত নিংতমলে, মনিপুর, ত্রিপুরারাজ্য ভারত মগ' চনখিবনা নিংথৌ পানদ্রে, নিংথৌগী রাজ্য, নিংথৌপানবা লৈপাক নদ্রে, ওয়দ্রে, হায়দ্রে হায়রাবস্থ ভায়শেনদি মুংপা য়াদ্রে। নোংগাখিবা মহারাজ বুধচন্দ্র (১৯৫৫ইং) গী শ্রাদ্ধ কর্ম্মদা পোপা' পুহনা মহারাজ কুমার বঙ্কিম, মহারাজ কুমার হরেন্দ্র কিশোর ১'ং চিত্তাবম নবীন সিংহ ঠাকুরবু থাখী ইম্ফালদা তখেন মহারাজকী মবোক ইবেমা মহারাণী প্রভাবতী না।

মহারাজ বীরবিক্রম পূর্ব্বশুরী মপাবুং মহারাজশিং পৌনা শিল্প, সাহিত্যিক ১সুং সংগীত অনুরাগীনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরগী মরক্ত তারাশুবা পোকপা হুমিংতা ত্রিপুরাগী অথোয়বা দরবার অমদা "ভারত ভাস্কর" উপাধিনা লৈতেংবিখি কবিবু মহারাজ বীর বিক্রমনা ১৯৪১ ইং ১৩৫১ ত্রিং ২৫ বৈশাখ।

মচা ইবুঙো কীরিট বিক্রমবু ১৩৩৫ ত্রিং ২৬ অগ্রহায়ণ যৌবরাজ্য অভিষেক তৌবা মতমদা প্রজাগী থাজনা লুপা লাগ তরক কোকপিবাগা লোয়নানা মুস্লীম প্রজাগী "লুহোংবা" গী কর "কাজিয়ানা" কোকপিখি মহারাজনা।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, শরি ওয়রককনী হায়বসি থংবা মহারাজ বীর বিক্রমনি। কোঙং মহুংগী পাওদগী থংবা ভূমী—ঐহাক্না রাজ্যগী অলোয়বা নিংথৌনি, হায়রম্মী, মথং কনাম্ব নিংথৌ ওয়রা-রোয় হায়না মহারাজনা মমাসিজা, রাণী মহারাণীদা হায়বি হায়।

ইংরাজ ভারত থাদোকপা তারে। মর মসিনা ভারতকী লুচিংবা ১সুং দেশীয় রাজ্য (নিংথৌপানবা) দগী মীওোয় লৌহনা 'ভারতীয় গণপরিষদ" শেমলে। ভারতকী সংবিধান শেম্বগী থৌরাংবদা শ্রীগুহ রাজ্যগী রাজস্থ সচিবস্থ গণপরিষদতা থাখি মহারাজনা। নিংতম্বা মতুং ত্রিপুরা ভারত রাষ্ট্রদা য়াওবাসি মহারাজকী পুক্নিংদা অথেপ্পা ওয়রাম্মী। যুগকী পোয়রৈনা ওয়রককাদোবা উরাবস্থ "নিংতম্বা ইনিংথৌ" মশামককী মমিংতা মীথা পোনবা করম হায়না য়েংগনী, করম হায়না থাংগনী হায়বাসি খনখিমারে। ভারত ত্রিং-তম ওয়বাগী থাখর মমাং হুমিং তরানিংহং হকচাং ইরমলগা চহি ৩৯ শুরবা মহারাজ ১৫৫৭ ত্রিং ২রা জৈষ্ঠ (১৯৪৭ ইং, মে) হুমিদাং

পুং ৮-৪০ মিঃ তাবদা রাজধানী আগরতলাদা নগর দেহ ত্যাগ তৌখি।

চহি ১৪গী যুবরাজ কীরিট বিক্রম রাজা-ভাবু লৌরে। নাবালক ওয়বাগী মরুয়া, মমা-সিংগা মহারাণী কাঞ্চন প্রভানা রিজেন্ট ওয়না শাসন পুখিবদা মন্ত্রী পরিষদকী সভাপতি ১সুং প্রধান মন্ত্রী ওয়না শিন্নখি মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোরদা।

নোংগাখিবা ত্রিপুরা মহারাজগী শ্রাদ্ধ কর্মদা য়াওবা মনিপুর মহারাজ বোধচন্দ্র নি থেম পালাগা লোয়লানা লেংবিরকখি আগরতলাদা। নিংথৌগী কর্ম কীর্তনদা ওবা নাতুমগী "মেঘমল্লার" রাগনা পানবা ইশৈ থোনবাদা ওবা শমদেন্না থোনবা পুং শ্রবণ, দর্শন, ফংজৌই ত্রিপুরাগী প্রজা। "মেঘমল্লার" রাগ মিৎনা উবা রাগনী ভায়বা রায়। ওবা নাতুম রাজনীতি কায়দে, মতমচানা কীর্তন মপু আজ্ঞা ল লা শর্মা, ইনি থৌ বুধচন্দ্র ১সুং বৈষ্ণবশিংদা হংগচৈ—কর্মগী মুমিং, পু কম সিনা "মেঘমল্লার" রাগ না থৌগন তৌজবা তাবে। প্যালেসকী আওয়াং থংবা লম্পাক শামিয়ানাগী মখাদা তিল্লাখিবা মীয়াম কুমমরব পোং ফংগনী হায়বাগী মশক শ্রবণ, দর্শন তৌবা লাকখিবা ভাবোক লিশিং লিশিংনী। মতমন্ন রায়া কবা, মুমিং তরং তরং থোকলিবা মতমনি। অদুবু ওবাগী রাগ লোয়বদা ভায়রি, ইগুং থংথৌদনা কদায়দগী নোংহৌরকখি। ফিগি শামিয়ানা মুমখি, ভাবোক কায়দুনা চরাংনখি। প্যালেস মন্দুংদা কীর্তনগী ঘট পুশিনদুনা নাম শ্রবণ তৌবাগী থৌরাংথী। মহারানী কাঞ্চন প্রভানা রিজেন্ট ওয়না রাজ্য শাসন ভার পুবা মতমদা রাজ্যদা অহানবা I. A. S শ্রীরনজিৎ কুমার রায় দেওয়ান ওয়না থবক পায়বা তৌখি।

১৯৪৯ ইংগী সেপ্টেম্বর ৯গী চুক্তি অমদা মহারাণী কাঞ্চন প্রভানা ত্রিপুরাগী রিজেন্ট ওয়না সহি তৌদুনা ত্রিপুরা রাজ্য ভারত ডোমিনিয়নদা চ খিবাদু অক্টোবরগী তাং ১৫ দাগী 'নিংথৌলপাক' মুংখিদুনা জনতাগী রাজ্য ওয়থবে।

মৈতৈরাল ইবাদ—নৈনজখিবা লাইরিক, প্রবন্ধ মগাম—১। কৃষ্ণমালা, ২। রাজমালা (কৈলাস সিংহ) ৩। রাজমালা (কালীপ্রসন্ন), ৪। রাজমালা (ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী), ৫। ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট ৬। রাজমালা (চন্দ্রোদয়), ৭। সেন্সাস—বিবরণী (১৯৩০), ৮। প্রোগ্রেসিভ ত্রিপুরা, ৯। Accounts of Assam (Francis Hamilton) ১০। শতবর্ষ ত্রিপুরা, রাজধানী আগরতলার ইতিবৃত্তি (অজয় দে বর্মা), ১১। আবর্জনার ঝুড়ি (নবদ্বীপচন্দ্র), ১২। Tripura State Gazetteers. ১৩। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ১৪। ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ইতিকথা। ১৫। দেশীয় রাজ্য

রমাপ্রসাদ গবেষনাগাংগী মপু রমাপ্রসাদ দত্ত দগী কবা অহাম্বানী। মৈতৈগী মরমদা অইনা লৈত মীনা অকনলমনদগী থোমজিন্দুনা ইজগনী। মহারাজকুমার সহদেব কিশোর দেববর্মা, ইবোক কোয়েবী (সনসম্ কামিনী কুমারগী মচেমইবেমা), রাণী লীলাবতী (নোংগাথরে) লোয়ংম্ থেলেন্দ্র, মোয়রাংথেম নবদ্বীপ। বিশালগড়গী—খুমনথেম মাধব মাষ্টার, কর্ণসিংহ, কুসুমলতা (নোংগাথরে)

হিজম বড়াচাও, স্বরূপচাঁদ কর্মকার, রাজকুমার লাবণ্য দেববর্মা, খোমজাম লৈবাকলৈ (লোংগা-খরে), পে.চমবুধ থংগোং, হুইরেম ওংবী তোমচা, পাওনবম্ প্রবীর, সনসম্ সত্যব্রত (খোক), খুমনথেম নীরোদ, খুমনথেম মধু, ইবৈমা বিধুমুখী, চেংথাম সুমিত্রা, ময়ামদগী থাম-জিনজবনী।

মখোয় ময়ামদা কৃতজ্ঞতা কোংদোকচরী। মখোয় ময়ামগী মতেংনা কোংবা ওমজবনী। ঐহাক সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক নত্তে। ত্রিপুরাদ মৈতৈ ইপা, ইপুশিংগী খোংগুলিজ-বদা কংবা খরদংহু কোংজবনী।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক

কৈথেনলাকপম চন্দ্রকুমার সিংহ কর্তৃক প্রণীত

"মৈতৈ লোন"

মনিপুরী ভাষা শিখিবার পুস্তক

মূল্য ১.৫০ টাকা

রাজকুমার শ্রীমাহল সিংহ বি কমনা লেংবা

"বীর টিকেন্দ্রজিৎ"

মমল লুপা—১৫.

প্রাপ্তিস্থান/কংকম

রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ

সভাপতি

মনিপুরী সাহিত্য পরিষদ

এ, এ রোড, আগরতলা

১৯১৮ খৃঃ একজিভিশনদা কংবা মোডেল—

—মুখাদিক—

The Industrial & Agricultural Exhibition. 1918=1327 T. E. Agartala, Tipperah,

—গৌণ দিক—

Award

Budhimantajit Singh Rajkumar Net making loom

লাইরিক পাদবা, ওয়ারী তাদবা হায়বসে মীওয়বাগী মতম কুই-রাবা সভ্যতাগী উত্তরাধিকারী ওয়বা কংদাবনী।

"আর্থিক অসাম্যের উপদ্রব থেকে মানুষ মুক্তি পাবে মার কাট করে নয়, খণ্ড খণ্ড শক্তির মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

The Daily Mail
BLUE BOOK
ON THE
INDIAN CRISIS

★ ★ ★

FOREWORD

By—VISCOUNT ROTHERMERE

This pamphlet contains the vital facts about the crisis which we have reached in India

I have caused them to be published because upon the right solution of this crisis depends the whole future of the British Empire

That solution lies in the hands of the 29,500,000 voters of Great Britain

It falls to them to wreck or to maintain the great position which our forefathers built up in India. To use this power wisely they must have knowledge of the issue

India is not only the "brightest jewel in the British Crown" She is the "white sapphire pivot" which supports the whole complicated movement of our national economic system

If we lose India, we lose our Imperial standing among the nations of the world

The reason why we are in danger of losing India is that this life-or-death problem is obscured by ignorance, indifference and sentimentalism Under these conditions fundamental changes are being forced through in India for which she is not ready

Our generation will betray its country's glorious past and imperil its whole future if we let ourselves be forced or fooled into surrendering the beneficent authority that Britain has exercised so long over our great Indian Dependency.

April, 1931

—:O:—

THE TRUTH ABOUT THIS INDIAN TROUBLE.

BY—SIR MICHAEL O DWYER G C I E, K G.S I
Formerly Lieutenant-Governor of the Punjab

The British Empire in India is the greatest achievement of our race It has been built up by the

blood, the brains and the energy of our ancestors. During 150 years it has given peace, security, increasing well-being and honest administration to a medley of hostile races, conflicting creeds and jarring castes who had never, but for a few brief periods, known those conditions before To day those peoples number 350,000,000—speaking 222 languages—one fifth of the human race The only bonds that hold them together are British protection, British justice, the authority of the British Parliament **Those bonds are now being broken**

The Socialist Government, with the acquiescence of the Liberals and some illusory reservations—known as Safeguards—from the official Conservatives, proposes to transfer this tremendous responsibility both in the provincial and all India Governments to "Indian hands",—in practice to a narrow oligarchy of high caste Hindus, under the domination of the seditious Congress and Mr Gandhi. Their avowed object is to oust British control, and British trade, and to establish a tyrannical Hindu Raj in place of the King-Emperor's impartial and beneficent rule.

This design is bitterly resented by all the other communities, who slightly outnumber the Caste Hindus, as leading inevitably to a renewal of the chronic civil war and foreign invasions from which British power alone has rescued India. But the present Government, in their ignorance of, or unwillingness to face, Indian realities, have allied themselves to the clever Brahman politicians who for 40 centuries have stood for privilege and class ascendancy, and are hostile to every democratic principle

The stock arguments of the Indian Nationalists are :—

(1) That Great Britain attained the supremacy of India by methods unscrupulous and dishonest.

(2) That there has been in recent years a tremendous growth of national feeling in India, which can now claim to be a Nation.

(3) That legitimate demands for self-determination are being brutally repressed because Britain desires to go on exploiting the

subject races.

These specious appeals are eagerly swallowed by the I L P. group of Socialists, who have just declared for immediate independence, and have misled many who honestly desire a just and generous policy in India. In fact, they are a tissue of falsehoods

The British public can usually be trusted to come to a right conclusion *if it knows the facts* **The present writer puts forwards some leading facts Which cannot be seriously challenged**

The Indian sub Continent has never been a nation nor been self-governing It was always, prior to British rule, at the mercy of the invader The aboriginal Dravidian and Mongoloid in-habitants were 3000 years ago driven into the mountains or the south by ruthless Aryan invaders (from whom the present Caste Hindus claim descent) who under the inhuman religious and social code framed by their Brahman leaders condemned ths conquered to be hereditary outcastes, or *Untouchables*.

Hindu Intolerance

To-day these number 75,000,000, and such alleviation of their miserable lot as is possible is due to the British Raj which treats them as *equal before the law, and* the Christian missionaries who regard them as God's children Gandhi now warns us that under Swaraj the British and other Christian Missions will be expelled There are also 10,000,000 Buddhists, chiefly in Burma, 6,000,000 Indian Christians, mainly converts from the Outcastes, 4,000,000 Sikhs and half-a million Europeans, Anglo Indians and Parsis.

But the British, though few in numbers, are the backbone of the defence, the civil administration and the commerce and industry of the Indian Empire That all-important fact was deliberately ignored in the Round Table Conference.

The Caste Hindus number about 170,000,000, sub divided into thousands of sub Castes, closed compartments to one another. The Hindus owing to this separatism have never been able to create any great political organisation of their own , but for 40 cen-

turies they have cruelly oppressed the lower castes and outcastes. Their power was temporarily broken by the continual Moslem invasions from the 10th to the 18th centuries, when Arabs, Afghans, Persians, Turks, Moghuls, Afghans and Persians again, overran India

The 80,000,000 of Moslems in India to-day, the greatest minority in the world, are the descendants of the conquerors or converts who ruled India for seven centuries, and, owing to their more martial character and traditions of rule, hope to rule again if British rule were withdrawn They have loyally accepted our rule, they would never submit without a desperate struggle to a Hindu majority

The British came to the front in the second half of the 18th century when the Great Moghul Empire collapsed under the shock of Afghan invasions and internal civil war The British, after a struggle with French rivals, gradually filled the void and with the active support of the various Indian races, who welcomed any power that would end the general misery and anarchy, over-came their Indian rivals and established direct rule over British India and paramountcy over the Native States (now containing 80 millions of people), many of which they restored or re-established

Two great historical facts stand out :-

a) Before British rule no invasion of India by sea or land ever failed And why? *There was no Indian nation to resist the invader.*

b) Since British rule no invasion of India has succeeded *The British Indian Army holds the Northern passes, the British Navy (to which India makes no contribution) guards the sea*

Therefore, if any Power, apart from the aboriginals, has a right to rule India, it is surely not the Hindus, who were never able to resist the invader, but the British who alone have been able to protect it from external aggression and civil war

We have even a stronger claim, we alone have promoted the well-being of the Indian masses and made India the most prosperous country in Asia to-day. Compare it with Persia or China, both

devoid of nearly all the elements of civilisation and progress—railways, roads, great irrigation works, security for the tiller of the soil, schools, colleges, hospitals, the great cotton, tea, jute, coffee, coal and other mining industries, which British capital and British enterprise have established in India £600,000,000 of British capital are sunk in the 40,000, miles of railways and the 30,000 000 acres of irrigation which have abolished the chronic scourge of famine In the other great industries probably another £400,000,000 of British capital are sunk, giving employmet to millions of people

A Land Transformed

The writer may give an instance from his own experience We took over the Punjab 80 years ago It had then an area of 80,000,000 acres of which 12,000,000 only were under precarious cultivations. The average value was then five shillings an acre There were no roads, railways or canals When he left the Punjab in 1920 there were, as the result of security, railways and canals, 30,000,000 acres under cultivation, 12 000,000 acres irrigated, and the average value was £25 per acre Thus the capital value of land had risen in 70 years of British rule from £3,000,000 to £750,000,000 The splendid Punjab peasantry showed their gratitude by providing 360,000 fighting men in the Great war! The urban intelligentsia provided 80 men! This marvellous work could not have been effected without British capital and British agency, and to day the Hindu politicians, with the co operation of our Government, are driving out both

Few people realise that outside the Army the total number of British officials in all the civil departments is only some 3,000, for a population of 350,000,000 They are the men who have set the standards of integrity, impartiality and efficiency, and trained thousands of capable Indian colleagues and subordinates If they are further reduced the whole administrative machine, now steadily deteriorating, will rapidly crash The Indian masses to a man desire them to

stay. Already more then half the highly paid offices, Members of the Supreme and Provincial Govenments, High Court Judges, etc, are held by Indians. Out of 2,300 judicial officers, only 250 are British. No ruling power could have shown a more unselfish desire to give a great share in the administration to the Indian peoples. Unfortunately the high caste Hindus, who, having gained most from our rule, now desire to expel us, have secured the lion's share, the Moslems, Sikhs, Depressed Classes, Anglo-Indias and other minorities who complain that they are not getting fair play now would have little chance under Swaraj

The Indian administration is the cheapest in the world, taxation averages less than ten shillings per head, cost of defence under half a crown, as compared with £15 and £2½ in England

Disraeli once said that he had no confidence in any statesman who attempted to solve the problems of a country without a knowledge of its history and of the lessons to be drawn from that history. The present Government are trying to solve the most difficult problem in the world by lofty phrases and high sounding formulas—Self-determination, Dominion Status, Federation, etc—but without any real knowledge of India's past history or present conditions The Prime Minister alone has some personal knowledge of India The ignorance and self-complacency of his colleagues move those who do know to laughter or to tears The Government, eager to do something truly spectacular, have deliberately ignored the practical recommendations of the men who knew—the Simon Statutory Commission, Sir John Simon, the greatest expert to-day in Indian affairs, was never asked his opinion even privately, much less given the opportunity to state his views to the Conference

India's Creeds and Races

India's 350,000,000 include every religion and every race known to Europe and Asia. The two leading religions are to-day "hating (and often killing) one another for the love of God"!

To take one out of a score of recent examples. In cawnpur (a city of 250,000 people) on March 24, the Hindu majority attacked the Moslems because they refused to close their shops in respect for the Hindu and Sikh "martyrs" hanged for murdering a British and a loyal Indian official A general massacre was the result; within a few days 1,000 people, chiefly Moslems, had been foully murdered and several thousand wounded !

Mr Gandhi, whose leadership the Hindu majority blindly accepts, denies (Times, April 4) that British troops are necessary in communal disturbances, and with inhuman callousness he contemplates that after his Swaraj is established these disturbances "*may perhaps end in the exhaustion or destruction of one community or the other*" Yet this is the man with whom Lord Irwin negotiated on equal terms and to whom the Government here have humiliated themselves to secure his coming to London as India's plenipotentiary and an Apostle of Peace !

At Delhi 11 years ago an Irish Nationalist who had come to India with a great admiration for Gandhi, after a fortnight's close intercourse with him said to the writer : "That man is the biggest impostor that ever fooled a credulous people or frightened a cowardly Government" The British Government is still frightened of Gandhi. But the Moslems have at last seen through this astute charlatan, with his ascetic pose. Their Conference, in replying to Gandhi (Times, April 9), declares :—

"Mahatma Gandhi sowed the seed of defiance of the law in April, 1930 In due course the crop is ready in the shape of rioting, massacring and inhuman atrocities. Instead of repenting and exerting himself to undo the mischief he had done, he takes shelter in mystic murmurs of pursuing the path of justice while the country is being deluged with the blood of the innocent"

Moslem Waring to Britain.

They state that the attitude of the Hindu majority will lead to civil war, and warn the Government

here and in Indian that "their continued pandering to the Congress will create a condition of affairs in India that will spell the complete ruin of this unfortunate country"

No such indictment has ever been brought against the British Indian Government, hitherto strong in its impartiality and its power to protect the weak But who can deny its justice? The Government release Gandhi and the thousands of Congress law-breakers in February to create a favourable atmosphere for their scheme of abdication The law breakers, seeing that Government was afraid of them, promptly set themselves to terrorise the Moslem, British and other minorities The massacres of Cawnpur, Agra, etc, were the first results of the much vaunted Irwin-Gandhi pact, the cowardly murder of Mr Peddie, the Magistrate of Midnapur, followed, and the bereaved father ascribes it to the release of the Hindu seditionists

Majority—i e, Hindu—Rule Means Civil War.

The Government were forewarned over a year ago by the writer that these would be the inevitable results of ill timed clemency They had other warnings. In the Minorities Sub Committee a Sikha delegate stated emphatically that any attempt to enforce majority rule in the Punjab, where the Sikhs, though only one ninth of the population, ruled both Hindus and Moslems for 70 years before the British came, would mean civil war Equally emphatic testimony was given by a great Mohammedan magnate and distinguished soldier The writer introduced him on the closing day of the Conference to a former Prime Minister My Punjab friend at once thundered out—"To-day, Sir, you are throwing away an Empire You are preparing the way for civil war in India and opening the gates of India to the Bolshevists" To day the Congress leaders openly talk of the coming war for which they are busily preparing. We know that many of the Native States are rapidly increasing their armed forces in view of the coming struggle, having lost faith in our

power to protect them.

The Eederal ideal, which the Government believe to be realisable almost at once, is at best but a distant one, as the Simon Commission and even the Government of India admit. The Princes, though many of them do it lip service, regard it with distrust, as reducing the authority of the King-Emperor, which they have always loyally supported, to a mere shadow

The Federal scheme envisaged by the present Government contemplates that steady elimination of the Crown and Parliament from any effective control With the disappearance of the only bond that has given the Indian Empire protection, security and political unity, the component parts will fall to pieces like a pack of cards and India will relapse into anarchy and civil war such as have prevailed in China for the last 20 years

It may be asked, what is the alternative ? To first step is to restore order, the next, as persistently advocated by Mr. Churchill and the Indian Empire Society, is to ake up the proposals of the Parliamentary or Simon Commission While giving almost complete autonomy to the Provinces—many of them larger and more populous then Great Britain—with certain safeguards, which will require amendment in view of the now patent danger of transferring Law and Order to Indian control, they rightly keep the all-India Government, though about half its members will be Indian, *responsible to British Parliament*

Self-rule Needs Learning

Put in other words, Indian politicians must prove their loyalty to the King Emperor and the British connection, and their capacity to administer the affairs of their own Provinces, maintaining security and giving fair play to minorities, before aspiring to control an Empire of 350,000,000. Is this an unreasonable demand ?

The obvious conclusions are :—

(1) Historically and morally we have a better right to rule India than the Hindus or any other race We alone have proved our capacity to protect, unite and develop it.

(2) We cannot, in justice to the Indian peoples, of whom only 8 per cent are literate, transfer our ultimate responsiblity for their welfare and advancement to Indian control

(3) Any attempt at such a transfer to the urban Hindu oligarchy, who wrongly claim to represent the Indian peoples, over 90 per cent of whom live in villages, would inevitably lead to civil war

(4) We have also to consider the vast British interests and the safety, now so often threatened, of the thousands of British men and women scattered over India, they cannot be adequately protected by the formula "Responsibility with Safeguards" as weakly accepted by Liberals and Official Conservatives, for Gandhi and his followers have made it clear that they will recognise no Safeguards for British interests, but will expel every trace of British influence from India directly they find themselves in power.

—M. F O'DWYER.

VITAL INDIAN FACTS AND FIGURES.

MOST MOTLEY LAND ON EARTH

What is India ?

Not a country, but a Continent

Not a Nation, but a Noah's ark of races, religions and tongues

India never had—

Unity, security, peace, justice communications, public health

—until the British came

Modern India is a British Creation

Britain's relations with India began with commerce They developed into conquest, not by design, but under pressure of circumstances and against the national will

We went to India to find trade We ended by founding an Empire Great Britain has never drawn any funds from India except for Indian purposes, or for common interests like the Great War.

She has allowed the Indian Government to put heavy duties (now 15 per-cent.) on imports of British goods

Indian States.

Under Native Princes, dovetailed into British Indian territory (700,000 square miles) Number of States, 600. Population, 80,838,527. One-third of India in area, nearly a quarter in population. Not British territory, but under the suzerainty of the King-Emperor.

Their relations to the Crown are defined by treaty They (1) manage their own internal affairs, (2) collect their own taxes, (3) make their own laws, (4) maintain their own armed forces—all under the advice of British residents

Their foreign affairs are in the hands of the Crown, which is formally pledged to respect their privileges There is a Council of Princes to discuss their common interests

These States range in size from princely realms like Hyderabad (pop 14,395,000), which is larger than England and Scotland together, down to Mount Abu (pop 4,500), and Lawa (pop 2,700), in Rajputana, which are hardly more than country estates

Languages

222 different languages are spoken in India, nearly all mutually unintelligible. Hindustani is the most widespread English is the official language, and the one used by educated Indians of different tongues to communicate with each other

2,500,000 natives of India can read and write English – 16 per thousand males, 2 per thousand females

Religions

India is a land of infinite religious diversity Two-thirds of its population are Hindus of various grades This religion claims about one-half the people of the British Empire, and one eighth the population of the world if out-castes are included.

Hindus worship an immense number of gods Their outlook on life is entirely different from that of Europeans, Their religion is highly formalist, and prescribes rules for every detail of daily life **The foundation of the Hindu social system is caste.**

No man can get out of the caste in which he is born, he must marry within it Generally, some particu-

lar occupation is followed by each caste.

There are about 2,300 castes. The chief are :—

The Brahmans— priests and teachers

The Kshatryas—warriors

The Vaishyas— traders and peasants

Below the elaborate gradation of castes come the Untouchables, who form 30 per cent of the Hindu religion. They are supposed to be the descendants of a forgotten conquered race 'For all other Hindus they cause pollution by touch and defile food or water" (Simon Report) In the villages they live in separate quarters, and eat food which no other section of the community would accept.

Cruel Hindu religious practices like Thuggism (the sacrificial murder of travellers) and Suttee (the burning alive of widows) have been forbidden by our Government in India Temple prostitution and child marriage still remain

Scattered about everywhere among the Hindus, and equal to about one-third of their number, are the Indian Moslems, descendants or converts of Mohammedan invaders from the North-West. Their religion is much closer to Christianity than Hinduism. For Moslems there is only one God, and Mahomet is His prophet. Moslems are in the majority in Bengal, the Punjab, the North West Frontier Province, and Baluchistan

Between Hindus and Moslems exists a fierce hostility Their religions clash on many points The Hindus have the advantage of numbers, the Moslems that of fighting capacity From 1923 to 1927 there were 450 reported killed and 5,000 injured in Hindu-Moslem fights The real casualties were doubtless many more On March 24, 1931, a terrible massacre of Moslems by Hindus broke out in Cawnpore, at least 1,000 are believed to have perished.

Principal Public Works.

British rule has equipped India, alone among countries on the Continent of Asia, with the machinery of Western civilisation

Irrigation

India's rainfall is irregular

and in parts very scanty. Native irrigation depends on wells and tanks.

By erecting enormous dams, the British have irrigated nearly 30, 000,000 acres The Sukkur Barrage, in the Northern part of the Bombay Presidency, will be, when completed, the biggest in the world. Total cost : £14,000,000 Area to be irrigated : 5,500,000 acres. Expected return on capital 5 per cent.

The Sutlej Valley Works will irrigate 5,000,000 acres at higher cost These works have eliminated famine

How India is Governed.

Till the Montagu-Chelmsford "Reforms" of 1919 the Governor-General (Viceroy) was the supreme authority for the whole of British India Provincial Governors were only his agents, He made the laws, with the assistance of a Legislative Council, at first nominated by himself, then, after the Morley-Minto "Reforms" of 1909, partly elected by direct vote of Moslems and Hindus polling as separate communities The control of the Governor-General over legislation was complete Lord Morley, the Secretary of State for India, said :—

"If it could be said that this chapter of reforms led directly or indirectly to the establishment of a Parliamentary system in India, I for one would have nothing at all to do with it"

In 1917, during the Great War, Mr. E S. Montagu, who had become Secretary of State for India, announced his intention of arousing the natives of that country from what he termed "their placid, pathetic contentment" On Augut 20, 1917, he stated in Parliament that

"the policy of H M. Government is that of increasing the association of Indians in every branch of the administration, and the gradual development of sef governing institutions, with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire

Progress in this policy can only be achieved by successive stages The British Government and the Government of India.. must be the

judges of the time and measure of each advance.

The Montagu-Chelmsfor Report. by the Secretary of State and the Viceroy, was signed in April, 1918. *It recorded* that "India is still 'a country marching in uneven stages through all the centuries from the fifth to the twentieth'" It admitted that "the number of Indians who really ask for free institutions does not exceed 5 per cent of the population" Nevertheless it recommended the gradual realisation of provincial autonomy, leading on to the control by the people of India of matters concerning the whole country The report provided for "a searching review" of this development by investigating bodies appointed by Parliament at twelve-year intervals The Simon Report is the result of the first of these investigations

In 1919 the Government of India Act brought the Montagu-Chelmsford 'Reforms" into operation It maintained the indisputable authority of the Governor-General "in essential matters"

The Central Government retained control over :

Military matters	Income tax.
Foreign affairs	Currency
Customs	Public debt
Railways	Commerce and shipping
Posts and Telegraphs	Civil and criminal law

The Provincial Governors and their Legislative Councils were allowed to exercise authority over :

Local self-government	Land revenue
Public health	Famine relief
Educations	Agriculture and forest
Public works	Magistrates and police

The Provincial Councils are 70 per cent elected One-tenth of the population was found capable of exercising the vote, but, owing to illiteracy, the ballot papers have to bear symbols as well as names by which to identify the candidates. There are separate electorates for non Moslems, Moslems, Indian Christians and Anglo-Indians. Women may vote, but very few have qualified to do so. As no. "Untouchable" has a chance of

being elected, Provincial Governors can nominate council-members to represent them.

The most conspicuous result of this extension of local autonomy to the natives of India has been a marked fall in the efficiency of the administration. Graft, jobbery, the sale of justice and the use of family influence are rife

> "India is the pivot of our Empire If this Empire loses any other part of its Dominions, we can survive But if we lose India the sun of our Empire will have set"
>
> *Lord Curzon, on leaving for India as Viceroy-Designate, December, 1898*

IF WE LOSE INDIA—! SEPARATION MEANS MUTUAL RUIN

BY VISCOUNT ROTHERMERE

Daily Mail, March 4, 1930

By the blunders of successive British Governments, the break-up of India has been brought within the bounds of possibility. It would inevitably be followed by the break-up of the British Empire.

India is as essential to Great Britain as Great Britain is to India. We need India as a market for our goods India needs British administration as the safeguard of her internal peace and justice, and British defence as a guarantee against foreign invasion

India is Britain's best buyer. She takes £85,000,000 worth of our exports every year

This valuable Indian market is entirely of our creation It has been bought by British lives and built up by British capital through nearly two centuries of patient and benevolent British rule If we had not gone to India she would still be in a state of semi barbaric anarchy, unable to buy the products of civilisation from anyone—unless she had meanwhile been conquered by some other Power, which would very probably have reduced her to an economic subjection such as we have never attempted to establish

Indulgence Abused.

The independent Indian princes, who know their own race intimately,

are always telling us that we have shown too much indulgence to British India. We do not intend to change that policy, but the mass of public opinion in this country is determined not to allow the fate of the 320,000,000 people of India to be ruined by the folly of a handful of excited Nationalists, who do not amount to 1 per cent of their number **We want no more surrenders to Indian agitators.**

These agitators demand immediate Dominion Home Rule for India, accompanied by the removal of British administration, the British system of justice, and the British Army, together with the appointment of an Indian Ambassador to Moscow That would mean immediate anarchy and the destruction of all the splendid work which five generations of Britons have done in India

The extremists have recently received encouragement from the unwise declaration of the British Viceroy, which renewed the promise of Dominion status to them. This rash promise has been misinterpreted as the pledge of an immediate grant of responsible government, which India will not be ready to exercise for generations to come, and which can never be granted except at the absolute discretion of Great Britain In making this promise the Viceroy had the support of even Conservative statesmen at home, who thereby showed their complete incapacity to understand the Indian situation and the grave Imperial perils which have arisen from it

The leaders of the noisy Nationalist minority now threaten a 'war" upon British authority in India They will boycott British goods, refuse to pay taxes, and propose to employ force to break down the Government salt monopoly, which is one of its chief revenues. The present Indian Government remains inert under this defiance, and even allows the State telegraphs to be used for the organisation of rebellion

We are adopting in India a policy of propitiation and of concession to clamour In the East this is always fatal.

The aim of the Indian antagoni-

sts to British rule is to kill our trade with India by excluding all British products from their markets A grave step in this direction was actually taken last week in the Budget introduced by a British official in the Indian Government, the Finance Member of the Legislative Assembly, Sir George Schuster,

—

WHAT INDIA MEANS TO US

BY VISCOUNT ROTHERMERE

Daily Mail, May 16, 1930

"There is, I know, a school who say that we might wisely walk out of India, and that the Indians would manage their own affairs better than we can manage affairs for them Anybody who pictures to himself the anarchy, the bloody chaos, that would follow from any such deplorable step must shrink from that sinister decision"

These are not my words, profoundly though I believe them to be the unalterable truth They were uttered in the House of Commons twenty-three years ago, by one of the greatest democrats who ever sat there. He was a man in whose soul lived a deep and instinctive hatred of all imperialistic exploitation, and whose sympathy for his fellow human beings, of whatever race or colour, was genuine and deep, besides being more firmly founded on facts than are the sentimental delusions of many politicians in high places to-day.

The speaker of these words of wisdom was that great Liberal statesman, "Honest John Morley" and they were inspired by all the knowledge and responsibility of his position as Secretary of State for India

Our Indian Empire would not be drifting into revolution, and the world towards a terrible Asiatic crisis, if men of the wisdom and calibre of Morley were in charge of that great Dependency to-day

Self-conceit of Small Minds

His clear vision of the facts of the Indian situation was not obscured by the complacent conviction, held by our Socialist Ministers and their sloppy-minded auxiliaries on the front Conservative bench, that their own political sagacity has discovered the short cut to an Indian millennium. John Morley was

content to carry on, worthily and patiently, the great duty he had inherited from generation after generation of the splendid British administrators who have been civilising and serving that vast Oriental sub Continent for 250 years.

His practical mind was filled with facts, not vague sentimental prejudices He saw plainly the danger of the policy of scuttle and abandonment in India which passes for high statesmanship the Socialist and semi Socialist politicians on both sides of the House of Commons

"How should we look in the face of the civilised world" John Morley once asked a meeting of British electors "If we turned our back upon our duty and sovereign task? How should we bear the smarting stings of our own consciences when, as assuredly we should, we heard through the dark distances the roar and scream of confusion and carnage in India?"

I warn the men and women who read this article that their responsibility, as electors of Britain and therefore as rulers of India, is just as great and far more urgent to-day,

Surrendering an Empire

The grim news that is continually reaching us from India, of British soldiers murdered, faithful Mohammedan police clubbed to death or burnt alive British women and children huddled into forts or fleeing by train, the great frontier fortress of Peshawar for days together in the hands of Indian revolutionaries trying hard to lure the wild tribes across the Afghan border into an invasion of the frontier provinces, the law openly defied, the Union Jack tampled under foot, the Viceroy's train bombed, stores of smuggled weapons found and more arriving, and—inconspicuous but very serious—the warlike Sikhs, of whom many regiments of the Indian Army are composed, resolving to support Gandhi's revolutionary movement—these are not dramatic, unreal incidents in some picturesque cinema film, but deadly threats to the lives and well-being of British subjects, not only in India itself, but here in Great Britain also. We inherited an Empire so intact that we took its continuance for granted

But if we prove unworthy in the administration of what our fathers won and held, our inheritance will fall in ruins about us

For India is the linch-pin of British Empire. If we lost India the Empire must collapse—first economically, then politically. When Charles II 's marriage brought this country the island of Bombay as his wife's dowry, the foundation was laid of the British Dominions overseas Without India we should never have gone on to annex and administer Singapore and the Malay States. Without these we could never have held Australia and New Zealand, nor should we ever have built up what was for so long the immensely valuable British market in China, based upon the Crown Colony of Hongkong

Why, then, deliberately saw asunder the central geographic link in the world-wide chain of the British Commonwealth ?

The Crowning Blunder in India

By a fresh proclamation issued earlier this week that semi-Socialist, Lord Irwin, renewed the futuous and impracticable pledge of Dominion status for India which encouraged by the connivance of his intimate personal friend, Mr. Baldwin, he issued last November

The promise of Dominion status should not be confirmed but cancelled It takes two to keep a bargain We are released from ours by the open proclamation of the intention of the Indian Nationalists to secede at the first opportunity Dominion status would give them that opportunity It means much more than did the "self-government" vaguely held out in 1917 as an ultimate condition for them by the late Mr E S Montagu, the young Jewish banker who so disastrously obtained responsibility for our Indian affairs during the war

Since the Imperial Conference of 1926, "Dominion status" confers not only the rights to maintain an army and have diplomatic relations with foreign countries. It is now admitted to imply full freedom to leave the Empire without let or hindrance, and that is exactly what the Indian Nation-

alist agitation is meant to bring about.

The Montagu-Chelmsford scheme for "Indianising" the government of India was itself a concession to panic These "reforms" were rushed through Parliament in the hope of creating "a favourable atmosphere" for the Amritsar Congress of 1919 But though they were accompanied by an amnesty for hundreds of robbers and murderers, the anti-British spirit at Amritsar proved of unprecedented violence

The Indian revolutionaries assembled there even carried a motion for the recall of Lord Chelmsford, the Viceroy, who had so foolishly attempted to propitiate them So much was on our hands in that historic year of the Peace Treaty that these things passed almost unnoticed here at home

But the Montagu-Chelmsford "reforms" were not intended to be more than an experiment It was expressly provided that after ten years they should be examined into by a Commission. That Commission, under Sir John Simon, is now about to present a belated report.

Not a Nation

Our white Dominions grew to autonomy by slow development based on the inherited traditions of their race. But for India, which in all her history has never had a day's experience of democratic institutions, complete self government is demanded almost overnight The Aga Khan, one of the most cultured and well-informed men, not only in India, but in the world, has said "Generations must pass before India is a nation" The Maharajah of Burdwan, who represented India at the last Imperial Conference, wrote recently · "I cannot imagine any other India, at least for a long time to come, but a British India It would be well," he added, "for the British public to realise how very different an Indian electorate of to-day is from a British constituency. In fact, so different are they that to draw comparisons between them would be useless if not mischievous."

Who, on the other hand are

the Indians who are clamouring for us to renounce the charge assumed by our forefathers ?

Gandhi, their leader, is not even a native of British India. He has never been a citizen of the Empire whose allegiance he is stirring up the people of India to repudiate. He was born in a native state of Gujerat, of a family belonging to the money-lending caste **Greedy Jobhunters.**

Outside a numerically insignificant group of some 400,000 semi-educated Babus, who hanker for the spoils of minor office in a native Administration, none of the peoples of India wish to see an end of British rule, though the craven passivity of the present Indian Government in the face of flagrant provocation has convinced masses of the country's ignorant millions that the British are, in fact, about to be driven out.

To call this Indian agitation "nationalist" is a ludicrous misuse of words. How can the Hindus claim to speak for the imaginary "nation" of India when 60,000,000 of its people are regarded by them as creatures less than human ? For that is the fate of the "Untouchables," a body of outcastes, scattered throughout the length and breadth of the land who, until the British came, were the slaves of their Hindu masters They are still kept in deliberate degradation by the very men who are claiming to be made the masters of India. Can British trade unionists feel genuine sympathy for caste ridden Hindus who treat most of their poorest class of manual workers worse than a British working-man would treat a mongrel dog ?

These "Untouchables" are denied education by their Hindu brethren They may not possess or read the Hindu scriptures, or ever enter a temple, or send their children to school The "Untouchables" may not draw water from public wells, so that their sufferings in time of drought are dreadful. They may not even set foot in a court presided over by a Hindu judge. If they want justice they must wait outside and state their case through an intermediary.

—

If We Left.

British commercial interests in India are being deliberately strangled. Do electors here at home yet realise that without our Indian trade it would be utterly impossible for the dole and pension services of this country to be maintained ?

What the Indian agitators want is to force us to hand over India to the tyranny of a Hindu oligarchy, which would be the most jealously exclusive and the most shamelessly corrupt the world had ever seen This would not bring peace to India—only oppression, extortion. civil war, slavery, famine, epidemics of disease, and, in the end, foreign invasion.

We cannot turn our backs upon our duty and compound with the open enemies of Britain. To do so would be such a cowardly betrayal of great trust as would blacken our nation's name for ever.

British rule in India is irreplaceable. Our duty there is not to argue with base agitators BUT TO GOVERN.

HINDU V. MOSLEM : THE UNBRIDGEABLE GULF.

Gandhi is trying to bluff the British nation into believing that he represents India

He imposed this fraud upon the ex-Viceroy. Lord Irwin received and consulted Gandhi He neglected the leaders of other communities and groups of much greater importance. By his tame acceptance of Gandhi's pretensions the ex-Viceroy did more then anyone to raise the standing of this agitator in the eyes of his fellow-countrymen

Gandhi and his group of noisy Nationalists have no right whatsoever to speak for India. The census returns show that beyond dispute

Two great communities predominate in India—the Hindus and the Moslems Religion is far from being their only ground of difference. In race, culture, and habits they are separated much more widely than any two nationalities of Europe Between them exists what the Simon Report calls.
"a basic opposition, manifesting

itself at every turn in social custom and economic competition, as well as in mutual religious antipathy"

There was bitter hostility between Protestants and Catholics in Europe at the time of the Thirty Years' War. When the Protestant city of Magdeburg fell in 1631, its entire population of 40,000 people was massacred. An even more savage hatred prevails in India to-day between Hindu and Moslem

The all-India Moslem Conference declared at Delhi a fortnight ago that "the wanton aggressiveness of the Hindus will lead to civil war"

Cawnpore Horror

The terrible slaughter of Moslems by Hindus at Cawnpore last month entirely justifies this warning

The full horror of the butchery was deliberately concealed in the official reports

At first the numbers killed were "estimated" at 150, then at 250 Independent enquirers on the spot belive that least 1,000 men, women, and children were done to death under atrocious circumstances.

Because Cawnpore Moslems would not join in public mourning for the executed Hindu murderers of a British officer, the Hindus locked whole families in their houses and burnt them alive, flung babies into cesspools, and cut the throates of every defenceless Moslem they could find

Gandhi is a Hindu of the moneylending caste. He is scheming to come to the next Round Table Conference in London as the sole representative of both Hindus and Moslems.

As Shaukat Ali, the Moslem leader, has declared, he is trying to split the Moslems in order to establish Hindu domination in India. The Moslems Conference has emphatically rejected the idea of being represented by a Hindu. They will send a separate delegation to remind our ignorant and unpractical politicians that Gandhi and the Hindus he claims to represent form hardly a bare majority of India's population

The Untouchables

In British India, excluding the

native States, there are 60,000,000 Moslems and 163,000,000 Hindus. But 44,000,000 of these Hindus, according to the Simon Report, belong to the class known as "Untouchables"

They are pariahs, rejected and despised by the Hindu community, who treat them far worse than any Englishman would treat his dog

These poor wretches, because of some imaginary religious taint, must not touch the food or clothing of a Hindu, must not draw water from the same well' send their children to the same school, or seek justice in the same court. To accept Gandhi as the representative of the downtrodden "Untouchables" would be like receiving the Chief of the Ogpu as the spokesman of the convictslaves in the Soviet timber forests

It is therefore Gandhi's aim to put nearly 107,000,000 of various races and religions in British India under the tyranny of 119,000,000 Hindus

The "Untouchables," if their outcast condition allowed them to know anything at all, would beg for the continuance of British rule, which is their only protection against the cold-blooded inhumanity of the Hindus. The native Christians know that a Hindu Administration would be even harsher to them than to the "Untouchables" And the Moslems, though confident in their own physical superiority over the weedy Hindu race, realise that the success of Gandhi's schemes would reduce them to a minority always on the defensive against persecution.

Unceasing Hostilities

Left to themselves the two communities would be instantly at each other's throats. The Cawnpore massacre was no isolated outbreak Violent clashes are of almost daily occurrence Lord Irwin in 1927 stated that during the previous 18 months 250 to 300 people had been killed, and over 2,500 injured, in Hindu-Moslem riots. With that smug sententiousness which enables him to gloss over the most unpleasant facts, he added the comment that "we have been forced to look upon the abyss of unchained human

passion that lies too often beneath the surface of habit and law."

Gandhi himself has cynically said that when he has got the British Army out of India "a civil war may be necessary even if it means that one community disappears."

To discuss self administration for India while this great cleavage cuts right across the life of the whole country is pure waste of time. To quote Lord Headley, a British convert to the Moslem faith: "Hindus and Moslems can never truly coalesce because their religions are as far apart as the poles."

The Moslems will never consent even to the abolition of the present system of voting in separate communities at local elections Their mistrust and dislike of their Hindu neighbours are unalterable

A Crazy Policy

These conditions make Dominion status impossible for India. For that status national unity is indispensable. This in-turn implies the willing submission of the minority to the majorty. Such a condition of affairs is unthinkable to both Hindu and Moslem

All these Commissions and Reports and Round Table Conferences are no more than sand castles, which the irresistible tide of racial prejudice will wash away Yet it is no such frail foundations that some crazy sentimentalists in this country would have the future fortunes of both India and Britain rest

Let us cease talking folly and face up to our responsibilities. Our duty in India is plain It is to keep the peace within her frontiers and upon them

No other nation in the world can fulfil that task Posterity will regard it as the greatest mission of the British race For close on two hundred years, at the cost of untold thousands of British lives lost by battle or disease, we have given to India internal and external security.

The British Army in India, and the Indian Army under its British officers, are the pillars upon which the great structure of civilisation

we have raised there stands Directly British defence and British control were withdrawn, carnage and chaos would begin, and among the first throats to be cut would almost certainly be those of the mischievous agitators who, financed by native interests covetting our trade, are trying to bluff, blandish and bully us out of India * *

* ৫ পুস্তকের কতক অংশ পুনর্মুদ্রিত হইল। কুমার পূর্ণেন্দুকিশোর দেববর্মার সৌজন্যে।

মা লক্ষ্মীর কৃপায় আপনার ভাগ্য আজ খুলতে পারে।

তাইতো, পরীক্ষা করুন—

ভাগ্যলক্ষ্মী লটারী হাউস

মোটর ষ্ট্যাণ্ড, আগরতলা—

থেকে টিকিট কিনুন।

"ভারতের সমস্ত রাজ্য লটারীর টিকিটের অন্যতম বিক্রেতা"

CONTACT FOR

- RUBBER (BUDED STUMP)
- CITRONELLA
- COCONUT

PLANTATION, READY STOCK AVAILABLE AT OUR NURSERY

JAIN TEXTILES & CO.

H. G. Basak Road, Agartala. Phone :—398

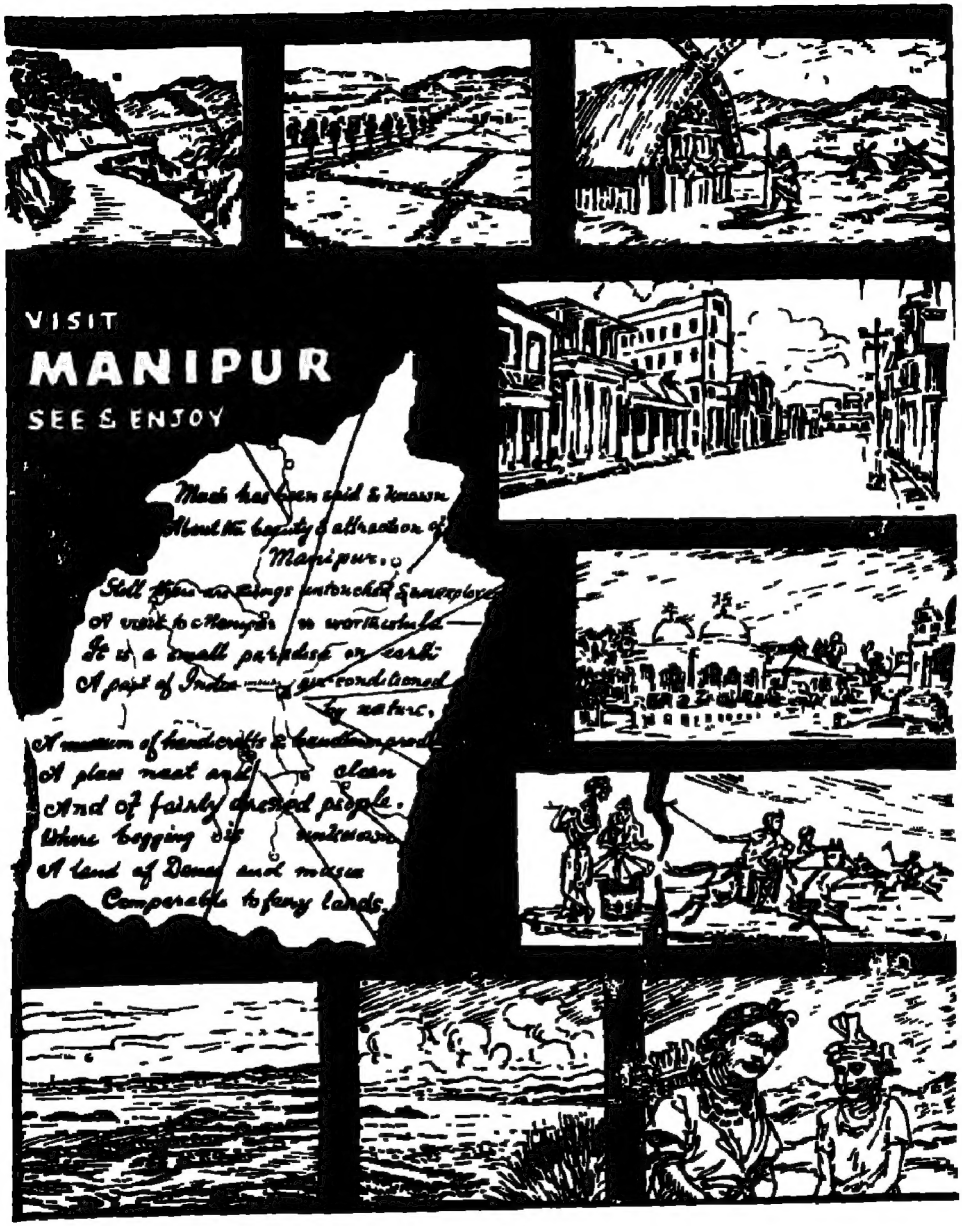
VISIT
MANIPUR
SEE & ENJOY
Much has been said & known
About the beauty & attraction of
Manipur.
Still there are things untouched & unexplored
A visit to Manipur is worthwhile —
It is a small paradise on earth
A part of India — air conditioned
by nature.
A museum of handicrafts & handloom products
A place neat and clean
And of fairly dressed people.
Where begging is unknown
A land of Dance and music
Comparable to fairy lands.

[illegible]

[illegible]

[illegible]